উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,১৮৫.৪৩ (+১৩০.৪৯)
নিফটি : ২৪,০৭৮.৫০ (+২৬.৪৫)

টুচেল-বেলিংহাম ভুল বোঝাবুঝির অবসান ১১

ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে হাইকোর্টে মামলা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন অভিষেক ৭

শিলিগুড়ি ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 16 July 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 59

মেসির জাদুতে
স্বপ্নভঙ্গ ইংল্যান্ডের

আর্জেন্টিনা-২
(এনজো, লওটারো)
ইংল্যান্ড-১ (গর্ডন)

আটলান্টা, ১৫ জুলাই : রেফারির শেষ বাঁশিটা আটলান্টার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গ্যালারির রংটা যেন বদলে গেল। ভিআইপি বক্সে বসা ডেভিড বেকহ্যামের চোখেমুখে নেমে আসা একরাশ স্তব্ধতা, আর ঠিক তার উলটোদিকে ফকল্যান্ডের পুরোনো স্মৃতি উসকে দেওয়া নীল-সাদা স্রোতের উত্তাল গর্জন। টমাস টুচেলের জমাট রক্ষণ আর এফবিআই-এর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা- সব কিছুকে স্রেফ সাত মিনিটের জাদুতে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিলেন ৩৯ বছরের এক মহাতারকা। ষাট বছরের শাপমুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করা ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে স্তব্ধ করে দিয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে পা রাখল আর্জেন্টিনা। আটলান্টার এই রাত এখন শুধুই লিওনেল মেসির অবিস্মরণীয় তুলিটান আর আরও এক ইংরেজ ট্র্যাজেডির সাক্ষী।

খেলার শুরুতে অবশ্য ফুটবলের চেয়ে শারীরিক শক্তির আস্ফালনই বেশি ছিল। টুচেলের ছক ছিল পরিষ্কার- যে কোনও মূল্যে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগকে আটকে রাখা। তাই প্রথমার্ধ জুড়ে মাঠে শুধুই ফাউলের ছড়াছড়ি, যার বড় প্রমাণ ৩৭ মিনিটে এলিয়ট অ্যান্ডারসনের হলুদ কার্ড। প্রিমিয়ার লিগের দীর্ঘ মরশুম আর আগের ম্যাচের ১২০ মিনিটের ক্লান্তি ইংরেজ ফুটবলারদের পায়ে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছিল। হ্যারি কেন বা জুডে বেলিংহামদের স্বাভাবিক গতির অভাবটা স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও লিসান্দ্রো মার্টিনেজের নিশ্ছিদ্র পাহারার সামনে ইংরেজ আক্রমণভাগ বারবার খেই হারিয়েছে।

অথচ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে থ্রি-লায়ন্স সমর্থকদের মনে আক্ষেপ মেটানোর একটা অকাল বসন্ত এসেছিল। ৫৫ মিনিটে কেনের নিখুঁত পাস ধরে মরগ্যান রজার্স ডান দিক থেকে বল ভাসিয়ে দেন। সেখান থেকে দারুণ ফিনিশে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন অ্যান্থনি গর্ডন। গ্যালারিতে তখন উৎসবের আমেজ। কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই টুচেল এক মারাত্মক কৌশলগত ভুল করে বসলেন। ব্যবধান ধরে রাখতে গোলস্কোরার গর্ডনকে তুলে মাঠে নামালেন অতিরিক্ত ডিফেন্ডার এজরি কোনসাকে। মাঠে তখন ইংল্যান্ডের ছয়জন ডিফেন্ডার! ৫৫ মিনিটের পর থেকে ইংল্যান্ডের বল দখল নেমে এল মাত্র ১২ শতাংশে। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নিলেন লিওনেল স্কালোনির তিন সেনাপতি - রডরিগো ডি পল, এনজো ফার্নান্ডেজ আর ম্যাক অ্যালিস্টার। প্রাক্তন ইংরেজ তারকা অ্যালেন শিয়েরার যেমনটা আক্ষেপ করছিলেন, "গত দুটো ম্যাচে টুচেলের পরিবর্তনগুলো কাজে লেগেছিল, কিন্তু ফুটবলে জয়-পরাজয়ের ব্যবধান এমনই সূক্ষ্ম হয়।"

যে লোকটার বয়স ৩৯, তাঁকে কি শুধুই বক্সে ভিড় জমিয়ে আটকে রাখা সম্ভব? স্রেফ হেঁটে হেঁটে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা মেপে নিতে যার জুড়ি নেই, সেই মেসিকে বোতলবন্দি করতে গিয়েই চরম বিপদ ডেকে আনল ইংল্যান্ড। ৮৫ মিনিটের মাথায় একটা শর্ট কর্নার। মেসি ছোট্ট একটা শরীরী মোচড়ে ইংরেজ ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে বল বাড়ালেন বক্সের বাইরে। সম্পূর্ণ ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা এনজোর দূরপাল্লার আগুনে শট জর্ডন পিকফোর্ডের বিশ্বস্ত গ্লাভসকে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়িয়ে গেল।

এরপর শুধুই এক জাদুকরের রাজত্ব। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে (৯০+২) ম্যাক অ্যালিস্টারের শট পোস্টে লেগে ফেরার পর বল আবার সেই মেসির পায়ে। ডান দিক থেকে তাঁর এক মাপা ক্রসে যখন লাউতারো মার্টিনেজ মাথা ছুঁইয়ে জাল কাঁপালেন, তখন ইংরেজ রক্ষণভাগ যেন সম্মোহিত। জোড়া নিখুঁত অ্যাসিস্ট করে রোজারিওর সেই মহাতারকা বুঝিয়ে দিলেন, ফুটবল মাঠে বয়স আজও তাঁর কাছে স্রেফ একটা সংখ্যা।

ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আটলান্টার মাঠে। ইংরেজ ফুটবলাররা শূন্য দৃষ্টিতে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লেন সবুজ ঘাসে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আনন্দে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন স্কালোনির ছেলেরা। ইংরেজ ফুটবলের দীর্ঘ অপেক্ষা আর যন্ত্রণা যেন শেষ হওয়ার নয়। আরও একবার সেই সেমিফাইনালের চেনা বিষাদ। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা সেটাই করে দেখাল, যা তারা চিরকাল করে আসে। ফুটবল ইতিহাসের অন্য যেকোনো জাতীয় দলের চেয়ে এই কাজটা তারা হয়তো একটু বেশিই ভালো পারে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাদের রেকর্ড এখন ছয়ে ছয়!

আগামী রবিবার নিজেদের মুকুট ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে আর্জেন্টিনা। আর ড্রেসিংরুমের দিকে এগোতে থাকা স্কালোনির দল তখন গাইছে 'লা কুয়ার্তা এস্ত্রেয়া'। আটলান্টার রাতটা আজ শুধুই মেসির।

জল্পনা উসকে দিলেন জগদীশ
পদ্মে পা বাড়িয়ে ২০ সাংসদ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে যে ভাঙন ধরেছিল, তা এবার চূড়ান্ত রূপ নিতে চলেছে। জোড়াফুল ছেড়ে এনডিএ-র শরিদল এনসিপিআই-তে আশ্রয় নেওয়া ২০ জন সাংসদ এবার সরাসরি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন। আর এই হাইভোল্টেজ জল্পনা খোদ উসকে দিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বুধবার রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার কোচবিহারে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি।

জগদীশের কথায়, 'আগামী ১৯ জুলাই দিল্লিতে এনসিপিআইয়ের বৈঠক হবে। এরপর ২২ জুলাই সাংসদরা নিজেরা বৈঠকে বসে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন।'

ইতিমধ্যেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়ে প্রকাশ চিকবড়াইক সহ তিনজন রাজ্যসভার টিকিট পকেটে পুরেছেন। এই পরিস্থিতিতে দলত্যাগী ২০ জন সাংসদের পদ্ম-যোগের সম্ভাবনায় রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অথচ এই জগদীশই একসময় বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে খবরের শিরোনামে থাকতেন। এদিন অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে গেরুয়া শিবিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তিনি। রাজ্যে নতুন সরকারের 'পারফরমেন্স' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জগদীশ বলেন, 'আগের চেয়ে রাজ্যে এখন অনেক ভালো কাজ হচ্ছে।'

■ দলত্যাগী ২০ তৃণমূল সাংসদের পদ্ম শিবিরে যোগদানের জল্পনা উসকে দিলেন খোদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া

■ আগামী ২২ জুলাই দিল্লিতে বসছে চূড়ান্ত বৈঠক, ১৯ জুলাই এনসিপিআইয়ের বৈঠকের পরেই মিলবে সবুজ সংকেত

■ লোকসভায় একক আধিপত্য কায়েম করতে দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের গ্রিন সিগন্যালের অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গের রাজনীতি

ভোট পরবর্তী ক্ষোভের জেরে সিতাইয়ের নিজের বাড়িতেই ঢুকতে পারছেন না জগদীশরা। অথচ সেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সাফাই, 'নির্বাচনের পর রাজ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ডামাডোল পরিস্থিতি থাকে। এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুটা সময় দিতে হবে।'

একসময় যে জগদীশের ছায়া মাড়াতে নারাজ ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব, এখন পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তাঁরাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'উনি বিজেপিতে ঢোকার বিষয়ে যা বলেছেন তা নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই। এই বিষয়গুলি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বিবেচনা করে। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেব। দলের উপরে কেউ নয়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য বিজেপি মুখে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড ঝুলিয়ে রাখলেও, সংসদের রাশ একচেটিয়া নিজেদের হাতে রাখতে আসন সংখ্যা বাড়ানো দিল্লির মোদি-শা জুটির প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রকাশদের মতো জগদীশদের জন্যও বিজেপির সদর দপ্তরের দরজা খুলে যাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। নিজের বর্তমান অবস্থান স্পষ্ট করে জগদীশ অবশ্য বলেছেন, 'আমি এখন তৃণমূল নই, এনসিপিআইয়ের সাংসদ।' এখন দেখার আগামী ২২ জুলাইয়ের পর তাঁর নামের পাশে 'বিজেপি সাংসদ' তকমাটা পাকাপাকিভাবে জুড়ে যায় কি না।

এবিভিপি'র বিক্ষোভের মুখে পদ্ম বিধায়ক

দেবব্রত সেন ও পূর্ণেন্দু সরকার

রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : বুধবার রাজগঞ্জ কলেজে গিয়ে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি'র তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির বিধায়ক দীনেশ সরকার। কেন তিনি বিজেপির অন্য নেতাদের নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে ঢুকেছেন, তা নিয়ে ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় বিধায়ককে। এবিভিপি'র সদস্যরা কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। এমন ঘটনার কথা জেলায় ছড়িয়ে পড়তেই চরম অস্বস্তিতে পড়েন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। জেলা বিজেপির নেতারা বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে মন্তব্য করবেন বলে জানিয়েছেন। আরএসএসের এক শক্তিপ্রমুখ বলেছেন, 'এবিভিপি কোনও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন নয়। শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির লক্ষ্যে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই তারা কাজ করবে। সেটাই সংঘ থেকে তাদের শেখানো হয়েছে। শিক্ষাঙ্গন আগের রাজ্য সরকার বা তার আগের সরকারের সময়কার মতো ছাত্র রাজনীতির মুক্তাঞ্চলে পরিণত হোক, এই শিক্ষা এবিভিপিকে সংঘ কখনও শেখায়নি। তাই যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের শিক্ষাঙ্গনে অযথা অনধিকার প্রবেশ এবিভিপি বা সংঘ মেনে নেবে না। রাজগঞ্জ কলেজের প্রতিবাদ তারই বহিঃপ্রকাশ।'

■ অরণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানে কলেজে আমন্ত্রিত বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির স্থানীয় কিছু নেতা

■ এতেই বিধায়কের কলেজে ঢোকা ও বেরোনোর সময় বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি

■ তাদের কাজকে সমর্থন করেছেন আরএসএস নেতারা

বিধায়ক অবশ্য বলেছেন, 'আমি কলেজের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কয়েকজন দলীয় নেতা ছিলেন। কিন্তু এবিভিপি'র তা নিয়ে বক্তব্য থাকতেই পারে।'

অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এদিন রাজগঞ্জ কলেজে এক আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত ছিলেন বিধায়ক দীনেশ সরকার। বিধায়ক কলেজে ঢোকার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কয়েকজন স্থানীয় নেতা। বিজেপি নেতাদের দেখেই এবিভিপির সদস্যরা কলেজের প্রধান গেটের সামনে বিধায়কের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এমনকি কলেজের অনুষ্ঠান শেষ করে বিধায়ক ফিরে যাওয়ার সময়েও এবিভিপি'র সদস্যরা

এরপর আটের পাতায়

রামভজনের বহুতল নিয়ে প্রশ্নে বিজেপি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর স্ত্রীর নামে প্ল্যান পাশ করিয়ে বহুতল নির্মাণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। নির্মাণকাজে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড পদক্ষেপও করেছিল। পুরনিগম সূত্রের খবর, বহুতল নির্মাণ ইস্যুতে প্রশ্ন উঠতেই শুনানির নোটিশও পাঠানো হয়েছিল। এরমধ্যেই পুরনিগমের দায়িত্ব নেন প্রশাসক ও নয়া পুর কমিশনার। কিন্তু ওই অবৈধ নির্মাণ ইস্যুতে তদন্ত আর এগোয়নি। কোনও অজ্ঞাত কারণে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। পদক্ষেপ তো দূরের কথা, শুনানি অবধি হয়নি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পুরনিগমের অন্দরমহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতাও নাকি চাইছেন না রামভজনের বিল্ডিং নিয়ে পুরনিগম মাথা ঘামাক। যদিও শহরের বিজেপি নেতারা এমন অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, নির্মাণকাজ অবৈধ হলে পুরনিগম উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক। পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলেও উত্তর মেলেনি। পুর কমিশনারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় বহুতল নির্মাণে নিয়ম ভাঙার খেলা নজরে পড়ে। সেই তালিকায় নাম জড়িয়েছে পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর। সূত্রের খবর, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাই মার্গে তাঁর স্ত্রী

এরপর আটের পাতায়

রামভজন মাহাতোর এই বাড়ি নিয়েই বিতর্ক।

ইডি'র তলবের পর ঋত-শিবিরে মদনও

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জুলাই : মদনও আর মমতার ঘরে রইলেন না। তৃণমূল নেত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে 'সরি' মেসেজ পাঠিয়ে সোজা ভিড়লেন ঋতব্রত শিবিরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'কালারফুল বয়' মদন মিত্রকে কালো সানগ্লাস পরে খোশমেজাজেই দেখা গেল বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে। ২১ জুলাইয়ের আগে আবার ভাঙন মমতা শিবিরে। মদনের ভাষায় অবশ্য, 'তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই রইলাম। কেবল এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলাম। ওই ঘরে হয়তো সুখের পালঙ্ক ছিল। এই ঘরে হয়তো খাটিয়া আছে। আমি খাটিয়ার দিকটা বেছে নিলাম।'

এক ভিডিও বার্তায় বুধবার মমতা জানান, যিনি দল ছেড়েছেন, তিনি একদিন আগেই ইডি'র নোটিশের কথা মেসেজে তাঁকে জানিয়েছিলেন। মমতা বলেন, ওই মেসেজ পাওয়ার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই নেতার (মদন মিত্র) অবস্থান বদলের সম্ভাবনা আছে। শিবির বদলে মদনের বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর দল ছাড়ার কারণ বলে বক্তব্যকে বাহানা মনে করছেন মমতা। মদনের কথায়, "ইডি'র চেয়েও ভয়ংকর 'এবি' (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়)। হিটলারি কায়দায় চললে তো হবে না।"

অভিষেককে দোষারোপ বাহানা, বললেন মমতা

এই বক্তব্য যে মমতার স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করেছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'অভিষেক আপনাদের কাছে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওটা আসলে আপনাদের দল ছাড়ার সস্তা বাহানা। সেটিং করে নিলে অভিষেক সবচেয়ে

এরপর আটের পাতায়

শিক্ষকদের ভরতুকিতে স্কুলে সস্তায় বই-খাতা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৫ জুলাই : ধারেকাছে একটু গঞ্জ ধরনের জায়গা বলতে আমিনপুর। সেখান থেকে টোটোয় সওয়ার হয়ে রাজ্য সড়ক ধরে আরও প্রায় ৪ কিলোমিটার গেলে তবে পৌঁছানো যাবে পইনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পুরোনো এই স্কুলের একতলায় সিঁড়ির নীচে যে ছোট্ট ৩ ফুট বাই ৫ ফুট মতো জায়গা ছিল, সেটাই বদলে দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের এই স্কুলটাকে। আদতে একটা দোকান। সেখান থেকে খাতা, পেন, পেন্সিল কিনতে পারবে পড়ুয়ারা। তাহলে আর বিশেষত্ব কী হল? বিশেষত্ব হল ভাবনায়। এখানে পড়াশোনার সামগ্রী মিলবে কম দামে। কারণ, ভরতুকি দেবেন শিক্ষকরা। আর এই কেনাবেচার পুরো দায়িত্বটা সামলাবে দুই খুদে মন্ত্রী। স্কুলের শিক্ষা সংসদের প্রধানমন্ত্রী স্মৃতি মিস্ত্রি এবং শিক্ষামন্ত্রী সারিকা পারভিন নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে এই গুরুভার। স্টক রেজিস্টার মেলানো থেকে ক্যাশবুকে কীভাবে হিসাবনিকাশ করতে হয়, সেসব তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন শিক্ষকরাই। দোকান থেকে এই কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না কোনও শিক্ষক।

এই প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া ১৬৫ জন। আর শিক্ষক জনা চারেক। কৃষিপ্রধান এলাকা। পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। আর তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াও বটে। সরকারি উদ্যোগে বই-খাতা মেলে বটে, তবে হঠাৎ প্রয়োজনে পেন-পেন্সিল, মোমরঙের পেন্সিল মিলবে কোথায়? ব্যস্ত বাবা-মায়েদের পক্ষে দূরের দোকানে যাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে দামের ব্যাপারটা তো রয়েছেই। স্কুলের শিক্ষক মোস্তফা আল মামুন বলছিলেন, 'মাঝারি মানের দিস্তা খাতা, যেটা বাজারে দাম নেবে ১২ টাকা, সেটা স্কুলের দোকানে মিলবে সাড়ে ৯ টাকায়। দোকানে কিনতে গেলে যে কলমের দাম ৫ টাকা, সেটার দাম এখানে ৪ টাকা। ছবি আঁকার খাতা স্কুলের দোকানে ১২ টাকায় পাওয়া যাবে। বাজারে তার দাম ১৫ টাকা।'

আরেক শিক্ষক সুদীপ্ত সর্দারের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক খাতা, নানা ধরনের পেন, পেন্সিল, রাবার, ইরেজার, ছবি আঁকার খাতা, মোম পেন্সিল বিক্রি করা হবে এখান থেকে।' আপাতত হাজার সাতেক টাকার সামগ্রী কেনা হয়েছে।

কেন এই উদ্যোগ? স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজেদার রহমান অতীতে শিক্ষারত্ন সম্মান পেয়েছেন। সেই সাজেদার বলছিলেন, 'গ্রাম থেকে কুশমণ্ডি বাজার প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। আশপাশে ছোট জনপদগুলিতে বই-খাতার দোকান থাকলেও সব সময় সবকিছু পাওয়া যায় না। আবার সমস্ত অভিভাবক সচ্ছল একথা বলা যায় না। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' সমস্যার কথা মানছেন অভিভাবক সঞ্জিত মিস্ত্রিও। বললেন, 'অনেক সময় মেয়ে খাতা আনার কথা বলে বটে, কিন্তু আমার ভুল হয়ে যায় কোনও কোনও দিন। এখন আর অসুবিধা হবে না।'

এরপর আটের পাতায়

স্কুলে ন্যায্যমূল্যের দোকান।

বিশ্বমঞ্চে মালদার আফরিন

মালদা, ১৫ জুলাই : মালদা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নাম আন্তর্জাতিক স্তরে উজ্জ্বল করল কালিয়াচক-১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রামের কৃতী কন্যা আফরিন আক্তার। প্রাকৃতিক কৃষি (ন্যাচারাল ফার্মিং) বিষয়ক মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে সে।

আফরিন মালদার উষা মার্টিন স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পরিবারের সঙ্গে ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকায় বসবাস। দেশজুড়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে প্রায় দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। সবশেষে পঞ্চম ধাপে দেশজুড়ে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়, যাদের মধ্যে অন্যতম আফরিন।

প্রতিযোগিতার পাঁচটি ধাপই ইংরেজি ভাষায় ভিডিও কনফারেন্সে হয়েছিল। সেখানে প্রতিযোগীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, উপস্থাপনা দক্ষতা এবং প্রাকৃতিক কৃষি সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার মূল্যায়ন হয়। আফরিনের বাবা নায়েম আক্তার বামনগ্রাম মসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা বেনজির আমিন জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়নগর হাজি ইব্রাহিম প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। মেয়ের এমন সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া শিক্ষক দম্পতির পরিবারে। খুশি আফরিনের স্কুল শিক্ষকরাও।

আগামীদিনে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে চলা মূল পর্বে প্রায় ১৯৫টি দেশের সেরা প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হবে আফরিন। সেখানে বিশ্বমঞ্চে প্রাকৃতিক কৃষির চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতের হয়ে সওয়াল করবে সে।

মহানন্দা অভয়ারণ্য নিয়ে বনমন্ত্রীর ঘোষণা

১ কিমি পর্যন্ত ইকো সেনসিটিভ জোন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : মহানন্দা অভয়ারণ্যের সুরক্ষায় বড় সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে বনমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সীমানা থেকে চারপাশের এক কিলোমিটার এলাকাকে 'ইকো সেনসিটিভ জোন'বা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং সাংসদ রাজু বিস্ট। পরে মনোজ জানান, মহানন্দা অভয়ারণ্যকে ঘিরে ইকো সেনসেটিভ জোন ঘোষণা আটকে ছিল। সেই জটিলতা কাটিয়ে এক কিলোমিটারকেই চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে বলে খবর।

পরিবেশ আদালত মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে পাঁচ কিমি এলাকার মধ্যে নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সরকারকে সেই জায়গা চিহ্নিত করে কেন্দ্রকে জানাতে বলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা এবং পরিবেশ মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী, এই জোনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবটি রাজ্যের বন দপ্তর হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এতদিন পাঠানো হয়নি বলে দাবি। কারণ, কত কিমিকে ঘোষণা করা হবে, তা ঠিক করে উঠতে পারেনি তৃণমূল সরকার।

পরিবেশ মন্ত্রক ২০২০ সালে মহানন্দা অভয়ারণ্যের চারপাশ ঘিরে ইকোসেনসেটিভ জোন নির্ধারণ করতে বলেছিল। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয়েছে এই জোনের সীমানা নির্ধারণের খসরা সংশোধন নিয়ে। এই জোনে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড (যেমন ৪২ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড) এবং মাটিগাড়া, চম্পাসারি, সুকনার মতো বড় বড় এলাকা পড়ছে।

এত বড় অংশ পরিবেশগত জোনে চলে এলে ওই সব এলাকায় বহুতল ভবন এবং বাণিজ্যিক নির্মাণকাজ থমকে যাবে। পুরনিগম এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই ৫ কিমি পরিধির তীব্র বিরোধিতা করে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই দ্রুত সেই সমস্যা মেটানোতে উদ্যোগী হন শংকর, আনন্দময়রা। বনমন্ত্রী শিলিগুড়ি আসতেই তাঁর প্রথম বৈঠকেই বিষয়টিকে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানান আনন্দময়।

'মানুষখেকো' আতঙ্কে বসল খাঁচা

জটেশ্বর, ১৫ জুলাই : জটেশ্বরের অতীতপাড়ায় ফিরল চিতাবাঘের আতঙ্ক। মিলেছে বুনোর পায়ের ছাপ। সেটি চিতাবাঘের বলে নিশ্চিত করেছে বন দপ্তর। ২০২৪ সালে অতীতপাড়ার এক বৃদ্ধাকে নদীর পাড়ে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ। এরপর তাঁর ধড়, মাথা আলাদা করেছিল সে। এবার সেই এলাকায় পায়ের ছাপ মিলতেই নতুন করে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিকে, বুনোকে ধরতে খাঁচা পাতা হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। ২০২৪ সালের ঘটনার পর তাসাটি চা বাগানে খাঁচা পাতায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। তবে তার মধ্যে সেই মানুষখেকোটি ছিল কি না, স্পষ্ট নয়। এদিকে, অতীতপাড়ায় সন্ধ্যার পর অনেকে বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আগুন জ্বেলে রাস্তায় হাঁটছেন মানুষ। যদিও আতঙ্কিত হতে নিষেধ করে, সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছে বন দপ্তর। জানানো হয়েছে, যে জায়গায় পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে নজর রাখা হচ্ছে।

অতীতপাড়া এলাকাটি দলগাঁও জঙ্গলের আলিনগর বিটের আওতায় পড়ে। পশ্চিমে তাতাসি নদীর জঙ্গল। সেখানে বন্যজন্তু রয়েছে। জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ বেরিয়ে শিশাবাড়ি সরুগাঁওয়ের বাছুর, শুয়োর, ছাগল এমনকি, মানুষকেও তাড়া করে। স্থানীয় বাসিন্দা রামাপদ রায় বলেন, 'অতীতপাড়ায় চিতাবাঘ দেখা যাচ্ছে। আমরা ভয়ে আছি।' নন্দিনী রায় বর্মন বলেন, 'মেয়েকে নিয়ে টিউশন যেতে হয়। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। বিষয়টি দেখা হোক।'

উদ্যোগপতিদের পাশে সিআইআই

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : সিআইআই নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিলের উদ্যোগে জলপাইগুড়ির মোটরিস্ট ইন-এ আন্ত্রাপ্রেনরশিপ ফোরামের আয়োজন করেছে। শিল্প, প্রশাসন ও শিক্ষাজগৎকে এক মঞ্চে একত্র করে বিভিন্ন উদ্যোগী কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই আয়োজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সন্দীপকুমার ঘোষ, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় প্রমুখ। সিআইআই নর্থবেঙ্গলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SENBEC/eNIT-01(2ND CALL)/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015720_1 is extended upto 22/07/2026 upto 01.00 p.m. etails information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D, GOVT. OF W.B. ICA-T12614(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT-05 of 2026-27 EE/NMD-II.
Ref: Tender Id- 2026_PHED_1032566_1 TO 6
Sealed NIeT in WBF NO 2911 are invited by EE/NMD-II,P.H.E. Dte for O AND M OF DIFF PWSS. The detail of work will be available at website www.wbtenders.gov.in and www.wbphed.gov.in The last date of closing of tender on 03.08.2026 upto 17:00 P.M. Sd/- EE/NMD-II,P.H.E. Dte. ICA-T12628(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-quotation for the following work - Survey, measurement & valuation of structure & other immovable properties or assets attached to the acquired land fallen within the alignment of border fencing between Indo-Bangladesh border under administrative jurisdiction of Balurghat Sub-Division. e-NIQ No. 02 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016826_1. Bid submission start date (online): 17.07.2026 from 02:00PM, Bid submission closing date (online): 24.07.2026 upto 02:00 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh. Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. ICA-T12603(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM AGAINST e-TENDER
e-Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-02/2026-27 has been extended. Last Date of Bid Submission 21-07-2026 upto 14:00 Hrs. All details alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites: https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5016269_1. Sd/-Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte ICA-T12616(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No. – WB/PWD/AE/SCSD-II/02/2026-27. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_1. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_2. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_3. Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid Submission start Date : 14-07-2026 : 18.55 hrs. Bid Submission End Date : 27-07-2026 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri ICA-T12600(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./ T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:-1. Maintainance of Joyee Bridge Approach Road (Haldibari End) including Mending Raincuts & allied works under TBCD, Mekhliganj, Coochbehar in the year 2026-27 (2nd call) TenderId-2026_WBPWD_5016814_1. Estimated. Amount:Rs. 11,59,356.08. 2.Maintainance of Joyee Bridge Approach Road (Mekhliganj End) including Mending Raincuts & allied works under TBCD, Mekhliganj, Coochbehar in the year 2026-27(2nd call). TenderId-2026_WBPWD_5016814_2. Estimated. Amount: Rs. Rs. 7,65,962.51. e-NIT No.-07 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 15.07.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (online) 22.07.2026 upto 14.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar. ICA-T12601(3)/2026

EXECUTIVE OFFICER
SADAR PANCHAYAT SAMITY, JALPAIGURI
NIT NO. WB/JAL/SADAR/E.O/02/26-27, DATED: 14/07/2026 invited by the undersigned for 08 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 14/07/2026 Time: 18.00 & 21/07/2026 Time: 18.00 Hour Please visit on Website: www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Executive Officer
Sadar Panchayat Samity, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Rajganj Construction Sub Division invites online tender for the work "Construction of New Toilet Block for Drivers and other staff under CMOH, Jalpaiguri at JGMC&H Jalpaiguri." RN25001143. NIET No.: 05 of 2026-2027 of AE/PWD/Rajganj Construction Sub-Division. (2nd Call) Tender ID: 2026_WBPWD_5016834_1. Documents download start date & time (Online): 18.07.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 24.07.2026 upto 04.30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, RAJCSD, GOVT OF WB. ICA-T12615(1)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Amodini Mahajan W/o. Sujan Mahajan Vill- Raichenga, P.O- Falakata, Dist- Alipurduar- আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 9.7.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Amodini Majumdar Mahajan D/o- Nripati Majumdar Amodini Mahajan W/o- Sujan Mahajan- একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমার L.R. খতিয়ান নং 1220, J.L. No. 081, মৌজা ঃ কামিনীরঘাট, জেলা কোচবিহার যেখানে আমার নাম Fajirul Miya নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-06-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর। কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Fajirul Haque এবং Fajirul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Fajirul Haque প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রামঃ কামিনীরঘাট, পোঃ টাকাগাছ, থানাঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/121495)

•

I, MD Umar Faruk, Vill- Kamdol, P.O.- Sambalpur, P.S.- Pukhuria, Dist- Malda, do hereby declare that, vide an affidavit sworn before the E.M. Court at Chanchal, Malda on -09/07/26, that MD Umar Faruk S/o Sajjad Ali and Mohammad Umar Faruk S/o- Mohammad Sajjad Ali both are the same & one identical person. (C/122837)

•

ভোটার ID কার্ড নং WII 2185619 আমার বাবার নাম Kaychar নথিবদ্ধ হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 19970855554 আমার বাবার নাম MD. K. Ali নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার বাবার মৃত্যু শংসাপত্র নং D-2021 19-00433-000060 তাং 24.06.2021 যেখানে আমার বাবার নাম Kaychar Sekh নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 10-07-2026, J.M., Tufanganj, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Kaychar Ali, Kaychar, MD. K. Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। গ্রাম ও পোঃ চিলাখানা, থানাঃ তুফানগঞ্জ, জেলাঃ কোচবিহার। - Babul Hossain. (C/121496)

কর্মখালি

Wanted Clerical staff having graduation with computer knowledge and a GNM Nurse with requisite qualifications, apply within 10 days from the date of advertisement to our E-mail ID : matelliteaestate@gmail.com (B/B)

ব্যবসা/বাণিজ্য

SIP, SWP, Mutual Fund Portfolio Review Dipankar Saha - CFA (ICFAI), 7384414396. (C/122836)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sumanta Barman, পিতা ঃ Sudhir Chandra Barman, ২/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হল যে Sudhir Chandra Barman ও S. Barman একই ব্যক্তি এবং আমার সঠিক জন্মতারিখ হল -27.01.1988. (C/122064)

•

I Shankhashubhra Basu in my Daughters school record erroneously my name mentioned Shankha Shurva Basu vide affidavit on 15.7.26 before Ex. Magistrate Jalpaiguri declered that Shankhashubhra Basu and Shankha Shurva Basu both names are same & one identical person. (C/122459)

•

আমি Monu Singh, W/o- Ujjwal Das D/o- Sumer Singh, Vill+P.O.- Nageshwarpur P.S. Malda. Dist- Malda. আধার কার্ডে (No-2655 9589 6263) ও প্যান কার্ডে (No- DALPM 2464 J) আমার নাম Monu, D/O- Sumer Singh থাকায়, র‍্যাশন কার্ডে (ID No- RKSY-1, 400725747) আমার নাম Monu Sing থাকায়, ভোটার কার্ডে (No- YTU1166305) আমার নাম Manu Singh থাকায় গত 9/06/26 এ E.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডে-ভিট বলে আমি Monu, Monu Sing,Manu Singh থেকে Monu Singh W/O- Ujjwal Das নামে পরিচিত হলাম যা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122835)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender are invited online from reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Govt. Company for the work. N.I.e.T No. PHE/SWSD/EE/NIeT-03 of 2026-27 (Sl. No. 01 to 82). (Tender ID No. 2026_PHED_1032452_1 to 82) Last date of submitting e-tender : 04.08.2026 (online) upto 4:00 P.M. Date of opening 06.08.2026 at 04:00 P.M. Please log-in in the department website: https://wbtenders.gov.in for details. Addenda/Corrigenda if any would be intimated in departmental website only). Sd/- Executive Engineer, Siliguri W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T12623(3)/2026

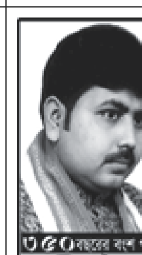
আজ ময়নাগুড়ি
১৮/১৮ জলপাইগুড়ি
১৯.৭ ধুপগুড়ি
২০.৭ ফালাকাটা
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

ভারতীয় স্থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছেঃ-
(ক) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন জে.এ.জি কার্যক্রম এপ্রিল ২০২৭, আইনে স্নাতক পুরুষ এবং মহিলা আবেদনকারীদের জন্য।
(খ) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন এন.সি.সি. বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম (পুরুষ) (যুদ্ধে নিহত সেনাকর্মীদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ) এপ্রিল ২০২৭ এর জন্য।
(গ) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম (মহিলা) (যুদ্ধে নিহত সেনাকর্মীদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ) এপ্রিল ২০২৭ এর জন্য।
২. অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত তারিখ অবধি খোলা থাকবেঃ-
(ক) জে.এ.জি কার্যক্রম -পুরুষ এবং মহিলা-১৭ই জুলাই থেকে ১৭ই অগাস্ট ২০২৬
(খ) এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম - পুরুষ - ২০ জুলাই থেকে ২০ই অগাস্ট ২০২৬
(গ) এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম - মহিলা - ২১শে জুলাই থেকে ২১শে অগাস্ট ২০২৬

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 125th Short Service Commission JAG Entry Scheme Course (Men & Women) Apr 2027 course for Law Graduates.
(b) 125th Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Men (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).
(c) 125th Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).
2. Online applications will open as under:-

(a)	JAG Course	Men & Women	17 July to 17 Aug 2026
(b)	NCC (Special) Course	Men	20 July to 20 Aug 2026
(c)	NCC (Special) Course	Women	21 July to 21 Aug 2026

দ্রষ্টব্যঃ-
১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার সহিত নিঃশুল্কে হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কে জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।
Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.
CBC 10601/11/0011/2627

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে:, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ০৮-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ "কালচিনি (কেসিএফ), মাদারিহাট (এমডিটি) ও মুজনাই (এমজেই) রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড-এর উন্নয়ন"। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২০,৩৭,৯৮৯.০৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৪০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্র্যাক ব্যালাস্ট-এর সরবরাহ ও লোডিং
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি। কাজের নামঃ ডিওয়াই.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও -এর অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তালবারি সাইডিং-এ ট্র্যাক ব্যালাস্ট (পরিমাণ - ১৩০০০০ ঘনমি)-এর সরবরাহ ও লোডিং। কাজের মূল্যঃ ২৫,৩৬,৭৫,৫০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫০,১৩,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ireps.gov.in দেখুন।
জেনারেল ম্যানেজার (ডব্লিউ)/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওষুধপত্র, সার্জিক্যাল সামগ্রী ইত্যাদির সরবরাহ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : সিএমএস-ইএমপি-২০২৬-১৩-০৬ অফ ২০২৬; তারিখ: ১৩-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, আইটেমের বিবরণঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল (পিন-৭৩৬১২৩) -এর জন্য ওষুধপত্র, সার্জিক্যাল সামগ্রী, বারবর্জ সামগ্রী (ল্যাবরেটরি সামগ্রী, এক্স-রে ফিল্ম/রিএজেন্ট, দাঁত সেলাই -এর সামগ্রী, সিউচার, লিগাচার, আইভি সেট ইত্যাদি) সরবরাহ। বায়না মূল্য: ২,১৬,০০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৮-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিএমএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BEFORE THE LD. COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION, SADAR COOCH BEHAR, DIST.- COOCH BEHAR
Dist. Delegate
MISC. SUCCESSION CASE NO.- 02/2026
U/S 372 OF Indian Succession Act of 1925
1. Sushama Roy, aged about-40 Years, W/O- Lt. Indrajit Roy.
2. Eshan Roy (Minor), aged about-16 Years, S/0- Lt. Indrajit Roy, representd by his natural gurdian i.e. his mother viz. Sushama Roy W/O- Lt. Indrajit Roy. Both residents of Ashram Road, Near Masjid, Ward No.-14 of Cooch Behar Municipality, P.S.- Kotwali, P.O. & Dist.- Cooch Behar, PIN No.-736101
......Petitioners
It is notified for General Information that the above noted petitioners have filed this instant petition before the Ld. Court for granting Succession Certificate in their favour as Legal Heirs of deceased Indrajit Roy (deceased Husband and father of Petitioner Nos.- 01 & 02 respectively) inrespect of debt and securities lying in the name of deceased Indrajit Roy to the fund of Rs. 19,06,010/- (Rupees Nineteen Lakhs Six Thousand Ten Rupees only). If anybody has got any objection inrespect of granting Succession Certificate to the Petitioners must have to file objection before the above noted court within 30 days from the Date of Publication of this Notification, in default the aforesaid Misc. Succession Case will be heard exparte.
By Order: Supriya Mandal
Sheristadar,
Court of the Civil Judge (Sr. Division), Sadar Cooch Behar, Cooch Behar, 736101

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এটি যোগানের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -০৮-২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি -০৮-২৬-২৭। কাজের নামঃ এলসি গেটের ইন্টারলকিং কাজের বিপরীতে ২০০০০ থেকে অধিক টিভিইউর জন্যে এমএসিএলএস সহিত ১৭ টি এলসি গেটে ১৭ টি এটি যোগানের ব্যবস্থা করা (এবি-৯, এবি-১৮, এবি-২১, এবি-২৯, এবি-৪৪, এবি-৫৯, এবি-৬০, এফডি-২৩, এফডি-২৬, সিএ-১৮, সিএ-১১, সিএ-১৪, সিএ-১৬, এনজে-৩৯, এনজে-৪৩, এনজে-৪৫ এবং এসকে-১৫০) (১৭ টি এলসিজি)। টেন্ডার রাশিঃ ৮১,৮৬,৩৯৩.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপি এন্ড ডিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

সকাল ৯টা পুরী থেকে সরাসরি ডিডি বাংলায়

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ডাল বাটি চুর্মা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.০০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, বিকেল ৩.১৫ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, সন্ধে ৭.১৫ দাদা, রাত ১০.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিন্দাস, দুপুর ১.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৪.৩০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১১.০০ শত্রু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রথম দেখা, বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ বর কনে, সন্ধে ৭.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১০.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রথযাত্রা উপখ্যান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৮ টুয়েলভথ ফেল, ২.৪৪ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৫.৩৪ ঘর কি লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫৫ গডজিলা, রাত ১০.২৫ রাজমহল
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৬ নসীব, বিকেল ৪.৫৯ হাতকড়ি, সন্ধে ৭.৪৮ তকদিরওয়ালা, রাত ১০.৩৮ গুলাম

টুয়েলভথ ফেল দুপুর ১২.০৮ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

রথযাত্রা উপাখ্যান দুপুর ২.০০ কালার্স বাংলা

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ আপনার প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলার উপযুক্ত ফল পাবেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। বহুমূল্য কোনও দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। বৃষ : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সম্পন্ন হবে। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। দূরের কোনও প্রিয় বন্ধুর পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেতে হতে পারে। কর্কট : আজ অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে পারলে উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের পরিশ্রম আরও বাড়বে। পেট সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : নতুন জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। আয় বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কন্যা : বাড়ি নির্মাণে খরচ বাড়বে। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের কোনও সমস্যা হতে পারে। আজ প্রিয় মানুষকে কিছুটা সময় দিন। তুলা : চাকরিজীবীদের বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি ফলসূচক। প্রেমের সম্পর্ক মজবুত হবে। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। বৃশ্চিক : আপনার সামান্য কথার জেরে সংসারে অশান্তি হতে পারে। পরে মায়ের হস্তক্ষেপে তা মিটে যাবে। মাথাব্যথা বা উচ্চরক্তচাপের সমস্যা হতে পারে। ধনু : দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন। মকর : ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা বাড়বে। সন্তানের পড়াশোনার খরচ নিয়ে মানসিক চিন্তা। শরীর নিয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক মিটে যাবে। প্রেমে ব্যাকুলতা বাড়বে। মীন : স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বাড়তে পারে। অযথা দৌড়ঝাঁপ এড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করে কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। তীর্থভ্রমণে মনে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৫ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, ৩১ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় সুদি, ১ শফর। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দিবা ১১।৪৬। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৬। বজ্রযোগ দিবা ৮।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১। ৪৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১১।৪৬ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১১। ৪৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১১।৪৬ মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

SHYAM STEEL®
flexi STRONG TMT REBAR
SHYAM STEEL
macaw
PAINTS
শক্তির বিস্তার।
আগামীর অঙ্গীকার।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী- র
গরিমাময় উপস্থিতিতে
শ্যাম স্টীলের মেজিয়া প্ল্যান্টে স্টীল ডিভিশন সম্প্রসারণের শিলান্যাস সমারোহ
LIVE সম্প্রচার দেখতে স্ক্যান করুন
17 JULY
দুপুর ২টো থেকে
SHRI SAMIK BHATTACHARYA
State President BJP, West Bengal
Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha
SHRI TAPAS ROY
Hon'ble Minister-in-Charge,
Commerce & Industry, West Bengal
GUESTS OF HONOUR
SHRI AJAY KR. PODDAR
Hon'ble Minister-in-Charge,
Public Works, West Bengal
SHRI ARJUN SINGH
Hon'ble Minister-in-Charge,
Transport & Labour, West Bengal
SHRI SHARADWAT MUKHERJEE
Hon'ble Minister-in-Charge,
Health and Family Welfare, West Bengal
SHRI SUVENDU ADHIKARI
Hon'ble Chief Minister, West Bengal
SHYAM STEEL GROUP
MEJIA PLANT, MEJIA BLOCK, BANKURA, WEST BENGAL

প্রতীক্ষা।। জলপাইগুড়িতে তিস্তার ধারে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেঙ্গল সাফারিতে প্রজননকেন্দ্র

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে তৈরি হবে বন্যপ্রাণীদের প্রজননকেন্দ্র বা ব্রিডিং সেন্টার। বুধবার এমনটাই ঘোষণা করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। এছাড়া তিনি বেঙ্গল সাফারিতে ফের হাতি সাফারি চালুর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে কর্মী নিয়োগের আশ্বাস দেন। এতদিন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকলেও বেঙ্গল সাফারিতে বন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মীদের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে বাঘ, ভালুক, হরিণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির প্রজনন হত। দেখা যাচ্ছে, প্রজননের ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল সাফারি কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে প্রশংসা করার পর বেঙ্গল সাফারিতে প্রজননকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করেন মনোজ। তিনি বলেন, 'ব্রিডিং সেন্টার নিয়ে সেভাবে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে আমরা অবশ্যই করব। বেঙ্গল সাফারি থেকে সফল ব্রিডিং হচ্ছে বলে বিভিন্ন জায়গায় বন্যপ্রাণীদের পাঠানো যাচ্ছে।'

বনমন্ত্রী এদিন বেঙ্গল সাফারিতে বৃক্ষরোপণ করেন। সাফারির গাড়িতে ঘুরে বন্যজন্তুদের দেখেন। নিজের মোবাইলে ভিডিও করতে দেখা যায় তাঁকে। পরে মনোজ জানান, কিছুদিনের মধ্যে ঝাড়গ্রামে সাফারি চালু হবে। বেঙ্গল সাফারিতে প্রজননের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া বন্যপ্রাণীদের সেখানে পাঠানো হবে। তাছাড়া বেঙ্গল সাফারিতে অনেকদিন হাতি সাফারি বন্ধ রয়েছে। মন্ত্রী তা চালুর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'হাতি সাফারি চালুর চিন্তাভাবনা চলছে।' বন দপ্তরের অন্যতম বড় সমস্যা কর্মীসংকট। শুধু বেঙ্গল সাফারিতে নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক জঙ্গল এবং বন দপ্তরের অফিস কর্মীর

অভাবে ধুঁকছে। মনোজ কর্মী নিয়োগে আশ্বাস দিয়েছেন। তৃণমূল আমলে কর্মী নিয়োগের বিষয়টিতে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'বনকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও আলোচনা করেনি তৃণমূল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৮৭ শতাংশ পদ খালি। আমরা আস্তে আস্তে নিয়োগের চেষ্টা করব যাতে সমস্যা দূর হয়।'

বেঙ্গল সাফারি ঘুরে মনোজ তৃণমূল সরকারের নানা ত্রুটি নিয়ে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, বেঙ্গল সাফারিকে সেভাবে প্রচারের আলোয় আনা হয়নি। ফলে এটি দেশের অনেক রাজ্যের কাছে অজানা ছিল। বিজেপি সরকার বেঙ্গল সাফারির উন্নয়নের মাধ্যমে আরও বিভিন্ন ধরনের জন্তু এনে আকর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করবে বলে তিনি জানান। মনোজ বলেন, 'কিছু ত্রুটি নজরে এসেছে। আমরা আবার ভালো করে করব।'

অন্যদিকে, মহানন্দা, বালাসন, মেচির মতো জঙ্গল এলাকার নদীগুলি থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর খননের অভিযোগ রয়েছে। জঙ্গলের আড়ালে ওই নদীগুলি থেকে খনন প্রক্রিয়া চলছে বলে অভিযোগ। মনোজ সাফ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তিনি দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

গৃহবধূর ক্ষতবিক্ষত দেহ

বানারহাট, ১৫ জুলাই : গয়েরকাটার মোরাঘাট জঙ্গল থেকে স্থানীয় এক বিবাহিত মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় বুধবার। মৃতার নাম চুমকি রায়। এদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন বাসিন্দা জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখে বানারহাট থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করেছে। তাঁর বাবার বাড়ি দুরামারিতে। মৃতার স্বামীর নাম বিমল রায়। তদন্ত শুরু করেছে বানারহাট থানার পুলিশ।

হাটের শেড সংস্কারের আশ্বাস

রাজগঞ্জ, ১৫ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি হাটের বেহাল দশা নিয়ে বুধবার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার। আলোচনায় আমবাড়ি হাটের শেডগুলির ভগ্নপ্রায় দশার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা।

আমবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবল সরকার বলেন, 'বহুদিন আগে বানানো আমবাড়ি হাটের শেডগুলির বর্তমানে খারাপ অবস্থা। পুরো বিষয়টি বিধায়ককে জানানো হয়েছে।' বিধায়ক জানান, পুরো আমবাড়ি হাট ঘুরে দেখেছেন তিনি। শেডগুলির অবস্থার কথা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে মেরামতির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পরিদর্শন

ক্রান্তি, ১৫ জুলাই : বুধবার মুন্ডা ক্রান্তি ব্লকের উত্তর সারিপাকুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মালের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। একাধিক সমস্যায় জর্জরিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নত করার দাবি দীর্ঘদিনের। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে রয়েছেন একজন চিকিৎসক। এদিন বিধায়ককে কাছে পেয়ে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত নানান অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বাসিন্দাদের দাবি পূরণ করতে সচেষ্ট ভূমিকা নেওয়ার কথা জানান।

স্মারকলিপি

ক্রান্তি, ১৫ জুলাই : বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বুধবার ক্রান্তির বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দিল সারা ভারত কৃষকসভা, সিটু, খেতমজুর এবং বস্তি উন্নয়ন সমিতির ব্লক সমন্বয় কমিটি। উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকসভার সভাপতি আশিস সরকার, আবেদ আলি প্রমুখ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আলাদা রাজ্য 'গোর্খাল্যান্ড' চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিল ইন্ডিয়ান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকেশন ফ্রন্ট। সংগঠনের তরফে বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করা হয়, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিসট্রেশন (জিটিএ)। সেই কারণে জিটিএ-কে ভেঙে দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে চিঠিতে।

ফুলবাড়িতে আটক বাংলাদেশি মহিলা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : ফুলবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক হওয়া এক বাংলাদেশি নাগরিককে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করল এনজেপি থানা। মহিলার নাম জসমিনা বিবি। বছর বাইশের ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর এক বছরের একটি শিশুকন্যাও রয়েছে। জসমিনার বাড়ি বাংলাদেশের কক্সবাজারের বালুকার নামে একটি গ্রামে বলে খবর। বুধবার বিকালে মহিলাকে ফুলবাড়ি থেকে আটক করে পুলিশ। এরপরই বিষয়টি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে জানায় এনজেপি থানা। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মহিলাকে মাটিগাড়ার আঠারোখাইয়ের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মাটিগাড়ার হোল্ডিং সেন্টার তৈরির পর এই প্রথম কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। সূত্রের খবর, ওই মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দু'বছর আগে ওই মহিলা বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে ঢুকে পড়েন। পরবর্তীতে দিল্লি চলে যান। সেখানে এক ব্যক্তিকে বিয়েও করেন। তাঁদের একটি শিশুকন্যা হয়। কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পর মহিলা বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। সে কারণে দিল্লি থেকে মহিলা কোনওভাবে শিলিগুড়ি আসেন। এদিন মহিলা ফুলবাড়িতে সন্তান নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। সেই খবর এনজেপি থানায় পৌঁছায়। এরপর পুলিশ গিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই জানতে পারে তিনি বাংলাদেশি। মহিলার কাছে পাসপোর্ট কিংবা ভারতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে মহিলাকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। এরপর গোটা বিষয়টি জেলা শাসকের নজরে নিয়ে আসা হয়। মহিলা দিল্লির কোথায় থাকতেন, কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন, সেই বিষয়গুলি জানতে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মহিলার সঙ্গে আর কেউ বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছিল কি না, এসে থাকলে তাঁরা কোথায় রয়েছেন, সেই বিষয়টি পুলিশ জানার চেষ্টা করছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সরকারি নিয়ম মেনে মহিলাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ব্যাংডুবি ছাউনির জট কাটার আশা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : ব্যাংডুবি সেনাছাউনি ও বন দপ্তরের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমিজট কি এবার কাটতে চলেছে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র আসন্ন শিলিগুড়ি সফরেই এই দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটার আশায় বুক বাঁধছে ওয়াকিবহাল মহল। জানা গিয়েছে, সফরে এসে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে চিকেন নেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। পরে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে আসছেন। সে সময়ই সেনার সঙ্গে বন দপ্তরের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি অগ্রগতি পেতে পারে।'

নতুন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেনা ৫টি হাতির করিডর ছেড়ে দেবে এবং বনায়নের জন্য বন দপ্তরকে অর্থ দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এই চুক্তি চূড়ান্ত হলে ব্যাংডুবির পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ সম্পূর্ণ প্রশস্ত হবে। এদিকে, সীমান্ত সুরক্ষায় আর এক ধাপ এগিয়ে বুধবার ফাঁসিদেওয়ার মুড়িখাওয়া সীমান্তে বিএসএফের হাতে ৪ একর রায়তি জমি তুলে দিয়েছে ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তর। এতদিন জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলায় ওই এলাকার সাড়ে চার কিলোমিটার অংশে কাঁটাতার বসানো যায়নি। এবার দ্রুত বাকি অংশে কাঁটাতার বসানোর কাজ শেষ হবে।

মন্দিরে পুজো

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুলাই : বুধবার ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকড়িতে পাহাড়ি মায়ের মন্দিরে বিশেষ পুজো দিয়ে গেলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরই এই বিশেষ তিথিতে জনকল্যাণে এবং সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় এখানে পুজো দিতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৯ সাল থেকেই তিনি নিয়মিত এই মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক সন্তোষ রায় বলেন, 'এই বাৎসরিক পুজো আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ১০ দিন ধরে চলবে।'

গৌরীকোন এলাকায় পুকুরে মাছ ধরার হিড়িক।

কৃষ্ণের পুকুরে মাছ ধরার 'উৎসব'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : একসময় এই পুকুরে ছিপ ফেললে জুটত বেধড়ক মার। এখন সেই পুকুরেই চলছে 'জনতার মাছ ধরা উৎসব'। সৌজন্যে, বারোপাটিয়া নতুনবস পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান কৃষ্ণ দাসের পলায়ন। সেই আনন্দে বিনা বাধায় সাধারণ মানুষ জাল, ছিপ হাতে মাছ ধরছেন। সরকারি প্রকল্পের এক কোটি টাকায় তৈরি কটেজ ও জলাশয়কে যিনি কার্যত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়েছিলেন, তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকে সেই নেতাই এখন বেপাত্তা। ফলে পরিত্যক্ত পুকুরের মাছ ধরেই যেন অভিনব কায়দায় দুর্নীতির কড়া জবাব দিচ্ছেন স্থানীয়রা।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরে বোদাগঞ্জের গৌরীকোনে আনন্দমঠ ইকো পর্যটনকেন্দ্র ও জলাশয়টি তিন বছর আগে তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান' প্রকল্পের এক কোটি টাকায় এই কটেজ নির্মাণ এবং পুকুর সংস্কার করা হয়েছিল। সংস্কারের পর স্থানীয়দের সাহায্যেই পুকুরে রুই, কাতলা, বাটা, মৃগেল, শিঙি, মাগুর সহ নানা মাছের চাষ শুরু হয়। কিন্তু কৃষ্ণ পালিয়ে যেতেই এখন পুরোনো ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় রমেশ মাঝি বলেন, 'সরকারের টাকায় কটেজের সামনে জমি দখল করে জলাশয় বানিয়েছিল কৃষ্ণ। আমরাই মাছের দেখভাল করতাম। কিন্তু সে কাউকে মাছ নিতে দিত না। এখন দেখার কেউ নেই, তাই আমরা নিজেরাই মাছ ধরছি।' রাকেশ সরকার নামে আরেক স্থানীয়ের অভিযোগ, 'মাছ চাষে সাহায্য করলেও আমাদের একটি মাছও দেওয়া হত না। সব মাছ শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রি করে টাকা নিজের পকেটে ভরতেন কৃষ্ণ। পাপ করেছেন বলেই আজ তিনি পলাতক।'

আরেক বাসিন্দা বিনোদ ওরাওঁ জানান, নিয়ম অনুযায়ী পুকুরের মাছ কটেজে আসা পর্যটকদের খাওয়ানোর কথা ছিল। কিন্তু পর্যটক তো আসতোই না, উলটে কটেজটি হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গদের ফুর্তির আখড়া। রাতে সেখানে মদের আসর বসত আর পুকুরের তাজা মাছ দিয়ে চলত কবজি ডুবিয়ে ভোজ। কেউ মাছ ধরতে গেলে জুটত বেদম মার। আড়াই মাস ধরে কটেজটি পরিত্যক্ত থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এখন জলাশয়ের অধিকার বুঝে নিচ্ছেন।দুর্নীতির পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ নিয়ে বারোপাটিয়া নতুনবস পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন পুরো দায় চাপিয়েছেন পঞ্চায়েত দপ্তরের কাঁধে। অন্যদিকে, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক জর্জ লেপচা জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : দিনকয়েক আগেই দুর্নীতির অভিযোগে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডলের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তারপরেই তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন কাজে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরিকরা পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সে কারণেই বুধবার দুপুরে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ। অবশ্য এদিন পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে দেখা যায়, প্রধানের পদত্যাগের পর এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন মানুষ। অবশেষে দপ্তরের একজন পঞ্চায়েত কর্মীর মাধ্যমে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। প্রধানশূন্য অরবিন্দ পঞ্চায়েতে দ্রুত আধিকারিক নিয়োগ, অঞ্চলের বেহাল রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কার, গৌরীহাটে গবাদিপশু কেনাবেচা দ্রুত শুরু, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, নিকাশিনালা সংস্কার সহ একাধিক দাবি করা হয় এই স্মারকলিপিতে। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা তপন গঙ্গোপাধ্যায়, নীলাদ্রি মৈত্র, শ্রমিক নেতা শুভাশিস সরকার, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা মধুসূদন ঘোষ সহ অন্যরা।

ধর্ষণের চেষ্টা

ধূপগুড়ি, ১৫ জুলাই : প্রতিবেশী মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ধূপগুড়ি থানা। ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২'এর ঘটনা। বুধবার সকালে ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে টেনে পাশের চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত। মহিলার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন প্রতিবেশীরা অভিযুক্তকে ধরে ধূপগুড়ি থানায় খবর দেন। মহিলার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুলাই : বুধবার নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তরের সঙ্গে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে চোলাই নষ্ট করেছে। অভিযানে এলাকা থেকে প্রায় ২৫০০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করে দেওয়া হয়।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ১৫ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কুমার শৈব। তিনি নকশালবাড়ির নিহালজোতের বাসিন্দা। বুধবার বিকেলে পুলিশ নকশালবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি রাজ্য সড়কের উত্তর রামধনজোত এলাকায় কুমারকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ দশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

কাজের সূচনা

চালসা, ১৫ জুলাই : মাটিয়ালি ব্লকের ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হল বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজিবিকা মিশন প্রকল্পের কাজ। বুধবার চালসা চা বাগানের ২১/৩৭ নম্বর বুথে একটি নিকাশিনালার কাজের সূচনা করেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, মাটিয়ালির বিডিও সুমন্ত ভৌমিক সহ অন্যরা। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা অ্যানি ওরাওঁ।

অ্যাম্বুল্যান্স

নাগরাকাটা, ১৫ জুলাই : ধুমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চালু হল অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। মঙ্গলবার এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা। এই পরিষেবার ফলে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা–১ ও আংরাভাসা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ উপকৃত হবেন।

ল' কলেজে ছাত্রীর যৌন হেনস্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : কলেজের ভেতরেই এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা এবং মারধরের অভিযোগ উঠল সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ১০ জুলাই শিলিগুড়ির দাগাপুর এলাকার একটি আইন কলেজে ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কলেজ চত্বরে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, ঘটনার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে অভিযুক্ত ছাত্রটি নির্যাতিতার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সিম কার্ডটি বের করতে নেয়। নির্যাতিতা বাধা দিলে তাঁকে যৌন হেনস্তার পাশাপাশি তাঁর বাঁ হাতে কামড়ে দেয় অভিযুক্ত সহপাঠী। এর জেরে শরীরের একাধিক জায়গায় চোট পান ওই ছাত্রী।

পারিবারিক সূত্রের খবর, কলেজে ভর্তির পর অভিযুক্ত ছাত্রের সঙ্গে নির্যাতিতার পরিচয় হয়। পরবর্তীতে সে প্রেমের প্রস্তাব দিলে ওই ছাত্রী তাতে সাড়া দেন। তবে সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকেই অভিযুক্ত তাঁর উপর যৌন হেনস্তা ও দুর্ব্যবহার শুরু করে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নির্যাতিতা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু তার পর থেকেই মানসিক অত্যাচার ও হেনস্তার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় অভিযুক্ত। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা প্রথম নয়। গত মাসেও পরীক্ষা চলাকালীন নির্যাতিতার মোবাইল টেনে নিয়ে সিম কার্ড বের করে নিয়েছিল অভিযুক্ত। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা ফেরত না দিয়ে নিজের মোবাইলে সেটি ভরে নির্যাতিতার বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার অ্যাকসেস হাতিয়ে নেয় সে।

কলেজের ভেতরে হেনস্তার ঘটনা ঘটলেও কেন তা কর্তৃপক্ষের নজরে এল না এবং কেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ বিষয়ে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'আমার মনে হচ্ছে ঘটনাটি কলেজের বাইরেই হয়েছে। তবুও সিসিটিভি পরীক্ষা করব। ছাত্রীর পরিবার আজকে কলেজে এসে অভিযোগপত্র দিয়েছে। আমরা শুক্রবার অভিযুক্তকে ডেকেছি।'

এদিকে, গত ১০ জুলাইয়ের ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবার থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে মাটিগাড়া থানার সামনেই

কাঠগড়ায় সহপাঠী

অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের হুমকি দেয়, শাসায় বলে অভিযোগ। ক্রমাগত এই চাপ ও হেনস্তার জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই ছাত্রী।

নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, '১১ তারিখ সকালে মেয়েকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখার পর আমরা তড়িঘড়ি মাটিগাড়া হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাই। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, মেয়ে ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।'

১৩ জুলাই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন ওই ছাত্রী। এই ঘটনায় গত মঙ্গলবার মাটিগাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। শিলিগুড়ি পুলিশের এক কর্তা জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তৃণমূলের কার্যালয়ে বৈঠকে বাধা বিজেপির

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি বৈঠককে কেন্দ্র করে বুধবার বিকেলে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল বাগডোগরার ক্ষুদিরামপল্লিতে। অভিযোগ, সেখানে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা বাধা দেন। এনিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বিজেপি কর্মীদের বুঝিয়েসুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর পরই ওই বৈঠকে এসে পৌঁছান শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব এবং তৃণমূলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাপতি কুন্তল রায়। তাঁদের উপস্থিতিতে শেষপর্যন্ত বৈঠকটি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওই বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন প্রাক্তন নকশালবাড়ি-১ ব্লক সভাপতি প্রবীর রায়। বৈঠকে লোয়ার বাগডোগরা, আপার বাগডোগরা এবং গোঁসাইপুর অঞ্চল থেকে প্রায় ১০০ জন তৃণমূল নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন গৌতম দেব ও কুন্তল রায়। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজেপির বান্টি বসু, শান্তনু বসু সহ জনা কুড়ি কর্মী সেখানে চড়াও হন। তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে এসে তাঁরা এই বৈঠকের প্রতিবাদ জানালে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বেধে যায়।

এ বিষয়ে বিজেপির বান্টি বসু বলেন, 'নির্বাচনের ফল যেদিন বের হয়, সেদিন আমরা এই কার্যালয়ে এসে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তখনই বলেছিলাম এখানে বৈঠক করা চলবে না। তার পরেও কেন বৈঠক করা হচ্ছে? সেই কারণেই বাধা দিয়েছি।' যদিও বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক লছমি শর্মার দাবি, 'ওখানে ঠিক কী হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে বাইক, স্কুটার রেখে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সমর্থকরা মূলত সেটি বলতেই গিয়েছিলেন।'

> **২০১১ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে শিলিগুড়ি সহ কোনও জায়গাতেই বিরোধীদের কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।**
>
> **গৌতম দেব**
> *প্রাক্তন মেয়র, শিলিগুড়ি*

অন্যদিকে, ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমি এখানে আসার আগে বিজেপির লোকজন কিছু কথা বলেছেন। আমি সকলের কাছে আবেদন জানাব- ২০১১ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে শিলিগুড়ি সহ কোনও জায়গাতেই বিরোধীদের কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির ঐতিহ্য যাতে বজায় থাকে, তা সকলের দেখা উচিত।'

তৃণমূলের প্রাক্তন নকশালবাড়ি-১ ব্লক সভাপতি প্রবীর রায় বলেন, 'আমরা ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলাম। হঠাৎ করে বিজেপির কিছু সমর্থক এসে বাধা দেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পরে সিপিএমকেও কখনও বাধা দিইনি।'

তিনি আরও জানান, জেলা সম্পাদকের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই জেলা থেকে প্রায় ৫০০ জন কর্মী-সমর্থক নিজেদের মতো করে ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতায় যাবেন। তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি উৎপল ঘোষের বক্তব্য, 'তৃণমূলের পার্টি অফিসে তৃণমূল মিটিং করবে, তাতে কেন বাধা দেওয়া হবে তা বুঝতে পারলাম না। সকলেরই নিজের মতো করে বৈঠক করার অধিকার রয়েছে।'

মাদ্রাসার নামে সরকারি টাকা লুট

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৫ জুলাই : একেবারে ফসলের খেতের মধ্যে চলছে স্কুল। চারদিকে পাট, ধান, আলু- কী নেই? স্কুলে শুধু পড়ুয়া নেই। তাতে কী হয়েছে? বছরের পর বছর ধরে সরকারি কাগজ-কলমে দিব্যি চলছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসাটি। অভিযোগ, সরকারিভাবে খাতায়-কলমে পড়ুয়া, শিক্ষক সবকিছু থাকলেও বাস্তব ছবিটা একেবারেই আলাদা। নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন শিক্ষকরা। স্কুলের তালা শেষ কবে খোলা হয়েছিল, তাও ঠিক করে মনে করতে পারছেন না এলাকাবাসী। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। তাঁদের দাবি, নাম নথিভুক্ত থাকলেও মাদ্রাসা না খোলায় অধিকাংশ শিশুই পড়াশোনা করছে অন্য সরকারি বিদ্যালয়ে। ফলে এই সরকারি অনুমোদিত মাদ্রাসার প্রতি অভিভাবকদের অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শোলাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা। ১৯৯২ সালে পরিচালন সমিতির উদ্যোগে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা হলেও ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যালঘু শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পায়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পঠনপাঠন হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী আটজন শিক্ষক এবং দুজন ক্লার্কের প্যানেল তৈরি করে ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (ডিএমই)-এর কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই বছর দুয়েক ধরে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়।

মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই সমিতির সম্পাদক গফুর মিয়াঁর ছেলে মকবুল হোসেন অভিযোগ, চাষের খেতের মধ্যে দোচালা টিনের একটি ঘর তুলে সেখানে মাদ্রাসা চালু করা হয়েছে। সরকারি অনুমোদিত মাদ্রাসার পরিকাঠামো

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা।

বর্তমানে স্কুলের ক্লার্কের দায়িত্বে রয়েছেন। খাতায়-কলমে তিনিই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অভিভাবকদের এতটাই শোচনীয় যে সেখানে পঠনপাঠন কার্যত অসম্ভব। অভিযোগ, খাতায়-কলমে পড়ুয়ার সংখ্যা বজায় রাখতে আশপাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাম ওই মাদ্রাসায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সম্পাদকের ছেলে তথা ক্লার্ক মকবুল হোসেন অবশ্য দাবি করছেন, 'স্কুল নিয়মিত চলে। বর্তমানে ৭১ জন পড়ুয়া রয়েছে। সরকার মাদ্রাসার অনুমোদন দিলেও ভর্তির পোর্টাল এখনও চালু করেনি। আমরা তো কোনও ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না। তাই আমাদের স্কুলের পড়ুয়ারা সরকারি অন্য বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।' জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক রাখি পালকে ফোন করেও কোনও সাড়া মেলেনি।

মেডিকেলে ফেলে চম্পট দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে

রোগীর হদিস করিডরে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বুধবার দুপুর দেড়টা। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কিছুটা দূরে অসুস্থ অবস্থায় একজন কাতরাচ্ছিলেন। যা নজরে পড়তেই এক মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বিষয়টি জানান সুপার অফিসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান সহকারী সুপার গৌতম দাস। রোগীর নাম, ঠিকানা জানতে চেয়ে দেখেন রোগীর কাছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের একটি রেফারাল টিকিট রয়েছে। তাতে স্পষ্ট, ৮ জুলাই ওই রোগীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। রোগীর অভিভাবক বা পরিবারের কেউ নেই বলেও লেখা রয়েছে। সহকারী সুপারের নির্দেশে দ্রুত ভর্তি করে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ওই রোগীর। কিন্তু প্রশ্ন, পরিবারের কেউ যেখানে নেই, সেখানে কে বা কারা ওই রোগীকে জেলা হাসপাতাল থেকে মেডিকেলে নিয়ে এলেন এবং করিডরে ফেলে রাখলেন? মেডিকেল প্রশাসনের বক্তব্য, এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ভর্তি না করে রাতেও চুপিসারে করিডরে রোগীকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'প্রায়দিনই এমন ঘটনা ঘটছে। যার দায় এসে পড়ছে আমাদের ওপর।'

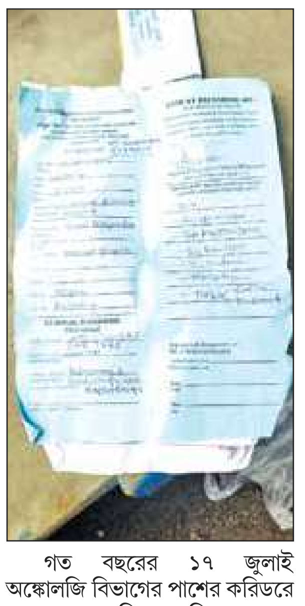

গত বছরের ১৭ জুলাই অঙ্কোলজি বিভাগের পাশের করিডরে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে কুকুর খুবলে খেয়েছিল। ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেসময় হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য ছিল, বিশাল ক্যাম্পাস হওয়ায় সর্বক্ষণ নজরদারির মতো ব্যবস্থা নেই। ফলে অনেকেই অসুস্থ মানুষকে গাড়িতে এনে মেডিকেলে রেখে চলে যাচ্ছেন। বুধবারের ঘটনাও তেমনই। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন করিডর থেকে উদ্ধার হওয়া রোগীর নাম কাজল মজুমদার। নথিতে বাড়ি শিলিগুড়ির ভারতনগর বলে উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর কোনও অভিভাবক বা পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি বলে লেখা রয়েছে।

■ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীর হদিস মেডিকেলের করিডরে

■ রেফারের এক সপ্তাহ পর রোগীর সন্ধান, কে বা কারা করিডরে রাখল উঠছে প্রশ্ন

■ প্রায়দিনই এমন ঘটনা ঘটছে বলে দাবি মেডিকেল কর্তৃপক্ষের

রোগীর কাছে থাকা নথি অনুযায়ী, কার্ডিওলজি এবং নেফ্রোলজির সমস্যা থাকায় তাঁকে গত ৮ জুলাই মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। কিন্তু জরুরি বিভাগের মাধ্যমে ভর্তি না করে করিডরে ফেলে রাখা হয়। কিন্তু কে এমন কাণ্ড ঘটালেন, সে প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসকদের মধ্যে। জেলা হাসপাতাল থেকে কীভাবে, কার মাধ্যমে রোগীকে মেডিকেলে পাঠানো হল, সেই প্রশ্নও উঠছে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, রোগীকে ভর্তি করতে গেলে সেখানে নিজের নাম, ঠিকানা দিতে হবে, সেই ভয়েই মানুষ এই অমানবিক কাজকর্ম করছেন। জেলা হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে, জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাংশের বক্তব্য, এমনটা হওয়ার কথা নয়। মেডিকেলের সুপার জানতে চাইলে নিশ্চয়ই এর জবাব দেওয়া হবে।

চিকিৎসক ডাঃ নির্মল বেরার বক্তব্য, 'মানুষ ক্রমশ অমানবিক হয়ে যাচ্ছেন। অনেকসময় ছেলেমেয়েরাও অসুস্থ বয়স্ক মা-বাবাকে হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। এটা সামাজিক অবক্ষয়।'

গাছে ভালুক। বুধবার বেঙ্গল সাফারিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ জুলাই : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি ও পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল একটি বুনো হাতির হানায়। খড়িয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতিটি মঙ্গলবার রাতে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেওয়াল ও একটি বেসরকারি স্কুলের গেট ভাঙার পাশাপাশি এক কৃষকের ঘর তছনছ করে মজুত রাখা ধান সাবাড় করেছে। আকস্মিক এই ঘটনায় চালসার বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতিটি বর্তমানে খড়িয়ার বন্দর জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে এবং তার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতে খড়িয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি প্রথমে বাতাবাড়ি ব্যাংকপাড়া এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানে ২২০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকে হাতিটি। তবে ঘরে কোনও খাদ্যসামগ্রী না থাকায়, নিরাশ হতে হয় হাতিটিকে। তবে ভাঙচুরের জেরে কেন্দ্রের রান্নার উনুনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর হাতিটি ওই এলাকার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের গেট ভেঙে পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকার দিকে রওনা দেয়। পশ্চিম বাতাবাড়িতে পৌঁছে হাতিটি বাবলু ওরাওঁ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে। ঘরের ভেতরে থাকা ধান সমেত দুটি ডুলি শুঁড় দিয়ে টেনে বের করে সমস্ত ধান সাবাড় করে দেয়। ঘটনার সময় প্রাণভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে কোনওক্রমে রক্ষা পান বাবলু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। তাঁদের প্রচেষ্টায় হাতিটি পুনরায় খড়িয়ার বন্দর জঙ্গলে ফিরে যায়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা জমিলা খাতুন বলেন, 'রান্নাঘরের দেওয়াল ও উনুন ভেঙে যাওয়ায় রান্নার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।' বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বন্যপ্রাণীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্তরা নির্দিষ্টভাবে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে হাতিটি থাকায় বনকর্মীরা সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছেন।

চোপড়ার সভায় রণংদেহি মেজাজ

'হামিদুল দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড': বিস্ট

চোপড়া, ১৫ জুলাই : ২০২১ সালের পর প্রথমবার চোপড়ায় জনসভা করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার কার্যত 'রণংদেহি' মেজাজে তিনি তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা প্রশাসনের মদতে লুট হয়েছে। মাস্টারমাইন্ড হচ্ছেন হামিদুল রহমান। এখন থেকে তাঁর গুন্ডাগিরি সব বন্ধ। হামিদুলকে অন্তত আমি বিধায়ক হিসাবে মানছি না।' পালটা হামিদুলের দাবি, সাংসদের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

চোপড়া ব্লকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় একটি সভা করে বিজেপি। রাজুকে দেখতে জনসভায় ভিড় উপচে পড়ে। সাংসদ প্রতি মাসে অন্তত দু'বার চোপড়ায় এসে বাসিন্দাদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চোপড়ায় সাংসদ কার্যালয় খোলার কথা জানান। বক্তব্যের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন রাজু। তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'উন্নয়নের কাজ নিয়ে সাংসদ এলে তাঁর গাড়ি আটকে কালো পতাকা দেখানো হত। এখন চোপড়ায় কেউ গুন্ডাগিরি, বদমায়েশি করলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে।'

বক্তব্য রাখার সময় হামিদুলের সম্পত্তির খতিয়ান তুলে ধরেন রাজু। তিনি বলেন, 'হামিদুল রহমান সাড়ে তিনশো কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। কীভাবে এত সম্পত্তি বাড়ল, তা কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত হবে।' একই সঙ্গে নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পের দুর্নীতিতে বিধায়কের

জনসভায় সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার।

ছেলে জড়িত বলে সরব হন বিজেপি নেতা। তিনি হামিদুল সহ ৬৫ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে বলে রাজুর দাবি। তালিকাটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

যদিও রাজুর অভিযোগ মানতে নারাজ হামিদুল। তাঁর কথা, 'রাজু বিস্ট এতদিন সাংসদ থেকে এক টাকার কাজ করেননি। এখন লম্বা লম্বা ভাষণ দিয়ে যার তার নামে গ্রেপ্তারির তালিকা ধরিয়ে যাচ্ছেন। আমার ২০ কোটি টাকার সম্পত্তিও দেখাতে পারবেন না। নির্বাচনি হলফনামায় সম্পত্তি উল্লেখ করা হয়েছে।'

রাজু ছাড়াও বিজেপির ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল, উত্তর দিনাজপুরের সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন প্রমুখ। তবে চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী সভামঞ্চে জায়গা না পাওয়ায় দলের অন্দরেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, শংকর জনসভায় ছিলেন। কেবল মণ্ডল সভাপতি ও জেলা নেতৃত্বদের মঞ্চে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

সভা শেষে চোপড়া বিডিও অফিসে যান রাজু এবং জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সাংসদ বলেন, 'কাগজে-কলমে কাজ হলেও গরিব মানুষ সুবিধা পায়নি।'

তিন প্রধানের পদত্যাগ

ময়নাগুড়ি, ১৫ জুলাই : পদত্যাগ করলেন ময়নাগুড়ি পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা রায়, ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেণুকা রায় ডাকুয়া, মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়শ্রী অধিকারী। বুধবার তাঁরা একসঙ্গে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর আগে ময়নাগুড়ি রামশাই, আমগুড়ি, খাগড়াবাড়ি-২, চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা পদত্যাগ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। ময়নাগুড়ি-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শিবশংকর দত্ত বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, প্রধানদের বাড়িতে ও ফোন করে লাগাতার হুমকি দিচ্ছে বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা। যার জেরে একের পর এক প্রধান ভয়ে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করছেন।' যদিও হুমকির অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি চঞ্চল সরকারের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আঁচ করেই একের পর প্রধান পদত্যাগ করেছেন।'

বজ্রপাতে মৃত দুই ভাই

ইসলামপুর, ১৫ জুলাই : আষাঢ়ের মরশুমে মাঠে তখন নতুন ধান রোপণের ব্যস্ততা। কিন্তু কালান্তক বজ্রপাতে সেই সবুজ মাঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল দুই সহোদরের জীবনযুদ্ধ। বজ্রপাতে মৃত্যু হল দুই চাষির। মৃতদের নাম বদরুদ্দিন (৬৫) ও তাঁর ভাই মহম্মদ সাহিদ (৬২)। বুধবার সকালে ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধানতোলা বস্তি এলাকার ঘটনা। দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁদের পরিবার তো বটেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে জমিতে ধান রোপণের কাজ করছিলেন তাঁরা। আশপাশে আরও কয়েকজন চাষিও ছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মাঝেই আচমকা জোরালো বজ্রপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে লুটিয়ে পড়েন দুই ভাই। প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে ধানতোলা বাজার এলাকার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অত্যন্ত দরিদ্র দুই ভাই দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। বদরুদ্দিনের স্ত্রী বছর পাঁচেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে চেন্নাইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। চেন্নাই থেকে ফোনে বদরুদ্দিনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'শুনতে পেরেছি জমিতে কাজ করার সময় আচমকা বজ্রপাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। আমি এখন চেন্নাইয়ে আছি। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে বাবার শেষ কাজ সম্পন্ন করব।' অন্যদিকে, স্বামী মহম্মদ সাহিদের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর স্ত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাহিদের দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ে উত্তরপ্রদেশে থাকেন। তিনি বাড়ি ফেরার পরেই কাল শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাইনাজ ফাতেমা বলেন, 'শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। সরকারিভাবে সবরকম সহায়তা করা হবে। দুই পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। ময়নাতদন্ত করা হলে অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারগুলি সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অর্থসাহায্য পেত। তাতে এই পরিস্থিতিতে ওদের উপকার হত।'

■ মাঠে ধান রোপণ করার সময় বজ্রপাতে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

■ ছেলে চেন্নাই থেকে এসে এবং মেয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে ফিরলে সম্পন্ন হবে শেষকৃত্য

■ ময়নাতদন্ত না করায় সরকারি আর্থিক সাহায্য হাতছাড়া হতে পারে দরিদ্র এই দুই পরিবারের

মাদক সহ ধৃত গৃহবধূ

মানিকগঞ্জ, ১৫ জুলাই : ব্রাউন সুগার বিক্রি করার অভিযোগে এক গৃহবধূকে গ্রেপ্তার করল মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বেরুবাড়ি মোড় সংলগ্ন ভুজারিপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় জামিলা খাতুনকে। ধৃত গৃহবধূর কাছ থেকে ১.০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও একটি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সফিকুল আলম ওরফে সালাম ও তাঁর স্ত্রী জামিলা খাতুন মদ, ব্রাউন সুগার বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। বহিরাগতদের আনাগোনায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামিলা ধরা পড়লেও সফিকুল পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সৌমেন চক্রবর্তী ও ওসি জিবা প্রধানের নেতৃত্বে এদিনের অভিযানটি চলে। এক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাদক ও বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ডুবে মৃত্যু

বানারহাট, ১৫ জুলাই : বানারহাটের সাঁকোয়াঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় পুকুরে স্নান করতে নেমে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে বুধবার। মৃতের নাম দীপায়ন রায় (১১)। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তিন বন্ধু একটি পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল। স্নানের সময় দীপায়ন পুকুরের গভীরে তলিয়ে যায়। বাকি দুই বন্ধু তাকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে খবর দেয়। পরে স্থানীয়রা পুকুর থেকে দীপায়নের দেহ উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অরণ্য সপ্তাহ

নিউজ ব্যুরো

১৫ জুলাই : 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিকে সামনে রেখে বুধবার জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ। বন দপ্তরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার স্কুলগুলিতে বৃক্ষরোপণ, পদযাত্রা এবং বসে আঁকো, কুইজ ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতেও বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়।

৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি

চালসা, ১৫ জুলাই : সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির তরফে বুধবার মাটিয়ালি ব্লকের বিডিওকে ৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা সম্পাদক আশিস রায়, সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। ভিবি-জি রামজি প্রকল্পের কাজ ব্লকের সব বুথে দ্রুত চালু করা, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দ্রুত প্রদান করা সহ বিভিন্ন দাবি তোলা হয়। এদিন চালসা সিপিএম কার্যালয় থেকে মিছিল করে বিডিও দপ্তরে আসেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ৯ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও সুমন্ত ভৌমিককে স্মারকলিপি দেয়।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

খড়িবাড়ি, ১৫ জুলাই : খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি জোনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের পরিচালনায় খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বুধবার থেকে শুরু হল সুব্রত মুখার্জি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এদিন অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাঞ্চালী সিনহা। কাউন্সিলের জেলা অ্যাড হক কমিটির সদস্য অরিজিৎ বসাক জানান, এই ফুটবল টুর্নামেন্টে বয়সানুযায়ী ৩টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এদিন খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুল। টুর্নামেন্ট চলবে ১৭ জুলাই পর্যন্ত।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং সিওএম-এমএলডিটি-ক্যাশপিকআপ-২৬ তারিখ ১১.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক "দুই বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিসনে ৬৫টি স্টেশন/স্থান থেকে নগদ টাকা এবং দলিল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ"-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে দরপ্রস্তাবদাতাদের ০২ প্যাকেট সিস্টেমে দরপ্রস্তাব করতে হবে। নিম্নলিখিত কাজের জন্য কোনো হার্ড কপি বিক্রয় করা হবে না। কাজের নামঃ দুই বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিসনে ৬৫টি স্টেশন/স্থান থেকে নগদ টাকা এবং দলিল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। (০২) দুই বছরের জন্য টেন্ডার মূল্য : ৩,৩৩,৩৬,৬৪৪.৬২ টাকা। বায়না অর্থ : ৬,৬৬,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে।

MLD-129/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং এম-টিডি-ওটি-৩৪ অফ ২০২৬-২৭ তারিখ ১০.০৭.২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট দক্ষতা এবং দৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা যাঁরা রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত বিশদ অনুসারে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম ও স্থান : ভাগলপুর কোচিং ডিপোতে এয়ার কম্প্রেসড পাইপ লাইন সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ (প্রায় ৭০০ মিটার)। স্থান : বিহারের ভাগলপুর। কাজের টেন্ডার মূল্য : ১৮% জিএসটি সহ ১৭,৪৫,৯৮৮.৫৩ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিন। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। প্রদেয় বায়না অর্থ : ৩৪,৯০০ টাকা। অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা। ওয়েবসাইট বিবরণ : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : ১. সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার কার্যালয়। ২. ডিএমই (সিঅ্যান্ডডব্লু)/বিজিপি-র কার্যালয়। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/ইআর/বিজিপি-র কার্যালয়। দ্রষ্টব্য : টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-131/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জল-যন্ত্রণায় জেরবার

বাড়ির বারান্দায় স্কুলের ক্লাস

লাটাগুড়ি, ১৫ জুলাই : বর্ষার জলে স্কুলবাড়ি প্লাবিত। তাই খুদে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য নিজের বাড়ির বারান্দা ছেড়ে দিয়ে নজির গড়লেন ক্রান্তি ব্লকের এক গ্রামবাসী। তিস্তার জলে চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাসুসুবা হাবিরউদ্দিন স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় জলমগ্ন হয়ে পড়ায়, চৈতু মহম্মদ নামের ওই ব্যক্তির বারান্দাতেই বর্তমানে চলছে স্কুলের ক্লাস।

জানা গিয়েছে, ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক ও ৪৭ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রতি বছর বর্ষায় তিস্তার জল বাড়লেই স্কুল চত্বর দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এবছরও এমনটা হয়েছে। এদিকে পঠনপাঠন যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য প্রশাসনের তরফে বিকল্প জায়গার খোঁজ শুরু হয়েছিল। তবে এখনও সেই জায়গা ঠিক হয়নি।

এদিকে, এবছরও এমনটা হতেই পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা চৈতু মহম্মদ। তিনি বলেন, 'বন্যা তো প্রতি বছরই আসে। কিন্তু তার জন্য বাচ্চাদের পড়াশোনা থেমে থাকা উচিত নয়। তাই নিজের বাড়ির বারান্দাটাই স্কুলের জন্য খুলে দিয়েছি।'

তাঁর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্তারা। অভিভাবক জিয়ারুল হক ও ফজলুল হকরা জানান, চৈতু মহম্মদ এগিয়ে না এলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তীর্থপ্রতিম দেবও এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ক্রান্তি ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গত বছরই জেলায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। আগামীতে স্কুলবাড়ি নতুন করে উঁচু করে বা অন্য কোনও উপায়ে এর স্থায়ী সমাধান করা হবে। মাল মহকুমার মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল বলেন, 'পড়ুয়াদের স্বার্থে চৈতু মহম্মদ যেভাবে নিজের বারান্দা ছেড়ে দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এলাকার এই সমস্যা সমাধানে কী করণীয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাঁধ ও ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ জুলাই : কয়েক সপ্তাহ ধরে জলবন্দি থাকলেও দেখা মেলেনি জনপ্রতিনিধিদের, পৌঁছায়নি পর্যাপ্ত ত্রাণ। এই অভিযোগে এবং তিস্তায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে বুধবার ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখালেন বাসুসুবা গ্রামের একাংশ বাসিন্দা। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিকের কাছে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা। এখানেই তিস্তা ও বৈদ্যডাঙ্গি নদীর মিলনস্থল। প্রতি বছর বর্ষায় নদীর জল বাড়লেই বাসুসুবার মাস্টারপাড়া, কেরানিপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। গ্রামবাসীর অভিযোগ, বছরে প্রায় চার মাস তাঁদের জলবন্দি থাকতে হয়। কয়েক দশক ধরে এখানে স্থায়ী বাঁধের দাবি জানানো হলেও তা আজও অধরা। বিগত সরকারের আমলেও সুরাহা হয়নি, নতুন সরকার আসার পরও পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। সদ্য সমাপ্ত হওয়া নির্বাচনেও এই বাঁধ নির্মাণের দাবিটি অন্যতম প্রধান ইস্যু থাকলেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

কেরানিপাড়ার বাসিন্দা গৌতম রায় বলেন, 'নতুন সরকার আসায় আশা ছিল, বাঁধের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোনও উদ্যোগই চোখে পড়ছে না। কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রামের হাজারখানেক পরিবার জলের তলায় দিন কাটাচ্ছে। রাস্তাঘাট ডুবলেও এলাকায় বিধায়ক বা সাংসদ কারও দেখা নেই।' স্থানীয় কৃষ্ণ রায়ের অভিযোগ, 'জনপ্রতিনিধি তো দূর, এলাকায় কোনও ত্রাণ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।'

এদিকে, এদিন বিকেলে স্থানীয় বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। ফোনে বিধায়ক বলেন, 'পরিস্থিতির কথা জেনেছি। বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। এলাকায় যাতে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছায়, সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নন্দিতা জানিয়েছেন, বিগত সরকারের আমলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বাঁধের দাবি জানানো হয়েছিল। সেচ দপ্তর এলাকাটি একাধিকবার পরিদর্শনও করেছে। গ্রামে দ্রুত একটি বাঁধ নির্মাণ জরুরি বলে তিনিও স্বীকার করে নেন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩

প্রতিবাদের নাম সোনম

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি পরমতসহিষ্ণুতা, আলোচনা এবং সহমর্মিতা। কিন্তু নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকের ১৮ দিনের অনশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একরোখা উদাসীনতা গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। লাদাখের বরফগলা জল বাঁচানোর লড়াই থেকে শুরু করে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় যিনি বারবার দেশবাসীকে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার পাঠ দিয়েছেন, সেই সোনম এখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছেন।

নিট সহ একাধিক জাতীয় স্তরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অবস্থান চলছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি)। সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে অনশনে বসেছেন সোনম। তাঁর শরীর ভাঙতে শুরু করেছে, ওজন ও রক্তচাপ কমেছে। গোটা দেশ তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। এতকিছুর পরেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যাচ্ছে হিমশীতল নীরবতা ও চরম উদাসীনতা।

ওয়াংচুকের এই অনশন এই প্রথম নয়। এর আগে তিনি লাদাখের পরিবেশ রক্ষা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে দিনের পর দিন খোলা আকাশের নীচে অনশন করেছিলেন। রাষ্ট্র সেইসময় দমনপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল কঠোর জাতীয় সুরক্ষা আইন (এনএসএ)। ৬ মাস জেলে বন্দি থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। তাঁর ওপর অন্যায়ভাবে চাপানো সেই কালাকানুন তখন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় কেন্দ্র।

শিক্ষা ব্যবস্থার চরম বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ওয়াংচুকের জীবন বাজি রেখে অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কর্তব্য ছিল তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসা। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই বেপরোয়া উদাসীনতা কেবল ব্যক্তির প্রতি অসম্মান নয়, বরং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোটি কোটি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারে, তখন সরকার অহংকারের ঊর্ধ্বে উঠে আলোচনার টেবিলে বসতে পারছে না।

এর আগে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সময়েও কেন্দ্রের বেপরোয়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল। শেষমেশ অবশ্য সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সোনমের ক্ষেত্রে এখনও তেমন আভাস নেই। সোনমের আন্দোলনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উদ্ধব ঠাকরে, এমএ বেবি প্রমুখ বিরোধী নেতারা সমর্থন করেছেন।

শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, দেশের সুশীল সমাজ ও সংস্কৃতি জগৎও প্রতিবাদ জানিয়েছে। শাবানা আজমি, স্বরা ভাস্কর, জিনাত আমান প্রমুখ বলিউড ব্যক্তিত্ব মুখ খুলেছেন। সমাজমাধ্যমে 'আই সাপোর্ট সোনম' প্রচার দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়েছে। এই জোয়ার প্রমাণ করে, ওয়াংচুকের অবস্থান কেবল দলীয় কর্মসূচি নয়, বরং দেশের সব অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর প্রাণের দাবি।

কংগ্রেস আলাদাভাবে শিক্ষা দুর্নীতি এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তুলেছে। কিন্তু ওয়াংচুকের অনশনমঞ্চে রাহুল গান্ধি বা তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। শশী থারুর, অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো দলীয় নেতারা ব্যক্তিগত স্তরে পাশে থাকার বার্তা দিলেও, কংগ্রেস এখনও সোনমের আন্দোলন থেকে দূরত্ব রাখছে। এই দূরত্ব নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

ওয়াংচুকের আন্দোলন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ। কংগ্রেস হয়তো এই মঞ্চে সরাসরি যোগ দিয়ে আন্দোলনটিতে দলীয় রাজনীতির স্পর্শ দিতে চাইছে না। আবার অন্য ছুঁতমার্গ কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্নও এড়ানো যাচ্ছে না। পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়া মানে কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর স্বপ্ন এবং পরিশ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া। ওয়াংচুক সেই ভাঙা মেরুদণ্ডকে সোজা করার দাবিতে নিজের শরীরকে ক্ষয় করছেন।

জনগণের ন্যায়সংগত ক্ষোভকে বেশিদিন উপেক্ষা করে কোনও সরকার টিকতে পারে না। সরকারের উচিত অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে ওয়াংচুকের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলঙ্কমুক্ত করতে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ করা।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

সাধুর অতীত, পাপীর ভবিষ্যৎ ও পাটিগণিত

ঘাসফুল শিবির ছেড়ে তিন ওজনদার নেতার রাতারাতি পদ্ম শিবিরে যোগদান এবং রাজ্যসভার টিকিট প্রাপ্তি প্রমাণ করল, বর্তমান রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার নির্লজ্জ পাটিগণিতই শেষ কথা।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

ভোল বদল।। পদ্মবনে ঘাসফুলের তিন।-ফাইল চিত্র।

প্রকৃতির নিয়মে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। দুধ জমে দই হতেও একটা গোটা রাত পেরোয়। কিন্তু বঙ্গ রাজনীতির নতুন ব্যাকরণে অসম্ভব বলে কিছু নেই! সকালে যিনি শাসকদলের 'অত্যাচারী' মুখ, দুপুরে শিবির বদলালেই তিনি একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা 'সাধু'। আর বিকেল গড়ানোর আগেই তাঁর পকেটে চলে আসে সংসদের উচ্চকক্ষের টিকিট! মাত্র কয়েক ঘণ্টার এই রাজনৈতিক ভোজবাজি দেখলে পিসি সরকারের মতো তাবড় জাদুকররাও হয়তো লজ্জায় মুখ লুকোবেন। সুস্মিতা দেব, সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো তিন হেভিওয়েট নেতার এহেন অভাবনীয় গেরুয়া-উত্থান বাংলার আমজনতার মনে আজ এক তীব্র প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে—রাজনীতি কি তবে শুধুই নীতিহীন কেনাবেচার খোলা বাজার? এখানে কি আদর্শের সত্যিই কানাকড়িও দাম নেই?

এই নির্লজ্জ দলবদল আর টিকিটের ঝড়ের মাঝেই সমাজমাধ্যমে একটি পুরোনো ভিডিও বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়টা খুব বেশিদিন আগের নয়, গত বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের কথা। আলিপুরদুয়ারের এক তপ্ত নির্বাচনি জনসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের তৎকালীন শীর্ষনেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই প্রকাশ চিকবড়াইকের বিরুদ্ধেই রীতিমতো আগুন উগরে দিয়েছিলেন। প্রকাশবাবুর নাম ধরে সেদিন তিনি গর্জে উঠেছিলেন। তোলাবাজি, গোরু পাচার, বেআইনি বালি খাদান থেকে শুরু করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের হয়ে তল্পিবাহকতা করার সমস্ত গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

কিন্তু আজ? ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আজ সুকান্তবাবু সম্পূর্ণ নীরব। কারণ আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর এই প্রকাশ চিকবড়াইকই সংসদে তাঁর দলের সহকর্মী হবেন। সুকান্তবাবু বসবেন লোকসভায় আর প্রকাশবাবু রাজ্যসভায়—কক্ষ আলাদা হলেও, পরিচয় হবে একই দলের সাংসদ! সাংবাদিকরা এই নিয়ে সুকান্তবাবুকে চেপে ধরলে তিনি রীতিমতো দার্শনিকের অবতার। বলছেন, 'আমাদের কাছে ভালো তৃণমূল বলে কিছু হয় না, ওটা সোনার পাথরবাটি!' তাহলে এই তিন নব্য রত্ন কোন ক্যাটিগোরিতে পড়েন? সুকান্তবাবুর সলজ্জ জবাব, 'বৃহৎ লক্ষ্যটা সবসময় সাধারণ চোখে দেখা যায় না, সময় এলে ঠিক বুঝতে পারবেন।' অর্থাৎ, অঙ্কের খাতা মিলছে না দেখে এখন 'অদৃশ্য বৃহৎ স্বার্থের' থিওরি আওড়াতে হচ্ছে তাঁকে।

সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছে মাঠে ময়দানের সেই নীচুতলার কর্মীদের, যাঁরা বুক দিয়ে নিজেদের দলটাকে ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। প্রকাশ চিকবড়াইক যখন শাসকদলের দাপুটে নেতা ছিলেন, তখন তাঁর শিবিরের চোখরাঙানি আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিজেপির বহু সাধারণ কর্মী মার খেয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জেলে ধুঁকেছেন। আজ সেই রক্তাক্ত কর্মীরাই দেখছেন, যাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত হলেন, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত তকমা পাওয়া নেতাই আজ তাঁদের মাথায় চড়ে বসেছেন! শুধু তাই নয়, শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে দিল্লির সর্বোচ্চ সভার টিকিট দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। এর চেয়ে বড় সোনার চেয়েও দামি। তাই ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির মতো ঐতিহাসিক উদাহরণের মোড়ক টেনে কর্মীদের ক্ষোভ ঠান্ডা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে কি আদৌ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে? বিশেষ করে রাজ্য

রাজ্যসভায় আসন সংখ্যা বাড়াতে দিল্লির হাইকমান্ডের নির্দেশে তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট নেতাকে রাতারাতি দলে টেনে বিজেপি প্রমাণ করল, বর্তমান রাজনীতিতে আদর্শ শুধুই কথার কথা। ডিলিমিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশের তাগিদে রাজ্য নেতাদের পুরোনো নীতিবাক্য গিলে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে। ক্ষমতার এই নগ্ন লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত ও হতাশ হলেন সেই নীচুতলার সাধারণ কর্মীরা, যাঁরা এতদিন এই দলবদলু নেতাদের দাপট ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছেন।

রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?

তৃণমূল স্তরের এই ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নামতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। দলের কর্মীসভায় তাঁকে রীতিমতো ফতোয়া জারি করতে হয়েছে— 'শমীক ভট্টাচার্যকে নিয়ে কোনও পোস্ট করবেন না, গালাগালি দেবেন না। এর পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আছে। সাংসদদের নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না।' অর্থাৎ, ওপরতলার নির্দেশে ঘাড় নীচু করে সব হজম করতে হবে নীচুতলাকে।

পর্দার আড়ালে বিজেপির থিংকট্যাংক ক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করতে এখন একটা চটকদার ক্যাপসুল গেলানোর চেষ্টা করছে। তাদের অলিখিত যুক্তি— এই তিনজন পদত্যাগ না করলে রাজ্যসভার আসনগুলো বিরোধী জোটেরই থেকে যেত। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সংসদে যখন ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো ভোটের জন্য আসবে, তখন দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে উচ্চকক্ষের প্রতিটি ভোট বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অবস্থাটা আজ সবচেয়ে করুণ। এমনিতে বাঙালি ভদ্রলোক মার্কা একটা ক্লিন ইমেজ আছে শমীকবাবুর। গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, সাহিত্য-নাটকের চর্চা আছে, তাই শহুরে বাঙালি মধ্য-উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছে তাঁর একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তিনিই কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে গলা ফাটিয়ে বলেছিলেন যে, কোনও দলবদলু বা তৃণমূল নেতার জন্য বিজেপির দরজা আর কোনওদিন খুলবে না। দলের আর এক প্রবীণ নেতা রাহুল সিনহাও মাত্র কয়েকদিন আগে জোর গলায় বলেছিলেন, যদি কোনও বিজেপি নেতা তৃণমূলিদের দলে ঢোকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁকেই বহিষ্কার করা হবে।

আর আজ? দিল্লির হাইকমান্ডের নির্দেশে শমীকবাবুরা নিজেদের পুরোনো নীতিবাক্য অবলীলায় গিলে বসে আছেন! সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীকবাবুকে এখন বলতে হচ্ছে, 'এঁরা প্রত্যেকেই গুণীজন, বিদগ্ধ মানুষ। এঁদের নামের আগে দলত্যাগী বা তৃণমূলি শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না।' শুধু তাই নয়, নিজের ভোল বদলকে জাস্টিফাই করতে তিনি এক বিখ্যাত প্রবাদের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, 'এমন কোনও সাধু নেই যাঁর কোনও অতীত নেই, আবার এমন কোনও পাপী নেই যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।' অর্থাৎ, এক নিমেষে তৃণমূলের 'পাপীরা' বিজেপিতে এসে ভবিষ্যৎ গড়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন!

বিজেপির অন্দরে তৈরি হওয়া 'তৃণমূলিকরণ' বিতর্ক ঢাকতে শমীকবাবু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ টেনে এনে বলেছেন, 'নেতার থেকে দল বড়, আর দলের থেকে দেশ বড়।' কিন্তু দরজা চিরকাল বন্ধ থাকবে বলা সত্ত্বেও কেন তাঁদের নেওয়া হল—এই অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাবে তিনি ইংরেজি প্রবাদ আউড়ে বলেছেন, 'Exception Proves the Law' (ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রমাণ করে)। এটি নাকি এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজনে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কিন্তু শমীকবাবু ক্যামেরার সামনে যতই 'ব্যতিক্রম'-এর তত্ত্ব আওড়ান না কেন, বাস্তব চিত্রটা ভয়ানক। এই 'ব্যতিক্রম'-এর ফাঁক গলে রাতারাতি পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল আশ্রিত সিন্ডিকেটরাজ থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ঘাসফুলের বদলে বিজেপির পতাকা ওড়াতে শুরু করেছে। তারা বুঝে গিয়েছে, ওপরতলার আশীর্বাদ থাকলে দরজা খুলতে বেশি সময় লাগে না। আসলে রাজ্য বিজেপির এখানে কোনও হাতই ছিল না, এটা সম্পূর্ণ দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক মরিয়া বাধ্যবাধকতা। বিল পাশের তাড়ায় দিল্লির বড় বাবুরা যখন সংখ্যার জন্য ছটফট করছেন, তখন শমীকবাবুদের মতো রাজ্য নেতাদের নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্রেফ রাবার স্ট্যাম্পের মতো ঘাড় নাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

এই পুরো খেলাটা বাংলার রাজনীতির একটা গভীর ও অন্ধকার সত্যকে বেআব্রু করে দেয়। ক্ষমতার শীর্ষ স্তরে থাকা নেতারা কোনও ব্যক্তিগত ঝুঁকি বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এক লহমায় এপার থেকে ওপারে চলে যান। তাঁদের জন্য সব দলেই লাল গালিচা পাতা থাকে। কিন্তু নীচুতলার সাধারণ কর্মীরা? তাঁরাই শুধু মাঠে নেমে একে অপরের মাথা ফাটান, খুন হন আর পুলিশের লাঠি খান। নেতারা যখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে নতুন দলের টিকিট হাতে হাসিমুখে ছবি তোলেন, তখন কোনও এক দরিদ্র কর্মীর মা হয়তো হাসপাতালের মর্গের বাইরে তাঁর একমাত্র সন্তানের লাশের অপেক্ষায় অঝোরে কাঁদেন।

রাজনীতির এই নগ্ন রূপ সব দলের কর্মীদের জন্যই এক মস্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়। আদর্শ বা নীতি— এগুলো কি তবে শুধুই নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর সুন্দর মোড়ক? এই তিন নেতা সহজেই রাজ্যসভায় যাবেন, সংসদে সংখ্যার অঙ্কে হয়তো বিজেপি বাজিমাত হবে। কিন্তু এর ফলে দলমতনির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে যে গভীর অনাস্থা আর ক্ষতের সৃষ্টি হল, তা কি সহজে মিটবে? ক্ষমতার এই নগ্ন লড়াই প্রমাণ করে দিল, আজকের দিনে রাজনীতিতে কোনও স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নেই, আছে কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ আর ক্ষমতার মোহময় চেয়ার।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯০৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণা আসফ আলির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

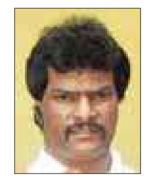

প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ধনরাজ পিল্লাইয়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই রইলাম। কেবল এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলাম। ওই ঘরে হয়তো সুখের পালঙ্ক ছিল। ওই ঘরে হয়তো একটা খাটিয়া আছে। আমি খাটিয়াকেই বেছে নিলাম। কেননা ইডির চেয়ে 'এবি' বেশি ভয়ংকর। দল ছাড়ার মূল কারণই অভিষেক। তৃণমূলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

- মদন মিত্র

ভাইরাল/১

লাগেজ বেল্টকে এসকালেটার ভেবে উঠে পড়েন ৭৪ বছর বয়সি বৃদ্ধা। রাশিয়ার বিমানবন্দরের ভিডিও ভাইরাল। লাগেজ বেল্টে উঠে পড়ার পর ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। চলে যান লাগেজ সর্টিং এলাকায়। তাঁকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

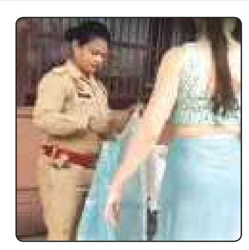

শাড়ি পরে তাজমহল দর্শনে এসেছিলেন আর্জেন্টাইন মহিলা। তাঁর শাড়ির কুঁচি-আঁচল খুলে যেতে থাকে। জনসমক্ষে শাড়ি সামলাতে না পেরে অস্বস্তিতে পড়েন বিদেশিনী। এক মহিলা কনস্টেবল শাড়িটি সুন্দরভাবে পরিয়ে দেন। পুলিশের আন্তরিকায় মুগ্ধ বিদেশিনী।

জনমন জনমত

শিবমন্দিরে চোরের উপদ্রব

আমরা শিবমন্দিরের বাসিন্দা। স্বামীর চাকরি সূত্রে কোচবিহারে থাকি। ছুটিছাটা সেভাবে না পাওয়ায় বেশিরভাগ সময় শিবমন্দিরের বাড়িতে তালা দিয়ে আসতে হয়। ২০ জুন প্রতিবেশীর থেকে জানতে পারি, শিবমন্দিরের বাড়িতে চুরি হয়েছে। ইনডাকশন, প্রেশার কুকার সহ সব বাসনপত্র, বালতি, লোহার রড, জামাকাপড়- কিছুই নেই।

এর আগে ২০১৯ সালের শেষের দিকে একবার রান্নাঘরের জানলার গ্রিল ভেঙে ১৪ কেজি ওজনের নতুন সিলিন্ডার, দুটো পাম্প মেশিন, গ্রিল ও দুটো চাপাকল চুরি যায়। শিবমন্দির এলাকায় পুলিশের পেট্রল ডিউটি নেই, পুলিশ ফাঁড়ি নেই, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর নেই।

এমতাবস্থায় দিনের পর দিন চুরি হতে থাকলে চাকরি সূত্রে বাইরে থাকা এবং অসুখবিসুখ হলে বাইরে চিকিৎসা করতে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। এভাবে দিনের পর দিন চুরি হলে চোর ধনী হবে আর আমরা গিরব হয়ে যাব। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শর্মিলা চক্রবর্তী সরখেল, কোচবিহার।

সরকার বদলালেও প্রশান্ত অশান্তই

অসাধু, ধূর্ত ও দুর্বৃত্তদের জন্য অনেক উপমা রয়েছে। আমাদের রাজ্য তো এদের মহামিলন ক্ষেত্র, রাজগঞ্জের মতো জায়গায় এর আবির্ভাব বেশ নজরকাড়া। প্রশান্ত বর্মন, প্রাক্তন বিডিও- বিরাট তাঁর দাপট! পুলিশ তো ছাড়, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টও তাঁর কাছে খেলনা পুতুল।

পুলিশের সামনে দিয়ে হুহু করে চলে যাচ্ছেন, অথচ পুলিশ দেখতে পায় না। কত বড় ম্যাজিশিয়ান, পিসি সরকার তো নস্যি, এ এক বিরাট জাদুকর! আমার মনে হয় জেলাগুলোর থানার প্রবেশদ্বারে ওঁর মূর্তি বসানো উচিত। পুলিশের কাছে এ এক মহামানব।

বিগত সরকারের পুলিশ নাকি সরকারের দাস ছিল, নিশ্চয়ই অর্ডার ছিল প্রশান্তকে ধরা যাবে না। যতই খুনের আসামি হোক, সোনার অসাধু কারবারি হোক বা বিডিও অফিস ওর মর্জিমতো চলুক- ওঁকে ধরা যাবে না। ভাবলাম, সরকার পালটেছে, এবার ওঁর হাজতবাস অবধারিত। কিন্তু এ কী! প্রায় দু'মাস হয়ে গেল নতুন সরকার এল, তাও প্রশান্ত অশান্তই। যেমন চলছে তেমনই চলবে।

বর্তমান নেতারা অনেক 'চোর'কে শায়েস্তা করছেন, লকআপ পরিপূর্ণ, কিন্তু প্রশান্ত বহালতবিয়তে! কারণ নিশ্চয়ই দুই সরকারের ক্ষেত্রেই সমান বলে আমার মনে হয়। ওঁকে শাস্তি দিলে উভয় সরকারের অনেক গলদ প্রকাশ পাবে। তাই লাল-নীল আলো জ্বালিয়ে সারা রাজ্যে দুরন্ত গতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রশান্ত।

স্বপন দাস, ময়নাগুড়ি।

রথের দড়িতে বাঁধা চিরন্তন বিশ্বাস

পুরাণ, ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসের মেলবন্ধনে রথযাত্রা আজও কোটি মানুষের চিরন্তন মিলন উৎসব।

সনাতন পাল

রথযাত্রার প্রস্তুতি। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। -পিটিআই

আষাঢ় মানেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টির সঙ্গে বাঙালির স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে রথযাত্রা। উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের মাহেশ সহ বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এই লৌকিক উৎসবের মেলা বসে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ির রথযাত্রায় মহাভাবে হরির চরণে লুটিয়ে পড়তেন। তিনি নিজে কখনও পুরীর শ্রীক্ষেত্রে না গেলেও মাহেশের মেলায় এসেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাধারানি উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট ছিল মাহেশের এই ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় পুরীর রথের দড়ি ছুঁয়ে পুণ্য অর্জনে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। সাতদিন পর অনুষ্ঠিত হয় ফিরতি রথযাত্রা, যা বাংলায় 'উলটো রথ' নামে পরিচিত। ভগবান বিষ্ণুর চার ধামের অন্যতম এই তীর্থক্ষেত্রে অতীতে ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটলেও ভক্তদের আগমন এতটুকু ম্লান হয়নি। দিঘায় নতুন জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠলেও পুরী বা মাহেশের মতো দীর্ঘ ঐতিহ্য এখনও সেখানে তৈরি হয়নি। ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ইসকনের উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রথযাত্রার প্রসার ঘটে। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত কাহিনী ও তা ঘিরে গড়ে ওঠা লোকবিশ্বাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মনে জগন্নাথ দেবের এক মূর্ত ধারণা তৈরি করেছে।

সংস্কৃত ভাষায় 'রথ' শব্দের অর্থ চক্রযুক্ত যান এবং 'যাত্রা' বলতে বোঝায় গমন বা শোভাযাত্রা। রথের দড়ি স্পর্শ করা বহু পুণ্যের ফল বলে ভক্তরা আজও বিশ্বাস করেন। আধ্যাত্মিকতার সমান্তরালে শ্রীচৈতন্য দেবের উদার ভাবধারা ধনী, দরিদ্র, মুচি, মেথর ও চণ্ডাল নির্বিশেষে রথযাত্রাকে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

পুরাণে শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামে খ্যাত এই ধামে বিষ্ণু নীলমাধব রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লোকবিশ্বাসে নীলমাধবের উপাসনার সঙ্গে সবর জনজাতির নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়, সবররা নিম কাঠে মূর্তি নির্মাণ করতেন বলেই শ্রীজগন্নাথের রূপ এখানে কৃষ্ণবর্ণের। বর্তমানে দৈতপতি সেবায়েত ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত, উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রথযাত্রার সময় বিগ্রহগুলি বড় দেউলের গর্ভগৃহ থেকে বের করে কাঠের তিনটি বিরাট রথে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরে (যা লোকমুখে 'মাসির বাড়ি' নামে পরিচিত) নিয়ে যাওয়া হয়। লোককথা ও পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দির গড়েন। তবে মূর্তি নির্মাণকালে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে অসন্তুষ্ট করায় তিনি অসম্পূর্ণ অবয়ব রেখেই চলে যান। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথির সোজা রথের কয়েক দিন পরের ফিরতি যাত্রাকে উলটোরথ বলে। কিছু ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ আছে, আগে বলাগুন্ডি নালার কারণে দুটি ভাগে মোট ছয়টি রথ লাগত, যা পরে রাজা কেশরী নরসিংহের আমলে নালাটি বন্ধ করে তিনটি রথে রূপান্তরিত করা হয়। একটি প্রচলিত মত অনুযায়ী গুণ্ডিচা ছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। বর্তমান রাজবংশ পরম্পরায় রথে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ছেরা পাহাঁড়া বা সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথ পরিষ্কারের প্রথা আজও চালু রয়েছে।

ভারতের দ্বিতীয় এবং বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রাটি ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মাহেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা, একশো পঁচিশ টন ওজন ও বারোটি চাকা বিশিষ্ট মাহেশের এই রথের পেছনে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। চতুর্দশ শতকে সাধু ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরীতে ভোগ রাঁধতে না পেরে তিনদিন অনশন করলে ভগবান স্বপ্নে তাঁকে মাহেশে ভাগীরথীর তীরে ভেসে আসা নিম কাঠে মূর্তি গড়ে পুজোর নির্দেশ দেন। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক এখানে মন্দির গড়েন। বর্তমান রথটি উনিশ শতকের শেষভাগে নির্মিত, যা হুগলির দেওয়ান ও শ্যামবাজারের বসু পরিবারের সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র বসু প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করান। এই মেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মাহেশের উল্লেখ এই মেলার সাংস্কৃতিক মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বজুড়ে নানা স্থানে রথযাত্রা পালিত হলেও পুরীর রথযাত্রা আন্তর্জাতিক পরিসরেও সবচেয়ে পরিচিত ও প্রভাবশালী ঐতিহ্যগুলির একটি।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরেক নাম ৩। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ ৪। পুত্র বা বালক ৫। ফল দেয় এমন, উপকারী বা সিদ্ধিদায়ক ৭। কিস্তি, বার, অবস্থা বা ব্যাপার ১০। যথার্থ, ন্যায্য বা প্রকৃত ১২। দান ও উপাসনা, দানব্রত ও ধর্মাচরণ ১৪। জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিক ১৫। মৃত্যুদণ্ড ১৬। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যার অর্থ মধ্য বা ভিতর।

উপর-নীচ : ১। পণ্ডিত, পারদর্শী, অভিজ্ঞ ২। বাঁধানো বড় ও গভীর পাতকুয়ো ৩। নিমফল বা নিমগাছ ৬। রোজ ৮। বাংলা বছরের একটি মাস ৯। অতি দানশীল ১১। কুৎসিত অক্ষর, বিশ্রী হাতের লেখা ১৩। চাপরাস, নিয়োগ বা পদের নিদর্শক পরিচ্ছদ, পদক।

সমাধান ■ ৪৪৯৭

পাশাপাশি : ২। শশধর ৫। সেতার ৬। বালগোপাল ৮। কালা ৯। ধাম ১১। আতরদান ১৩। মারীচ ১৪। কারাগার।

উপর-নীচ : ১। ডিসেম্বর ২। শর ৩। ধকল ৪। বখিল ৬। বালা ৭। গোতম ৮। কান্ডার ৯। ধান ১০। জলচল ১১। আদিম ১২। দাদরা ১৩। মার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে হাইকোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে এবার দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। তাঁকে বলপূর্বক খাওয়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে আদালতে। লাগাতার ১৮ দিন ধরে অনশনের জেরে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে সোনমের। ওজনও কমেছে অনেকটাই। এই অবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারের উদ্দেশে নোটিশ জারি করেছে হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে।

আবেদনকারী আইনজীবী রাকেশকুমার সাইনি মামলায় বলেছেন, ওয়াংচুক অনশন জারি রাখলে আগামী দু-দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খাওয়ানো যায় তার জন্য কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়ে ১৮ দিন পর গণ অনশনের ডাক দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

এক্সে তিনি লিখেছেন, 'সোনম ওয়াংচুক এবং দেশের পড়ুয়াদের প্রতি সংহতি জানিয়ে আগামীকাল ১ দিনের গণঅনশনে যোগ দিন।' সিজেপির তরফে ২০ জুলাই সংসদ ভবন পর্যন্ত একটি মিছিলেরও ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব মুখ না খুললেও সোনমের পাশে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। সোনমকে অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সোমবার থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মঞ্চে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার সুযোগ পাব।'

এফআইআর ৪ ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১৫ জুলাই : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে জড়িয়ে 'ই২০' পেট্রোল সংক্রান্ত ভুয়ো তথা মানহানিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে নাগপুর সাইবার পুলিশ জনপ্রিয় ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ সহ চার সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। বিজেপির নাগপুর সোশ্যাল মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক শিশির অরুণ ত্রিপাঠীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি রুজু হয়েছে। মণীশ কাশ্যপ ছাড়াও এফআইআরে নাম থাকা অন্য তিন ইনফ্লুয়েন্সার হলেন, ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল 'দেশি বয়েজ', হর্ষিত রাঠি এবং অঙ্কলেশ ইনওয়াতি।

২ বাংলাদেশি মহিলার জেল

মুম্বই, ১৫ জুলাই : মহারাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসের অপরাধে দুই বাংলাদেশি মহিলাকে দু-বছরের জেলের নির্দেশ দিল থানের এক আদালত। দোষী সাব্যস্তদের নাম শাহনাজ বিলাল সদ্দার (৪৩) এবং হাসিনা জব্বার খান (৪৫)। কারাবাসের পাশাপাশি আদালত তাঁদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে এবং সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ২০২৪-এর ৩ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মিরা রোড এলাকায় পুলিশের মানব পাচার বিরোধী শাখা অভিযান চালিয়ে দু-জনকে গ্রেপ্তার করে।

অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করছেন চিকিৎসকরা। বুধবার যন্তরমন্তরে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

হামলায় ফের মৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আবহে ফের রক্ত ঝরল ভারতীয় নাবিকের। ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালীতে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী কন্টেনার জাহাজ 'জিএফএস গ্যালাক্সি'-তে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে পুনের বাসিন্দা, ৩০ বছর বয়সি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হেরম্ব কারমারকরের। রবিবার জাহাজটিতে হামলার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার তাঁর শ্বশুর বিবেক ট্যান্ডন সংবাদমাধ্যমকে জানান, জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা হেরম্বের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

মৃত্যুর ঠিক মুহূর্ত খানেক আগে বিপদ কেটে গিয়েছে ভেবে পরিবারকে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন হেরম্ব, 'জাহাজ নিরাপদেই উপসাগর পার করেছে।' সেটিই ছিল তাঁর শেষ কথা। শোকস্তব্ধ পরিবারের এখন একটাই আর্জি, তরুণের মরদেহ যেন দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

এই নিয়ে গত তিনদিনে মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় দু-জন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হল। মঙ্গলবারই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি তেলবাহী

ট্যাংকারে হামলায় রোহন কুমার নামে এক ভারতীয় নাবিক নিহত হন। চলতি সংকটে এ পর্যন্ত মোট ৯ জন ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই ধারাবাহিক হামলার তীব্র নিন্দা করে দিল্লিতে ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় কেন্দ্রীয় জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সভাপতিত্বে বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার 'সিফেয়ারার-ফার্স্ট' নীতিতে একগুচ্ছ বড় পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। এখন থেকে পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী ও ওমান উপসাগরে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজে থাকা ভারতীয়দের ট্র্যাক করতে একটি রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আক্রান্ত ভারতীয় নাবিকদের পরিবারের সহায়তায় একজন করে ডেডিকেটেড লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হবে, যিনি চিকিৎসা, বকেয়া বেতন ও মৃতদেহ ফেরানোর যাবতীয় বিষয় দেখভাল করবেন। এ ছাড়াও নাবিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য চালু করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন ব্যবস্থা।

মোদি পারেন যুদ্ধ থামাতে

ওয়ারশ, ১৫ জুলাই : পুতিনকে থামাতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে এমনই দাবি করল পোল্যান্ডের উপবিদেশমন্ত্রী বার্তোশেভস্কি। তিনি জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ভারতের হস্তক্ষেপেই বিশ্ব পরমাণু যুদ্ধে এড়াতে পেরেছে। বিশ্বের অল্প কয়েকজন নেতার মধ্যে মোদি অন্যতম, যিনি প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রভাবিত করতে পারেন। কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এই যুদ্ধ থামাতে পারে ভারত।

নিরাপত্তা ফিরছে বুদ্ধ-পত্নীর

কলকাতা, ১৫ জুলাই : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাম অ্যাভিনিউয়ের বাসভবনে ফের নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হবে। ২০২৪-এর ৮ অগাস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ওই বাসভবন থেকে সরকারি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়।

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন অভিষেক

কলকাতা, ১৫ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে অবশেষে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে দু'বার হাজিরা এড়ানোর পর, বুধবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিধাননগর আদালতে উপস্থিত হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। আদালত চত্বরে বিশৃঙ্খলা বা ডিম ছোড়ার মতো ঘটনা আটকাতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আদালত সূত্রে খবর, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলে। তাঁকে দিয়ে এক পাতার একটি স্ক্রিপ্ট দু'বার পড়িয়ে সেই রেকর্ডিং ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আদালত থেকে বেরিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিষেক। এ দিন আদালতে উপস্থিত মামলার মূল অভিযোগকারী রাজীব সরকার সিআইডি-র তদন্তের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিনই রাজ্যজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলি এফআইআর রয়েছে, তার হিসাব চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। যার প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসা করিয়ে এক শিশুকন্যার হাত বাদ যাওয়ার ঘটনায় বিষ্ণুপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

বিধাননগর আদালতের বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

২৫০০-র বেশি লোক নয়, চালু থাকবে যানবাহন

মমতার সভায় শর্ত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুলাই : বাম জমানায় যা হয়নি, রাম জমানায় তাই করতে বাধ্য হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মতলার মোড়ে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতি বছর ২১ জুলাই 'আবেগের' শহিদ সমাবেশের আয়োজন করতেন তিনি। এবার পুলিশি বাধায় কোথায় ওই সমাবেশ হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। শেষমেশ বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে নয়, বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একদিকের রাস্তা ব্যবহার করে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল শর্তসাপেক্ষে ওই কর্মসূচি পালন করতে পারবে। তবে সেখানে তাদের জনসমাগম ২৫০০ জনে বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট।

এদিন হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে সুবোধমল্লিক স্কোয়ার বা ব্রিগেডে কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাতে আপত্তি জানায় কালীঘাট তৃণমূল। তারা ভিক্টোরিয়া হাউস, এসপ্ল্যানেড ইস্ট বা ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছে সভা করার আর্জি জানায়। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'এসব জায়গায় সভার অনুমতি দিলে শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।' শেষমেশ শিঁকে ছেড়ে বিড়লা তারামণ্ডলের।

ববি, অরূপ, চন্দ্রিমা, অনুব্রতর পর এবার মদন মিত্রের মতো বিশ্বস্ত সঙ্গীও ঋতব্রত-তৃণমূলে শামিল হয়েছেন। তাঁরাও গান্ধি মূর্তির পাদদেশে পৃথক ভাবে ২১ জুলাই পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অবস্থায় ভাঙাচোরা সংগঠন নিয়ে একুশে সমাবেশ পালন করা যে রীতিমতো কঠিন সেটা বিলক্ষণ জানেন মমতা। নিজমুখে সেই চ্যালেঞ্জে কথা জানিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিড়লা তারামণ্ডলে মিটিং হবে। আমি প্রতিবারের মতো ২০ জুলাই জায়গা পরিদর্শনে যাব। পুলিশকে অনুরোধ করব, যেন বিজেপি ও সেটিং পার্টি কোনও ঝামেলা না করতে পারে তা দেখতে। ডেকোরেটারসদের ভয়ও দেখাতে পারে। মনে রাখবেন, আমি খালি গলাতেও সভা করতে পারি।' আদালতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'সকাল ১১টা থেকে কর্মসূচি শুরু হবে। পুলিশ যদি জোর করে অন্য জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় তাহলে বাঁধ ভেঙে এখানে চলে আসবেন। দল থেকে অনেক বেইমান চলে গিয়েছেন। আমি একা থাকলেও শহিদ-তর্পণ করতাম।' হাইকোর্টের নির্দেশের পরই কালীঘাট তৃণমূল শহিদ সমাবেশের পোস্টার জারি করেছে। তবে তাতে শুধুমাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

> **সকাল ১১টা থেকে কর্মসূচি শুরু হবে। পুলিশ যদি জোর করে অন্য জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় তাহলে বাঁধ ভেঙে এখানে চলে আসবেন।**
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিকে মমতা যতই আস্ফালন করুন, ২১ জুলাই তৃণমূলের প্রকৃত শহিদ সমাবেশ তাঁরাই করবেন বলে এদিনও দাবি করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি বৈঠকের পর তিনি অভিযোগ করেন, 'এতদিন শহিদ দিবসে শহিদ পরিবারের লোকজনেরা ব্রাত্য ছিলেন। নীচুতলার কর্মীরা যাঁরা রক্ত দিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন ২১-এর মঞ্চ তাঁদের। কোনও নাচাগানা হবে না। ২১ জুলাই বুঝতে পারবেন শহিদ পরিবার কাদের সঙ্গে রয়েছেন।' এদিনও অভিষেককে 'নটবরলাল' ও 'মাফিয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক।

ফুটবল টিমের সঙ্গে নিজের দলের তুলনা টেনে ঋতব্রত বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল আমাদের কাছে মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো নন, উনি হলেন সেই অরিজিনাল আর-নাইন। আর মদনদা আমাদের রোনাল্ডিনহো।' এদিকে শহিদ সমাবেশের সমর্থনে প্রচারের জন্য এদিন ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

বৃহত্তম পরমাণু কেন্দ্রে ঝুঁকি!

চেন্নাই, ১৫ জুলাই : ভারতের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তামিলনাড়ুর কুডানকুলাম পরমাণু কেন্দ্রের প্রায় ১৯ হাজার সংবেদনশীল নথি ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড লিকস নামে একটি আন্তর্জাতিক হ্যাকার গোষ্ঠী এই সাইবার হামলার দায় স্বীকার করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের অন্যতম ঠিকাদার সংস্থার সার্ভার থেকে প্রায় ৮.৫৮ লক্ষ ফাইল চুরি হয়। এই সার্ভারটি 'যোট্টা' নামে একটি তৃতীয় পক্ষের ভারতীয় ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা ছিল। ঠিকাদার সংস্থা আংশিক ডেটা ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করে ইতিমধ্যেই সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে।

ফাঁস হওয়া নথির মধ্যে রয়েছে কুডানকুলামের নির্মীয়মাণ ৩ ও ৪ নম্বর ইউনিটের ভেন্টিলেশন ও কুলিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লুপ্রিন্ট, কন্ট্রোল রুমের ফ্লোর লেআউট, সরঞ্জাম পরিদর্শন রিপোর্ট এবং সরবরাহকারীদের বিস্তারিত তালিকা। পরমাণু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই পরিকাঠামোগত গোপন তথ্য শত্রুভাবাপন্ন শক্তির হাতে পড়লে তা কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য 'চরম ঝুঁকি' তৈরি করতে পারে।

ইভি চার্জিংয়ে বিস্ফোরণ মৃত ২

নয়ডা, ১৫ জুলাই : বৈদ্যুতিক বাইকে (ইভি) চার্জ দেওয়ার সময় ব্যাটারি বিস্ফোরণে বুধবার দুপুরে নয়ডার ফেজ-৩ থানা এলাকার মামুরা গ্রামের একটি পাঁচতলা আবাসনে বিধ্বংসী আগুনে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ও হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে উদ্ধারকাজ চালিয়ে বহুতলে আটকে পড়া ৫০টি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আবাসনের মালিক ও লিজহোল্ডারকে আটক করেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন।

শাখে শাখে... বুধবার গুয়াহাটিতে।

পাওয়ারের এনডিএ যোগ নিয়ে চর্চা

মুম্বই, ১৫ জুলাই : তৃণমূল ভেঙে ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ এনসিপিআই-এর হাত ধরে আগেই এনডিএ-কে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন। আপের সাত রাজ্যসভার সাংসদও বিজেপিতে শামিল হয়েছেন। এনডিএ-র পাশে দাঁড়িয়ে একনাথ শিন্ডের শিবসেনাতেও নাম লিখিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরের গোষ্ঠীর একাধিক নেতা। এবার ইন্ডিয়া জোটকে অস্বস্তিতে ফেলে এনডিএ-র সঙ্গে কি সম্পর্ক মসৃণ করার পথে হাঁটতে চলেছেন বর্ষীয়ান এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও? সূত্রের খবর, কেন্দ্রের ডিলিমিটেশন বিলে সমর্থন জানাতে পারে শারদ পাওয়ারের দল। তেমনটা হলে গত অধিবেশনে ডিলিমিটেশন বিলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের যে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখা গিয়েছিল তা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।

তবে শারদ পাওয়ারের মেয়ে তথা এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে জল্পনা উড়িয়ে বুধবার এক্সে লিখেছেন, 'এই বিষয়ে আমি বা আমার দল এখনও পর্যন্ত কোনও সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলিনি। দলের মধ্যে এবং ইন্ডিয়া জোটে আলোচনা করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। কাজেই এই সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন।' এর আগে তিনি বলেছেন, 'সরকার যদি সমস্ত রাজ্যে ৫০ শতাংশ আসন বাড়ায় এবং সেটি কার্যকর করার দিন স্পষ্ট করে ফেলে তাহলে আমরা সমর্থন জানাব।' তবে ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে যে অবস্থানই হোক, বিজেপির সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে গাঁটছড়া বাঁধার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন সুপ্রিয়া সুলে। তিনি বলেন, 'আমাদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের গুজব রটছে। সবই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে। আমাদের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ইন্ডিয়াতেই আছি।'

শহিদ সমাবেশ করবে এনসিপিআই-ও

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : একুশে জুলাই তুমি কার? কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল, ঋতব্রত তৃণমূলের পর এবার ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিল এনসিপিআই-ও। বুধবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে দলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, তাঁরাও এবার ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করবেন। কাকলির সাফ কথা, 'শহিদ কিন্তু সবার। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তিনিও শহিদ। যিনি পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন, তিনিও শহিদ।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে কোনও আদর্শ বা বৃহত্তর স্বার্থে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। আমার শহিদ, তোমার শহিদ করা উচিত নয়।' কাকলি এও জানান, ২১ জুলাইয়ের ঘটনাটি তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। তাই ওই ঘটনাকে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া বিষয় হিসেবে দেখার বিরোধী তিনি। কাকলির বক্তব্য প্রসঙ্গে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এনসিপিআই অন্য দল। তাদের কেন ডাকতে যাব। আমাদের ফোকাস ২১ জুলাই।'

টেন্ডারে দুর্নীতি রুখতে নির্দেশিকা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুলাই : সরকারি টেন্ডারে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। একই সংস্থাকে বারবার টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া বা ঘুরপথে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো আর চলবে না। সরকারি টেন্ডারে (দরপত্র) স্বচ্ছতা আনতে এবং একই সংস্থাকে বারবার কাজ পাইয়ে দেওয়ার 'দুর্নীতি' বন্ধ করতে কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল সমস্ত সরকারি দপ্তরের জন্য এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। ক্ষমতায় এসেই দুর্নীতি দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছে নতুন সরকার, তারই অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও এজেন্সির চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে নিয়ম মেনে নতুন দরপত্র ডাকতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার না ডেকে কোনওভাবেই পুরনো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো বা পুনর্নবীকরণ করা যাবে না। সময়মতো টেন্ডার ডাকা না হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত গ্রাহ্য হবে না। সম্প্রতি একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, কেন নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকেই বারবার ঘুরেফিরে কাজ দেওয়া হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া মনোভাবের পরেই নবান্ন জরুরি ভিত্তিতে এই নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, এরপর থেকে টেন্ডারে কোনওরকম অনিয়ম ধরা পড়লে প্রশাসন কঠোর আইনি পদক্ষেপ করবে।

রথযাত্রায় উৎসবের মেজাজে বাংলা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই : বৃহস্পতিবার রথযাত্রা। তার আগেই 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখর গোটা রাজ্য। কলকাতার ইসকন, হুগলির ঐতিহ্যবাহী মাহেশ, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় আচার, রথ টানা, মেলায় শামিল হবে লাখ মানুষ।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটাই প্রথম রথযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ায় বহু জায়গাতেই এবার আয়োজনের পরিধি বেড়েছে। ইসকনের রথযাত্রায় প্রথা মেনে প্রথমবারের জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শুভেন্দু। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় অ্যালবার্ট রোডে ইসকনের মন্দিরে উপস্থিত হবেন তিনি। সেখানে কিছু শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, আরতি, দেব বিগ্রহ দর্শন করে রথযাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রশিতে তাঁর হাতের টানেই প্রথম গড়াবে জগন্নাথ দেবের রথের চাকা। কলকাতার রথযাত্রা অনুষ্ঠানে শামিল হওয়ার পর নিজের জেলার রথযাত্রাতেও অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। অ্যালবার্ট রোড থেকে শুরু করে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, এক্সাইড মোড়, জওহরলাল নেহরু রোড, আউট্রাম রোড ঘুরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছবে ইসকনের রথ। সেখানেই প্রথা মেনে অস্থায়ী ভাবে তৈরি হয়েছে জগন্নাথ দেবের 'মাসির বাড়ি'। এই বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় গত বছর সোজা রথ থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল। এবছর দেশী ও বিদেশী মিলিয়ে সেই সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে কলকাতা শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। রথের রুট, মেলা প্রাঙ্গণ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বাড়তি পুলিশ বাহিনী। লালবাজার সূত্রে খবর, রথযাত্রার জন্য কলকাতায় প্রায় দু'হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। শহরে ৮৬টি ছোট ও ৮টি বড় রথ বেরোবে। স্পর্শকাতর এলাকায় বাড়তি নজরদারির পাশাপাশি ড্রোন ও কুইক রেসপন্স টিমও মোতায়েন রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, হুগলির মাহেশে শতাব্দীপ্রাচীন রথযাত্রায় শামিল হবে বহু মানুষ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ৫৬ রকম ভোগ নিবেদনের পরই মহাপ্রভু রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করবেন। উত্তর ২৪ পরগনার সদর শহর বারাসতে ইসকন মন্দিরে ভিড় হবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই বসেছে রথের মেলা। বারাসত ইসকনের ম্যানেজার গিরিরাজ কৃপাদাসের কথায়, 'রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, মানুষের মিলনমেলা। প্রশাসনের থেকে সবধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। তারজন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই।' রথযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আমরা ন'দিন ব্যাপী বৃক্ষ বিতরণ করব। একইসঙ্গে গরিব ও দুঃস্থ মানুষের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদেরকে আমরা বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করব। 'প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।'

রথযাত্রা বাংলায় শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতিরও এক বড় উৎসব। মাহেশের শতাব্দীপ্রাচীন রথ থেকে কলকাতার ইসকন কিংবা বারাসতের জনসমাগম, সর্বত্রই আজ একই ছবি। রথের দড়িতে হাত রেখে ভক্তির টানেই আবারও এক সুতোয় বাঁধা পড়ল বাংলা।

প্রভু জগন্নাথ যখন রেলযাত্রী। বুধবার নদিয়ায়।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রস্তুতি

চিত্ত মাহাতো

দিঘা, ১৫ জুলাই : স্নানযাত্রার পর 'অনসর' পর্ব কাটিয়ে বুধবার সুস্থ হয়ে ভক্তদের দর্শন দেবেন প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রা। দীর্ঘ অসুস্থতার পর আজ দুপুরে তাঁদের ৫৬ ভোগে এলাহি অন্নভোগ দেওয়া হবে। এই আধ্যাত্মিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে মঙ্গলবার থেকেই সৈকত শহর দিঘায় ভক্তদের ঢল নেমেছে। ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙানোর পর প্রতীকী স্নান ও নতুন পোশাকে সাজিয়ে সকাল ছয়টায় মন্দিরের দুয়ার খুলে দেওয়া হবে। পুরী ও মহিষাদলের ধাঁচে দিঘাতেও এবার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তৈরি হয়েছে পৃথক তিনটি রথ। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকালে 'পাহান্ডি বিজয়'-এর মাধ্যমে বিগ্রহগুলিকে রথে বসানো হবে। দুপুর একটায় রথেই ভোগ নিবেদনের পর, বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ শুরু হবে রথ টানা। এবারই প্রথম সাধারণ ভক্তরা এখানে রথ টানার সুযোগ পাবেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পর রথযাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। উৎসব ঘিরে বর্ণিল আলোয় সেজে উঠেছে দিঘা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সৈকত শহরকে; বসানো হয়েছে ব্যারিকেড ও সিসি ক্যামেরা, নজরদারি চলবে আকাশপথেও।

পৃথিবীর পাঠশালা

তুঙ্গুস্কা বিস্ফোরণ রহস্য

১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা অঞ্চলে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। কয়েকশো বর্গকিলোমিটার জঙ্গলের প্রায় আট কোটি গাছ চোখের পলকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় হল, মাটিতে কোনও গর্ত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন এটি উল্কাপাত ছিল, নাকি ধূমকেতুর ধাক্কা।

শিম্পাঞ্জিদের ভয়ংকর যুদ্ধ

মানুষের মতো শিম্পাঞ্জিরাও যে রীতিমতো দল বেঁধে যুদ্ধ করতে পারে, তা সত্তরের দশকে তাঞ্জানিয়ায় প্রথম প্রমাণিত হয়। সেখানে শিম্পাঞ্জিদের দুই দলের মধ্যে চার বছর ধরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। একদল নিখুঁত কৌশল

করে বিপক্ষ দলের প্রতিটি পুরুষ শিম্পাঞ্জিকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের এলাকা দখল করে নেয়।

অস্ট্রেলিয়ার ইমু যুদ্ধ

১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এক অদ্ভুত যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষকদের ফসল বাঁচাতে সরকার সামরিক বাহিনী পাঠায়। বিপক্ষ

কোনও মানুষ নয়, বরং ছিল হাজার হাজার ইমু পাখি। মেশিনগান নিয়ে সেনাবাহিনী ইমুদের তাড়া করলেও, পাখিরা এত দ্রুত ছুটত যে তাদের গায়ে গুলি লাগত না। শেষ পর্যন্ত ওই যুদ্ধে পাখিদের কাছে মানুষের শোচনীয় হার হয়েছিল।

রহস্যময় শিলালিপি

আমেরিকার একটি নদীর ধারে ডাইটন রক নামের এক বিশাল পাথর পাওয়া যায়। এই পাথরের গায়ে এমন কিছু প্রাচীন লিপি এবং ছবি খোদাই করা আছে যা আজ পর্যন্ত কেউ পড়তে পারেনি। কেউ বলেন এগুলো প্রাচীন ফিনিশীয়দের লেখা, কেউ বলেন ভাইকিংদের, আবার কেউ দাবি করেন পর্তুগিজ নাবিকদের। এই শিলালিপি আজও এক অমীমাংসিত ধাঁধা।

নিরাপত্তায় জোর দিচ্ছে রাজ্য

সীমান্ত জেলায় নতুন থানা, ফাঁড়ি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির নিরাপত্তায় আরও জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেকারণে ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সীমান্ত লাগোয়া একাধিক জেলায় নতুন থানা এবং আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা জেলা মালদা, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিংয়ের নাম রয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাতেও নতুন থানা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা পেতেই পুলিশ মহলে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে রাজ্যের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো কাজ শুরু করা হয়েছে।'

পাচার থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ সহ একাধিক ইস্যুতে সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সেদিকে নজর দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের তরফে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় একশো শতাংশ কাঁটাতারের বেড়া নিশ্চিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এরই মাঝে এবার সীমান্ত লাগোয়া মালদা জেলায় নতুন করে তিনটি থানা ও দুটি আউটপোস্ট গড়ে তোলার বিষয়ে রাজ্যের তরফে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

চলতি মাসের ১০ তারিখ এনিয়ে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের এডিজির অফিসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে ভুটান ও নেপাল সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার নামও রয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুটান সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁয় পাশাখা আউটপোস্ট সহ মোট ছ'টি আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নেপাল সীমান্ত লাগোয়া দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়িতে পানিট্যাঙ্কি পিপি ও সুখিয়াপোখরি থানার অধীনে পশুপতি আউটপোস্ট গড়ার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীন এনজেপি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়িতে

- মালদা জেলায় নতুন করে তিনটি থানা ও দুটি আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ
- আলিপুরদুয়ার জেলায় জয়গাঁয় পাশাখা আউটপোস্ট সহ ছ'টি আউটপোস্ট তৈরি হবে
- খড়িবাড়িতে পানিট্যাঙ্কি পিপি ও সুখিয়াপোখরি থানার অধীনে পশুপতি আউটপোস্ট গড়ার কথা জানানো হয়েছে

> **সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে রাজ্যের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো কাজ শুরু করা হয়েছে।**
>
> **কালিয়াপ্পান জয়রামন**
> এডিজি, উত্তরবঙ্গ

নতুন করে থানা গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুধু সীমান্ত এলাকা নয়, উত্তরের জেলাগুলির অভ্যন্তরে অপরাধ দমনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করতে থানার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সেই মোতাবেক আলিপুরদুয়ার সহ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট পাঁচটি নতুন থানা তৈরির বিষয়ে রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের এডিজির তরফে শীঘ্রই এই চিঠি পাঠানো হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানার অধীনে থাকা বারবিশা আউটপোস্টকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। ওই প্রস্তাবেই কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানা ভেঙে গিতালদহ থানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যকে জানানো হবে। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানার অধীনে থাকা ক্রান্তি আউটপোস্টকে থানায় উন্নীত করার প্রস্তাব তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় দুটি নতুন থানা গড়ার প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সেই তালিকায় চোপড়া থানা ভেঙে দাসপাড়া থানা ও ইটাহার থানা ভেঙে দুর্গাপুর থানা গড়ার প্রস্তাব থাকছে।

পুলিশ মহলের শীর্ষকর্তাদের দাবি, উত্তরবঙ্গজুড়ে একাধিক নতুন থানা এবং আউটপোস্ট গড়ে উঠলে সীমান্ত এলাকার পাশাপাশি জেলাগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো হবে। সেইসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ অপরাধ দমনের কাজও অনেকটা সহজ হবে।

নালায় চিতাবাঘের জোড়া শাবক

বাগডোগরা রেঞ্জের তাইপু চা বাগানে চিতাবাঘের দুই শাবক।

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুলাই : চা বাগানের নালার ভিতর থেকে চিতাবাঘের দুটি সদ্যোজাত শাবক উদ্ধার হল। বুধবার কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত তাইপু চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। শাবক দুটি দেখতে পাওয়ার পর থেকেই বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তাইপু চা বাগানের সংশ্লিষ্ট সেকশনে প্রতিদিনের মতোই চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় আচমকাই বাগানের একটি নালার মধ্যে চিতাবাঘের দুটি শাবককে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

উদ্বোধন করবেন মোদি

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়ি রোড এবং হলদিবাড়ি স্টেশন সংস্কার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৭ জুলাই ভার্চুয়ালি নবরূপে সেজে ওঠা এই দুই স্টেশন উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন মোট ৭৫টি স্টেশন উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

পদ্ম বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

তাঁকে ঘিরে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন। বিধায়ককে তাঁরা জানিয়ে দেন, এবিভিপি কোনও শিক্ষাঙ্গনকে কোনওভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেবে না।

বিক্ষোভের পর এবিভিপি'র সদস্যা মুক্তা রায় বলেন, 'বিধায়ক জনপ্রতিনিধি, তিনি কলেজে আসতেই পারেন। তাঁর আসা নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যে কোনও দলের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসার তীব্র বিরোধিতা করছি আমরা। কলেজকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জায়গা হতে দেব না। মনে রাখতে হবে বিজেপি এবং এবিভিপি এক নয়। আমরা অরাজনৈতিক সংগঠন।'

এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনায় হতচকিত হয়ে যায়। রাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ মিশ্র পরে বলেন, 'বিধায়কের সঙ্গে দু-একজন নেতা ঢুকলে তাতে বিশেষ কিছু হয় না। তবে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করতে চাইলে, সেই উদ্যোগ ভালো।' বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই আরএসএস এবং বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে মতান্তরের চোরাস্রোত বইছে। বিধানসভার প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে সংঘ পরিবার ও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মতবিরোধ প্রায় প্রকাশ্যে এসে যায়। ময়নাগুড়ি বিধানসভা আসনে প্রার্থী নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের বিরোধ কার্যত হাতের বাইরে চলে যায়। রাজগঞ্জ কলেজের ঘটনা নিয়ে অবশ্য কোনও বিতর্ক বা সংঘাতে যেতে চাইছেন না জেলা বিজেপির নেতারা। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায় সব শোনার পর বলেছেন, 'আমি খোঁজখবর নিয়ে তারপর যা বলার বলব।' বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী সাংগঠনিক কাজে বালুরঘাটে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেও ফোনে রাজগঞ্জ কলেজের ঘটনার খবর যায়। বাপি বলেছেন, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র। যে কেউ কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকলে যেতেই পারেন। সেখানে কী হয়েছিল বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে পরে জানাব।'

বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির সস্ত্রীক অরিজিৎ। জিয়াগঞ্জে।

বিজেপির বুথ সভাপতির নামে বিধবা ভাতা

স্বপন রায় বীর

জামালদহ, ১৫ জুলাই : গত এক বছর ধরে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন এক পুরুষ। তিনি আবার আমজনতা নন, তিনি বিজেপির বুথ সভাপতি। বুধবার কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৪ পানিশালা গ্রামে এমন অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ওই গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতির বিন্দু বর্মনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্পে টাকা ঢুকছে গত এক বছর ধরে। বুথ সভাপতি অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি জানতেনই না যে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন। বর্তমানে বয়স তার ৬১ বছর। সেইমতো বয়স্ক ভাতার জন্য ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। এতদিন ধরে তিনি মনে করতেন বয়স্ক ভাতার টাকাই প্রতি মাসে পাচ্ছেন। এদিন বিষয়টি জানতে পেরে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন। বিধবা ভাতা প্রাপক বিজেপির বুথ সভাপতির দাবি, তৃণমূল জমানায় চক্রান্ত করে তাঁর প্রাপ্য বয়স্ক ভাতাকে পরিবর্তিত করে বিধবা ভাতা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। যদিও স্থানীয় মানুষ একজন নেতার এই বক্তব্যের সত্যতা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, ভাতার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জানার কথা কোন খাতে টাকা পেয়েছেন। তাঁর নিজের থেকেই বিষয়টি অফিসের নজরে আনা উচিৎ ছিল।

গত এক বছর ধরে একজন পুরুষ বিধবা ভাতা পাচ্ছেন, একথা জানতেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরাও। সম্প্রতি জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তরফে তথ্য যাচাইও করা হয়েছে। তারপরেও এতবড় অনিয়ম কীভাবে চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিজেপির বুথ সভাপতির প্রশ্ন, 'কী করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরা এই ভুল করলেন? এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' মেখলিগঞ্জ বিজেপির উত্তর মণ্ডল কমিটির সম্পাদক অমিতাভ বর্মন বলেন, 'ওই এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি একজন ভালোমানুষ। তিনি বয়স্ক ভাতার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁকে বিধবা ভাতা

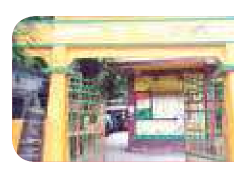

- ৬১ বছর বয়সি বিজেপির বুথ সভাপতি বার্ধক্য ভাতার জন্য ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন বলে দাবি
- তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই কাজ করে বলে অভিযোগ বুথ সভাপতির
- ভুলবশত বার্ধক্য ভাতার জায়গায় বিধবা ভাতার ফর্ম ফিলআপ করাতেই বিপত্তি বলে মনে করছেন পঞ্চায়েতের আধিকারিক

করে দেওয়া হয়েছে। এটা তৃণমূল সরকারের আমলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ও ব্লক স্তরে একটা অনিয়ম।' জামালদহ পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মন আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেন, 'আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তবে, তৃণমূল সরকারের আমলে দুয়ারে সরকার শিবিরে যদি ভুল করে বিধবা ভাতার ফর্ম ফিলআপ করে থাকেন, তাহলে এমনটা হতে পারে।'

বাগান খোলার উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ১৫ জুলাই : উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগানগুলির জট কাটিয়ে অচলাবস্থা দূর করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল রাজ্য শ্রম দপ্তর। গত রবিবার উত্তরকন্যায় সংশ্লিষ্ট নানা মহলকে নিয়ে আয়োজিত পৃথক পৃথক বৈঠকে জট খোলার যে ইঙ্গিত শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং দিয়েছিলেন, সেই মোতাবেক এবার বাস্তবে কাজ শুরু হয়ে গেল। পরিচালক ছেড়ে চলে যাওয়া বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগান নিয়ে আগামী শুক্রবারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বন্ধ বাগানগুলি খোলানোর ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে শাসকদল বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিই ছিল বন্ধ চা বাগানের ভবিষ্যৎ ফেরানো। সেই কারণে শ্রম দপ্তরের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে বন্ধ বাগানগুলি খোলানোর ক্ষেত্রে ঠিক কী কী আইনি ও প্রশাসনিক উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট পরামর্শও জমা দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'বন্ধ বাগানগুলি দ্রুত খুলতে মন্ত্রী নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন।'

প্রশ্নে বিজেপি

প্রথম পাতার পর

অঞ্জুদেবী মাহাতোর নামে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দিয়েছিল পুরনিগম। কিন্তু সেই প্ল্যানের বাইরে গিয়ে অবৈধভাবে নির্মাণকাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড পদক্ষেপ করে। প্রথমে বাস্তুকাররা নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। সেই সময়ই তাঁদের নজরে পড়ে অনুমোদন বহির্ভূত নির্মাণকাজ হয়েছে। এরপরই পুরনিগমের তরফে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনও কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে, পুরনিগম কর্তৃপক্ষ কেন এখনও ওই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, নির্মাণকাজে গলদ ধরা পড়ায় শুনানির জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। চলতি মাসের ৮ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩টেয় শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে ওই দিন শুনানি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রামভজনের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠছে। শোনা যাচ্ছে, নির্মাণ নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য তিনি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তবে এনিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বুধবার সন্ধ্যায় একাধিকবার কল করা হলেও ফোন সুইচড অফ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে, মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছিলেন, 'পুরনিগম যা করার করবে।'

পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'যেটা অবৈধ তা অবশ্যই অবৈধ। বিষয়টি পুরনিগম অবশ্যই দেখবে। তবে কেন এখনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রয়োজনে আমরা আগামীতে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

সংবর্ধনা

বানারহাট, ১৫ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অফ বানারহাটের উদ্যোগে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হল ৪ বিধায়ককে। মঙ্গলবার রাতে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশ রায়, মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষ্মণ লিম্বু এবং আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

শিক্ষকদের

প্রথম পাতার পর

কতক্ষণ খোলা থাকবে এই দোকান? প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ১০টা ৫০ মিনিটে প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর থেকে ১১টা ২০ পর্যন্ত, আর টিফিন পিরিয়ডে খোলা থাকবে দোকান। আগামীতে সবকিছুর সঙ্গেই মূল্য লেখা থাকবে। সেখানেই থাকবে টাকা রাখার পাত্র। ন্যায্য মূল্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সেই জিনিস কিনবে। বুধবার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে দোকানের সূচনা করেন দুই অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সায়েম রেজা ও সাফিয়ার রহমান। সায়েম বলেছেন, 'এমন উদ্যোগ অভিনব। নিজেরা দেখেশুনে, নিজের পছন্দের খাতা-কলম কেনার মধ্য দিয়ে একটা মূল্যবোধ তৈরির পাঠ পাবে ছাত্রছাত্রীরা।'

এমন অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উমাশংকর সরকার, শমশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু চৌধুরীরাও। উমাশংকর বলেন, 'শিশুমনের বিকাশে এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।'

তিন নদীতে হড়পা

বীরপাড়া, ১৫ জুলাই : ভুটানে বৃষ্টির জেরে বুধবার বিকেলে হঠাৎ হড়পা আসে ডিমডিমা, ধুমচিখোলা ও গ্যারগান্ডা নদীতে। বীরপাড়া থানার জয়বীরপাড়া এবং নাংডালা চা বাগানের মাঝ বরাবর প্রবাহিত ডিমডিমা নদীতে সেতু নেই। সেতু নেই বান্দাপানি চা বাগানে প্রবাহিত ধুমচিখোলা নদীতেও। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ ছুটির পর বাড়ি ফিরতে না পেরে ডিমডিমা নদীর পাড়ে ঘণ্টা দেড়েক আটকে থাকে শতাধিক পড়ুয়া এবং জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া এবং বান্দাপানি চা বাগানের বাসিন্দারা। পায়ে হেঁটে নদী পারাপার করা তো দূরের কথা, সাফারি জাতীয় গাড়িগুলিও নদী পেরোতে পারেনি।

বর্ষাকালে ডিমডিমা নদী পার হওয়া অসম্ভব হওয়ায় অতীতে অ্যাম্বুল্যান্সেই রোগীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। বিজেপির সাংসদ থাকাকালীন জন বারলা ডিমডিমায় প্রস্তাবিত সেতুর গুরুত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তুলে ধরলে প্রায় ছয় বছর আগে অমিত শা'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার ভুটান সীমান্তবর্তী ওই জায়গায় সেতু তৈরির ব্যয়ভার বহনে রাজি হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী ডিপিআর তৈরির দায়িত্ব থাকা তৎকালীন রাজ্য সরকার তা করেনি বলে বারলা অভিযোগও করেছিলেন। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় ডিমডিমা চা বাগান থেকে বান্দাপানি চা বাগান পর্যন্ত ১৭ কিমি রাস্তাটি পাকা করা ও ডিমডিমা নদীতে কজওয়ে নির্মিত হয়। তবে গত কয়েক বছরে নদীর স্রোতে কজওয়েটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রথ নিয়ে বৈঠক

মালবাজার, ১৫ জুলাই : রথযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখে বুধবার দুপুরে মালবাজার থানায় বৈঠক আয়োজিত হয়। উৎসব চলাকালীন নজরদারি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে ছিলেন মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার, আইসি সৌমজিৎ মল্লিক সহ মাল ও ওদলাবাড়ি এলাকার বিভিন্ন মেলা কমিটির সদস্যরা। মালবাজার শহরের নেতাজি কলোনির সূত্রধরবাড়ি থেকে প্রভু জগন্নাথ দেবের রথ বের হবে। ওদলাবাড়ির গৌড়ীয় মঠ এবং বিধানপল্লি রথমেলা কমিটির উদ্যোগে রথ এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মালবাজার শহরের রথখোলা ময়দান এবং ওদলাবাড়ি বিধানপল্লির ফুটবল খেলার মাঠে রথের মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

পরিদর্শন

চালসা, ১৫ জুলাই : গত একমাসে বাতাবাড়ি দিঘিরপাড় ও সংলগ্ন এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৯-এ। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। যদিও বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। বুধবার মাটিয়ালি ব্লকের ওই ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করলেন নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরা, মাটিয়ালির বিডিও সুমন্ত ভৌমিক সহ অন্যরা। বিধায়ক বলেন, 'ডেঙ্গি রোধে নিয়মিতভাবে কাজ করছে ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগ ও ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। তাঁদের তরফে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এলাকার ডেঙ্গি পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।'

আটক ২

খড়িবাড়ি, ১৫ জুলাই : প্রায় ১০ লক্ষ নগদ সহ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে সিকিমের দুই বাসিন্দাকে বুধবার আটক করে এসএসবি। ওই দুই ব্যক্তির নাম জীবন বিশ্বকর্মা ও রাহুল নেপাল। তাঁরা পানিট্যাঙ্কির নতুন মেচি সেতু দিয়ে গাড়ি করে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি সর্বাধিক নগদ ২৫ হাজার ভারতীয় টাকা নিয়ে নেপালে প্রবেশ করতে পারে। কেন ওই দুই ব্যক্তি এত টাকা নেপালে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার সদুত্তর দিতে পারেননি। অভিযুক্তদের শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় এসএসবি।

এমবাপেদের দম্ভচূর্ণ

প্রথম পাতার পর

ফরাসিদের সৃষ্টিশীল ফুটবল পুরোপুরি হারিয়ে গেল। রড্রি আর ফ্যাবিয়ান রুইজের প্রেসিংয়ে ফরাসি ফরোয়ার্ড লাইন একেবারে বোতলবন্দি দশায় কাটাল। এমবাপেকে নড়াচড়ার এতটুকু জায়গা দেননি আয়মেরিক লাপোর্তে এবং পাউ কুবারসি। স্পেনের আসল ছকটাই ছিল ফরাসিদের অ্যাটাকিং থার্ডে ঢুকতে না দেওয়া। ডানদিকে মাইকেল ওলিসে এবং বাঁদিকে ওসমানে ডেম্বেলেকে পকেটে পুরে ফেলেছিলেন দুই স্প্যানিশ ফুলব্যাক মার্ক কুকুরেল্লা এবং পেড্রো পোরো। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণেও এই দুজন ছিলেন অনবদ্য।

এতটাই একপেশে খেলা হয়েছে যে ৮২ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা দেজিরে দুয়ের দূরপাল্লার শটের আগে পর্যন্ত ফ্রান্স স্পেনের গোলপোস্টে একটাও শট নিতে পারেনি। যে আক্রমণভাগকে টুর্নামেন্টের সেরা বলা হচ্ছিল, তারা স্প্যানিশ রক্ষণের সামনে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ওলিসের মতো সৃষ্টিশীল ফুটবলারকে স্প্যানিশরা এমনভাবে আটকে রেখেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন ফরাসি কোচ। অন্যদিকে, ফরাসি রক্ষণও স্পেনের পাসিং ফুটবলের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। আদ্রিয়েন র‍্যাবিওর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের এলোমেলো ফুটবল এবং প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে তাঁর সেই ভয়ংকর ফাউল প্রমাণ করে ফরাসিরা কতটা স্নায়ুচাপে ভুগছিল। তার ওপর মাত্র আধ ঘণ্টার মাথায় নির্ভরযোগ্য স্টপার উইলিয়াম সালিবার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়াটা ফরাসি রক্ষণের দুর্বল দিকটা একেবারে প্রকাশ্যে এনে দেয়। লুকাস দিগনে তো স্প্যানিশ উইঙ্গারদের গতি সামলাতেই হিমসিম খেলেন।

চার বছর আগে কাতারেও দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফিরেছিল ফ্রান্স। কিন্তু ডালাসের মাঠে সেই লড়াই করার মানসিকতার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। বরং সময় যত গড়িয়েছে, স্প্যানিশ ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে পাস খেলে ফরাসিদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছেন। প্রাক্তন ফরাসি তারকা প্যাট্রিক ভিয়েরা ব্রডকাস্ট ক্যামেরার সামনে বলেই দিলেন, 'সবাই একসঙ্গে নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যর্থ। আজে কেন জানি না ওদের কোনও আত্মবিশ্বাসই ছিল না।'

টানা ১২ বছর দলের দায়িত্বে থাকার পর এভাবেই বিষণ্ণ বিদায় নিতে হল দেশঁকে। রবিবার নিউ ইয়র্কের ফাইনালে যাওয়ার টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল স্প্যানিশ আর্মাডা। আর একরাশ হতাশা নিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলতে মায়ামির বিমান ধরলেন এমবাপেরা।

ইডি'র তলবের পর ঋত-শিবিরে মদনও

প্রথম পাতার পর

বেশি রেহাই পেত। কিন্তু সে মাথানত না করে বাঘের মতো লড়ে যাচ্ছে।' 'আগামী ৫০ বছর ওরাই দেশের রাজনীতি করবে' বলে নিজের উত্তরাধিকারও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা।

তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি তলব করার সঙ্গে মদনের শিবির বদলের সম্পর্ক দেখছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি মামলার জেরে ওই তলব। মঙ্গলবার ইডি'র নোটিশ বাড়িতে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মদন পৌঁছে গিয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী সন্দীপন সাহার বাবা স্বর্ণকমল সাহার কাছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে পুর দুর্নীতি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মদন।

কিন্তু ইডি'র নোটিশ পাওয়ার পর সব তর্জন-গর্জন ভুলে ঋত-শিবিরে যোগ দিলেন। তবে শুধু মদন মিত্র নয়, বুধবার অভিষেকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন তৃণমূলের প্রাক্তন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলও। একটি মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন অতীতে মমতার স্নেহভাজন বলে পরিচিত এই নেতা। তাঁর অভিযোগ, 'আমি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে) বলেছি, চোখে দেখো না, কানে দেখো তুমি। আমি জেলে গেলাম কেন? কার জন্য গেলাম? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।'

তিনি আগে মুখ খুললে অভিষেক তাঁকেও জেলে ঢুকিয়ে দিতেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মদন। তাঁর ভাষায়, 'ওঁর (অভিষেক) জন্য অনেককে জেলে যেতে হয়েছে। যে মাল দেয়নি, তাকেই জেলে যেতে হয়েছে। মাল মানে টাকা, টাকা।' মমতা অবশ্য মনে করেন, যাঁরা তাঁর হাত ছেড়েছেন, তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত। গ্রেপ্তারি এড়াতে শিবির বদল করছেন। তাঁর কথায়, 'যাঁদের আমরা আমাদের প্রতীকে জিতিয়েছিলাম, তাঁদের অনেকের লাগেজ-ব্যাগেজ ছিল।'

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এসব জেনে মমতা তাঁদের দলে পদ দিয়েছিলেন কেন? মমতা ভিডিও বার্তায় সাফাই দিয়েছেন, 'এসব আমার জানা ছিল না।' উলটে এখন তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ ও এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিজেপি আমাদের কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে। বলা হচ্ছে, হয় ওদের কোলে গিয়ে দোলো নাহয় জেলে যাও। এখন সবাই বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে গিয়ে সাধু সাজছে। ওঁদের চলে যেতে দিন।'

মদন বুধবার মমতা শিবিরের সব ছেড়ে দেন। তবে 'যত পদ ছিল, সব কলাপাতায় লিখে দেওয়া পদ' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। বিধানসভায় ঋতব্রতের পাশে বসে কবিতা আউড়ে বলেন, 'এটা ঠিক যে আমি তৃণমূলের বিধায়ক। তবে শুধু তৃণমূলের বিধায়ক নই, আমি বাংলার বিধায়ক। বিধানসভার সদস্য। তৃণমূলের সব পদ ছেড়ে দিলাম মানে আমি দলের বিধায়ক নই।' মদন মিত্রকে তাঁর শিবিরের 'রোনাল্ডিনহো' ও অনুব্রতকে 'রোনাল্ডো' বলে মন্তব্য করেন ঋতব্রত।

মমতার অবশ্য বক্তব্য, 'কে চলে গেল, তাতে দলের কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ ও কর্মীদের সততা আছে। যতক্ষণ লড়াই শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমার কণ্ঠ কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। বেইমানরা যারা যাওয়ার যাক, আমি শূন্য থেকে আবার শুরু করব।'

স্কুলবাসের নথি দেখতে রাস্তায় অভিযান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : স্কুলবাসের নথিপত্র দেখতে চলতি সপ্তাহ থেকে বিশেষ অভিযানে রাস্তায় নামল এমভিআই। এখনও পর্যন্ত তিনটি স্কুলবাসকে জরিমানা করেছে এমভিআই-এর টিম। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ওই তিনটে বাসেরই ফিটনেস ফেল ছিল। তিনটি বাস মিলিয়ে ৪০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ফলে স্কুলবাসগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

গার্ডিয়ান ফোরাম অফ নর্থবেঙ্গলের সভাপতি সন্দীপন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বছর ১৬ আগে আমি নিজে কোর্ট মোড় এলাকায় ২৯টি বাস আটকে দিয়েছিলাম। তাদের কোনওটার ফিটনেস, কোনওটার লাইসেন্স ফেল ছিল। আসলে পুরোনো বাসগুলো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে স্কুলগুলো নিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই এই বাসগুলোর কাগজপত্রে খামতি থাকে।' নর্থবেঙ্গল সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়ালের বক্তব্য, 'স্কুলবাসগুলোর মধ্যে কিছুটা স্কুলের নিজস্ব। বাকি সমস্তটাই ভেন্ডারের মাধ্যমে নেওয়া হয়। তবে সমস্ত কাগজপত্র দেখেই বাসগুলো নেওয়া হয়। আমরা আশা রাখছি, ভেন্ডাররা এব্যাপারে নজর দেবে। আমরাও বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় বসব।'

একই ভেন্ডারের একাধিক বাসের নথিতে এধরনের খামতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ভেন্ডারের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'স্কুলবাসে পড়ুয়ারা যাওয়া-আসা করে। তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আগে বাসগুলোর কাগজপত্র সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপারে তেমন নজর দেওয়া হত না। তবে আমরা এবার নিয়মিত নজর রাখব। স্কুলগুলোর বাস ভেন্ডারদের ওপরেও আমাদের নজর থাকবে। স্কুলগুলোর সঙ্গেও এব্যাপারে আলোচনা করা হবে।'

স্কুলবাসের কারণে শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনা শিলিগুড়িতে প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সপ্তাহে স্কুলবাসের ধাক্কায় এক মহিলা আহত হন। পরবর্তীতে উত্তরকন্যায় বৈঠকে এসে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কানেও বিষয়টা গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, রাজ্যে শুধুমাত্র ২৭ লক্ষ এমন বাস রয়েছে যেগুলোর রেজিস্ট্রেশন নেই। সমস্ত বাস যাতে সঠিক কাগজপত্র নিয়ে রাস্তায় নামে সেব্যাপারে এআরটিও-কে বিশেষ নজরদারির নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন।

গত সোমবার থেকেই রাস্তায় এমভিআই স্কুলবাসগুলো দাঁড় করিয়ে কাগজপত্র চেক করা শুরু করেছে। স্কুলবাসগুলো পড়ুয়াদের তোলে এমন জায়গায় ভোরবেলা গিয়ে টিমের তরফে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

গতবছরও স্কুলবাসগুলো একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটানোয় এমভিআই-এর তরফে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। একটি বাসের সামনের দুটো চাকা খুলে আসায় স্কুল বাসগুলোর ফিটনেস নিয়েও সেইসময়ই প্রশ্ন উঠেছিল। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, সেইসময় প্রচুর জরিমানা করা হয়েছিল। পরিবহণ দপ্তরের কর্তার কথায়, 'গতবছরের সচেতনতা প্রচার ও জরিমানার পরেও সমস্যা রয়ে গিয়েছে, এটা ঠিক। এবারে মন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। এই অভিযান চলবে। কিছুদিনের মধ্যে সচেতনতা প্রচারও শুরু হবে।'

ধৃত আরও এক

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : সেবক রোডের একটি শোরুম থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকার সোনা প্রতারণার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার হল। ধৃত ওই অভিযুক্তের নাম শেখ সাফিল। তিনি হুগলি জেলার বাসিন্দা।

শক্তিগড়ে শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের রথ সাজানো হচ্ছে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

রথের রশির অপেক্ষা

বৃহস্পতিবার টেম্পল স্ট্রিটের শতাব্দীপ্রাচীন মদনমোহন মন্দিরের রথ আর গৌড়ীয় মঠের রথ জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করবে। গতবার থেকে মদনমোহন মন্দিরের রথযাত্রার দায়িত্ব ইসকন নেওয়ায় বাড়তি আকর্ষণ তো থাকছেই। রথযাত্রা নিয়ে তরুণ থেকে প্রবীণ- সকলেই আবেগে ভাসছেন। তাঁদের গল্প শোনার পাশাপাশি রথের প্রস্তুতি শুনলেন অনীক চৌধুরী।

কত যে ঘোড়া

আমার ছোটবেলায় রথের উৎসব ছিল সাতদিন। রথের দড়িতে প্রথম টান দিয়েই কালীবাড়ির পাশের মদনমোহন মন্দিরের রথে উঠে কলা এবং বাতাসা প্রসাদ ছুড়তাম ভক্তদের মধ্যে। কাঠের কত যে ঘোড়া কিনেছি ঠিক নেই। লটকা খেতাম ওই ক'দিন।

-শুভ্রদীপ ফণি, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত

পরিসর বেড়েছে

রথে লটকা, পাঁপড় ভাজা আর চিনি-কলার দিকেই ঝোঁকটা বেশি ছিল। এখন বড় শোভাযাত্রা, মিউজিক সিস্টেম বা বড় রথ বেরোয়। জৌলুস থাকলেও আবেগটা নেই। আগে তো কালীবাড়ির পাশেই রথ বেরোত। এখন তো গৌড়ীয় মঠেরটাও বেরোয়। ছোট ছোট বাচ্চারা রথ বের করে। আমাদের সময় এগুলি দেখতে পাইনি। যুগ পালটেছে, রথ উৎসবেরও পরিসর অনেক বেড়েছে।

-**পুলক নন্দী**, আনন্দপাড়ার বাসিন্দা

রথের প্রস্তুতি জলপাইগুড়িতে। বুধবার। ছবি : বুম্বা কর

শাল-সেগুনের রথ

ইসকন দায়িত্ব নেওয়ার পর এবছরের রথযাত্রায় থাকছে বিশেষ আকর্ষণ। শাল-সেগুনের রথের সামনে থাকা দুটি ঘোড়া ও রথের চারটি ফাইবারের চাকা এসেছে মেদিনীপুর থেকে। এছাড়া বেথুয়া ডহরি থেকে আসবে প্রায় ৪০০টির মতো গাঁদা ফুলের মালা ও রজনীগন্ধা। রথযাত্রার দিন জীবন্ত একটি ঘোড়া শামিল হবে র‍্যালিতে।

-**আশিস দেব দাস**, কর্মকর্তা, শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নাম হট্ট সংঘ

আকর্ষণের শোভাযাত্রা

রথ সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফুল আসবে মায়াপুর ও কলকাতা থেকে। এছাড়াও থাকবে কীর্তন-নাচ, যা শোভাযাত্রাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

-**পুণ্ডরিক দাস**, সম্পাদক, শ্রীশ্রী জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ছোটদের উত্তেজনা

অনেক বছর আগে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে ছোট রথ বানিয়ে রাস্তা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরেছিলাম। তবে ওড়িশি নৃত্যশিল্পী হওয়ায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সঙ্গে জুড়তে পারি। রথ নিয়ে ছোটদের মধ্যে যে উত্তেজনা থাকে, তারা যে ছোট ছোট রথ নিয়ে বের হয় সেগুলো বেশ ভালো লাগে দেখতে।

-**পূজা চন্দ**, পড়ুয়া

জিলিপির টানে

আমি ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে দু'দিন রথের মেলায় আসতাম। প্রথম দিন এসেই আমার লক্ষ্য থাকত জিলিপির দোকানে ঢোকা। এখন ছেলেকে নিয়ে মেলায় আসি। ও জিলিপি খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের সময়কার আন্তরিকতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

-**কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী**, চাকরিজীবী

হাউজিং ফর অল প্রকল্পে কারচুপি উপভোক্তাদের

টাকা মিলেছে, বাড়ি অধরাই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের টাকা পকেটে ঢুকেছে, অথচ বাড়ি তৈরির নামগন্ধ নেই। কেউ কেউ ফাঁকা জমি দেখিয়ে সরকারি টাকা আদায় করে দিব্যি পুরোনো বাড়ির ছাদে ঘর তুলছেন। জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে এমনই পাহাড়প্রমাণ অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি টাকার এই চরম অপব্যবহার রুখতে নোটিশ ধরানোর পাশাপাশি এবার আইনি পথে টাকা আদায়ের কড়া পদক্ষেপ করছে পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরসভা সূত্রে খবর, ২০১৫-'১৬ থেকে ২০২১-'২২ আর্থিক বছর পর্যন্ত ছয় দফায় মোট ৮ হাজার ৩৮ জন উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও নির্মাণকাজ শুরুই করেননি ৬৩২ জন উপভোক্তা। এই সংখ্যাটি মোট টাকা প্রাপকের প্রায় ৮ শতাংশ। বছরভিত্তিক হিসেবে, ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৭। কিন্তু ২০১৮-'১৯ সালে তা একধাক্কায় বেড়ে দাঁড়ায় ২৪০ জনে এবং ২০২১-'২২ সালে সংখ্যাটা ছিল ২০২। সব মিলিয়ে বর্তমানে ৬৩২ জন উপভোক্তা সরকারি টাকা নিয়ে কার্যত বসে রয়েছেন।

পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে কাউন্সিলাররা এই কারচুপির বিষয়টি তুললে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। বেশ কয়েকজনকে পুরসভায় ডেকে কড়া ভাষায় সতর্কও করা হয়েছিল। এরপর গুটিকয়েক মানুষ কাজ শুরু করলেও, বেশিরভাগই গা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেননি। সরকারি স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে, যে জমির নথি দেখিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে, ঠিক সেখানেই এই প্রকল্পের ঘর নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই ফাঁকা জমি দেখিয়ে পুরোনো বাড়ির ছাদে প্রকল্পের ঘর তুলছেন।

এই চরম অনিয়ম প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে উপভোক্তারা টাকা পাওয়ার পরেও কাজ শুরু করেননি, আমরা তালিকা তৈরি করে প্রথমে তাঁদের নোটিশ দিয়েছি। তারপরও যাঁরা কাজ শুরু করেননি, এবার তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়া জিও ট্যাগিংয়ে যদি ধরা পড়ে যে কেউ পুরোনো বাড়ির ছাদে প্রকল্পের কাজ করছেন, তবে নিয়ম মেনে তাঁদের পরবর্তী কিস্তির টাকা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সরকারি অনুদান তাঁরা অন্য কোনওভাবে খরচ করতে পারেন না।'

গুণ্ডিচা মার্জনে শিলিগুড়িতে ঢল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : সাতসকালে ঝাঁটা, জল আর ডিটারজেন্ট হাতে শিলিগুড়িতে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের ঢল। রথের চাকা গড়ানোর ঠিক আগের দিন ভক্তি ও সেবার মেলবন্ধনে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির সহ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে পালিত হল ঐতিহ্যবাহী 'গুণ্ডিচা মার্জন' উৎসব। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, এই অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শতশত ভক্তদের নিয়ে পুরিতে অবস্থিত গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করেছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক ঘটনাকে এদিন শহরের বুকেও পরম শ্রদ্ধায় তুলে ধরা হয়।

পুরির জগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দির প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত। রথের দিন জগন্নাথ দেব রথে চড়ে মাসির বাড়ি যান এবং সেখানে তিনি কয়েকদিন থাকেন। এই আনন্দে পুরো মন্দির চত্বর পরিষ্কার করা হয়। সেই ধারা মেনে এদিন সকালে শিলিগুড়ি ইসকনে মন্দির পরিষ্কারের পাশাপাশি ঠাকুরের নামকীর্তন ও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'আজকের দিনের মাহাত্ম্য প্রচুর। ভক্তরা এসে আনন্দ সহকারে মন্দির চত্বর পরিষ্কার করেছেন। সারাদিন মন্দিরে প্রার্থনা, পুজোতে ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। স্নানযাত্রার পর এদিন আবার ভক্তদের জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে পেরেছেন।'

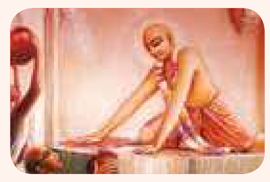

- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত প্রথা মেনে ঝাঁটা ও জল দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ সাফ করলেন ভক্তরা
- সেবা করার সুযোগ পেয়ে উদ্বেলিত পুণ্যার্থীরা
- স্নানযাত্রার বিরতি কাটিয়ে ফের জগন্নাথ দর্শন শুরু, শহরজুড়ে রথযাত্রার জোরদার প্রস্তুতি

একইভাবে শক্তিগরের শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও এদিন ভোর থেকে ঘটা করে গুণ্ডিচা মার্জন পালন করা হয়। মন্দির চত্বর পরিষ্কার করার পাশাপাশি রথ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মঠ ইনচার্জ ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ বলেন, 'প্রতিবছর এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে।' অন্যদিকে, এবার ৭১ বছরে পা দিল শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রা। সেখানেও সকাল থেকে মন্দির চত্বর পরিষ্কার করেন ভক্তরা। মন্দিরে ঠাকুরের জন্য মালা তৈরি করছিলেন রাখি দাস নামে এক ভক্ত। তিনি বলেন, 'ঠাকুরের জন্য নিজের হাতে মন্দির পরিষ্কার করা, মালা তৈরি যে কতটা আনন্দের তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

শহরের সবথেকে প্রাচীন রথযাত্রার আয়োজন করা হয় রথখোলায়, যা চলতি বছর ৭৭তম বর্ষে পা দিল। রথখোলা মাঠের পাশে রাধামাধব আশ্রমে এদিন গুণ্ডিচা মার্জনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তরা অংশ নেন। পাশাপাশি, চম্পাসারি মোড় রথযাত্রা উদযাপন কমিটির তরফে এবার ৩৩তম রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। চম্পাসারি মোড়ের সামনে থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রথে চেপে জগন্নাথ দেব মাসির বাড়ির যাবেন বলে কমিটির কোষাধ্যক্ষ বিকাশ দত্ত জানান। সেখানেও গুণ্ডিচা মার্জন উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার পাচার করতে আসা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসওজি ও এনজেপি থানার পুলিশ। দুজন ইসলামপুরের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ধৃতরা বাসে করে এসে শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে নামেন। তিনবাত্তি মোড়ে সেই মাদক হাতবদল হওয়ার কথা ছিল। অভিযুক্তদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ডেকে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তরুণের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নিজের বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ওই কিশোরীকে ডাকে তরুণ। কিশোরী বাড়িতে যেতেই তাকে ওই তরুণ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিশোরীর পরিবার পরবর্তীতে বিষয়টি জানার পর আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়।

ডেলিভারি অ্যাপে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : একটি অনলাইন ডেলিভারি অ্যাপে খাবার অর্ডার দিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরের বাসিন্দা মনজিৎ সিং। বুধবার ওই অ্যাপের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। মনজিৎ বলেন, 'একটি অ্যাপে খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার দেওয়া হয়েছিল। তাই আমি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্বোধনের আগেই ফাটল উড়ালপুলে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের গার্ডওয়ালে ফাটল! এমনই অভিযোগে বুধবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর তৃণমূল জমানায় নির্মিত উড়ালপুলের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ফাটল ঢাকতে অতিরিক্ত একটি লেয়ার দেওয়া হয়েছে। কারণ, একটাই সারফেস। তাতে দুটো লেয়ার এমনিতে পড়ার কথা নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে রাতে পূর্ত দপ্তর মন্তব্য করেনি।

দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে চলতি মাসে বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান রোডের উড়ালপুল উদ্বোধন হওয়ার কথা। খাতায়-কলমে এখনও এই ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করা না গেলেও রাত বাড়তেই ফ্লাইওভারে গাড়ি নিয়ে উঠে পড়ছেন অনেকে। এদিন এই লম্বা ফাটলটি স্থানীয়দের নজরে আসে স্থানীয় মডার্ন বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন বর্ধমান রোডের এয়ারভিউ মোড় যাওয়ার লেনের অংশে। মুহূর্তের মধ্যে ওই ফাটলের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফাটল দেখা যাওয়ার খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন কয়লাডিপোর বাসিন্দা মহম্মদ ইউনুস। তাঁর কথা, 'পূর্ত দপ্তরের কর্তারা দেখলে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন, এটা আসলে কী? তবে এটা যে ফাটল সেটা বোঝাই যাচ্ছে।' একই মন্তব্য ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকার সঞ্জীব দাসের। তিনি বলছিলেন,

> **গত বছর উড়ালপুলের একটা অংশে চাঁই খসে ব্যবসায়ী ও পথচলতিরা বেঁচে গিয়েছিলেন। এবছরও তেমন হলে ভয়েরই কথা।**
>
> **সঞ্জীব দাস** স্থানীয় বাসিন্দা

'গত বছরের শেষের দিকে এই উড়ালপুলের কিছুটা আগের অংশে চাঁই খসে পড়েছিল। ব্যবসায়ী ও পথচলতিরা বেঁচে গিয়েছিলেন। এরমধ্যে ফের এধরনের ফাটল দেখা যাওয়ায় আশঙ্কা তৈরি করবে।'

নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : কোথাও নিকাশিনালা আগাছায় ঢেকেছে, কোথাও পানীয় জলের কলের সামনের পাইপ ফেটে অঝোরে জল বেরোচ্ছে। নিকাশিনালা পরিষ্কার না হওয়ায় বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ। ছবিটি জলপাইগুড়ি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবাড়িপাড়া পুকুর সংলগ্ন এলাকার। বুধবার রাস্তায় জড়ো হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দিনের পর দিন ধরে তাঁরা নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কাউন্সিলারের দেখা নেই। কাউন্সিলারের বাবাকে মাঝেমধ্যে এলাকায় দেখা যায়।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নীলম শর্মা বলেন, 'নিকাশিনালা ও আগাছা পরিষ্কারের কাজ চলছে। এলাকায় আমার দেখা পাওয়া যায় না, বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যে।' তিনি জানান, স্কুলের সময় বাদ দিয়ে সকাল-সন্ধে তাঁকে কাউন্সিলার অফিসে পাওয়া যায়। এলাকাবাসী এদিন একজোট হয়ে জানান, তৃণমূল সরকারের আমলে 'দিদিকে বলো'-তে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বর্তমানে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর দেওয়া ফোন নম্বরেও অভিযোগ জানানো হয়েছে। এখনও সদুত্তর মেলেনি।

বুধবার এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দা ছন্দা চন্দ বলেন, 'রাজবাড়িপাড়া, হাজরাপাড়ায় কবে শেষ জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়েছে তা মনে পড়ছে না। নিকাশিনালা ভরে গিয়েছে। চারদিকে বড় বড় আগাছা হয়েছে।' আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ কোথায় হয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

আরেক বাসিন্দা অনিন্দিতা দাসের অভিযোগ, 'কাউন্সিলারের দেখা নেই, নাগরিক পরিষেবাও নেই। বর্ষার দিনেও কোনও পরিচ্ছন্নতা নেই। কাউন্সিলাররা জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই কর্তব্যগুলি পালন করলে আমরা সন্তুষ্ট।'

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের টাকার প্রশ্নের উত্তরে কাউন্সিলার বলেন, 'এলাকায় ঘুরলে বোঝা যাবে কী কাজ হয়েছে। প্রয়োজন হলে মহকুমা শাসক কিংবা জেলা শাসককে সেই হিসেব দেব।'

> মাঝমাঠে আমাদের দুইজনের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন ছিল। স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে ওদের এত ফাঁকা জায়গা দেওয়াটাই বোকামি। আমাদের উচিত ছিল ম্যান-টু-ম্যান প্রেসিং করা। ট্যাকটিকালি আমরা আজ ডাহা ফেল।
>
> -কিলিয়ান এমবাপে

এমবাপে-দেশঁ সংঘাত

ফরাসি ড্রেসিংরুমে ক্ষোভের আগুন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৫ জুলাই : ডালাসের হার শুধু ফরাসিদের বিশ্বকাপ স্বপ্নই চুরমার করেনি, ড্রেসিংরুমের ফাটলকেও একেবারে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। স্পেনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পর দলের ট্যাকটিক্স নিয়ে খোদ কোচ দিদিয়ের দেশঁকে সরাসরি তোপ দেগেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। ১৪ বছরের সফল ফরাসি কোচিং ক্যারিয়ারের শেষবেলায় এমন একটা বিষণ্ণ বিদায় হয়তো দেশঁ নিজেও কল্পনা করেননি।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এমবাপের ক্ষোভ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্প্যানিশ মিডফিল্ডের কাছে ফরাসিদের নাস্তানাবুদ হওয়ার জন্য তিনি সরাসরি কোচের ভুল রণনীতিকেই দুষলেন। এমবাপের স্পষ্ট কথা, 'মাঝমাঠে আমাদের দুইজনের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন ছিল। স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে ওদের এত ফাঁকা জায়গা দেওয়াটাই বোকামি। আমাদের উচিত ছিল ম্যান-টু-ম্যান প্রেসিং করা। ট্যাকটিকালি আমরা আজ ডাহা ফেল।' বল কেড়ে নেওয়ার পর নিজেদের ভুলে বারবার বল হারানো নিয়েও বিরক্তি লুকোননি ফরাসি অধিনায়ক।

অধিনায়কের সুরেই হতাশা ঝরেছে তরুণ তুর্কি রায়ান চেরকির গলায়। তাঁর আক্ষেপ, 'স্পেন আজ সবদিক থেকেই আমাদের টেক্কা দিয়েছে। আমাদের মধ্যে জেতার খিদেটাই ছিল না।' এই প্রকাশ্য সমালোচনার জেরে ফরাসি শিবিরের আবহাওয়া এখন রীতিমতো থমথমে। কোচের কৌশলের এমন তীব্র সমালোচনায় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে, গুঞ্জন উঠেছে ক্ষুব্ধ দেশঁ হয়তো আগামী ম্যাচগুলি থেকে এমবাপেকে দল থেকে বসিয়ে দেওয়ার মতো কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শনিবার মায়ামিতে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচটা এখন ফরাসিদের কাছে স্রেফ এক অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা।

ডালাসের এই রাতটা দুজনের জন্যই ঐতিহাসিক ছিল। এমবাপে ফরাসিদের হয়ে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ ম্যাচ (২১) খেলার নজির গড়লেন, আর দেশঁ গড়লেন সর্বাধিক ম্যাচ (২৬) কোচিং করানোর বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মাইলফলকগুলি ঢাকা পড়ে গেল ড্রেসিংরুমের চরম তিক্ততায়। জিনেদিন জিদানের হাতে একটা ক্ষতবিক্ষত দলের দায়িত্বই তুলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন দেশঁ। ডালাসের রাত ফরাসি ফুটবলের জন্য রেখে গেল শুধুই একরাশ আক্ষেপ আর বিতর্ক।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতেই কি ব্যবধানও বাড়ল কিলিয়ান এমবাপে ও কোচ দিদিয়ের দেশঁর?

অল্পের জন্য বাঁচলেন ওলিসে

স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে একটি ভয়ংকর ফাউল করেও কোনও কার্ড না দেখে বেঁচে গেলেন ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে! ম্যাচের প্রথমার্ধে স্পেনের তারকা মিডফিল্ডার রড্রি বল পাস করে দেওয়ার পরও, ওলিসে পেছন থেকে এসে তাঁর গোড়ালিতে সজোরে পা চালিয়ে দেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা রড্রিকে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরাসি উইঙ্গারকে হয়তো লাল কার্ডই দেখানো হবে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রেফারি তাঁকে একটি হলুদ কার্ডও দেখাননি! সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্যানরা এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে স্পেন।

বায়ার্ন-মিলান যুগের অবসান

সেই ১৯৮২ সালের স্পেন বিশ্বকাপ এবং ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত ফাইনাল থেকে শুরু হয়েছিল এক অবাক করা পরম্পরা। গত চার দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিটি বিশ্বকাপের ফাইনালেই বায়ার্ন মিউনিখ এবং এসি মিলান- এই দুটি ক্লাবেরই কোনও না কোনও ফুটবলার মাঠে বা স্কোয়াডে থাকতেনই। কিন্তু ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে এসে ৪৪ বছরের সেই পরিসংখ্যানে অবশেষে ছেদ পড়তে চলেছে। হেরে যাওয়া ফরাসি দলে বায়ার্ন মিউনিখের মাইকেল ওলিসে, ডায়োট উপামেকানো এবং এসি মিলানের থিও হার্নান্ডেজ বা মাইক ম্যাইগনানরা ছিলেন। স্পেনের কাছে তাঁদের এই বিদায়ের ফলে, আসন্ন নিউ জার্সির ফাইনালে এসি মিলানের কোনও প্রতিনিধিত্ব থাকছেন না। ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের মতো ফাইনালে ওঠার দাবিদার দলগুলোতে মূলত রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা বা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের খেলোয়াড়দের আধিক্য। ফলে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের দুই শক্তির একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটল এবারই।

তারকাসর্বস্ব ফ্রান্সকে হারিয়ে

দলগত ফুটবলের জয়গান স্পেনের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৫ জুলাই : ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে যখন মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মাথার ভেতর একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল- ফুটবল শেষ পর্যন্ত এগারোজনেরই খেলা। পেলে, দিয়েগো মারাদোনা বা লিওনেল মেসির মতো ভিনগ্রহের প্রতিভারাও বিশ্বকাপে একা হাতে খুব বেশি কিছু করতে পারেননি, যদি না তাঁদের পেছনে একটা শক্তপোক্ত দলের সমর্থন থেকেছে। মঙ্গলবার রাতের ডালাস যেন সেই ধ্রুব সত্যটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। একদিকে কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসেকে নিয়ে গড়া ফরাসিদের তারকাসর্বস্ব আক্রমণভাগ, যাদের অপ্রতিরোধ্য বলে ধরে নিয়েছিল গোটা বিশ্ব। আর অন্যদিকে, নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন, যাদের দলে হয়তো তেমন কোনও গ্লোবাল সুপারস্টার নেই, কিন্তু একটা দুর্দান্ত ফুটবলীয় মস্তিষ্ক এবং অটুট দলগত সংহতি রয়েছে।

ফলাফল? ফ্রান্সের তারকাদের অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্পেনের ২-০ ব্যবধানে জয়। এই বিশ্বকাপে ফরাসি আক্রমণভাগকে নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, তার সিকিভাগও স্পেনকে নিয়ে হয়নি। কিন্তু মাঠে নামার পর দেখা গেল, একদল দুর্দান্ত ফুটবলার নীল জার্সি গায়ে বিচ্ছিন্নভাবে দৌড়াচ্ছেন, আর সাদা-লাল জার্সি পরা দলটা একটা সুতোয় গাঁথা মালার মতো খেলছে। ফ্রান্সের আসল খেলাটা তৈরি করেন ওলিসে। স্প্যানিশ কোচ ঠিক সেখানেই আঘাত হানলেন। রড্রি এবং ফ্যাবিয়ান রুইজের কড়া পাহারায় ওলিসে এমনভাবে হারিয়ে গেলেন যে, ৭২ মিনিটের মাথায় দিদিয়ের দেশঁ তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন। বলের জোগান না পেয়ে এমবাপে এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, অকারণে স্প্যানিশ গোলকিপার উনাই সিমোনকে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখলেন।

ভাবতে পারেন, যে দলের অ্যাটাকিং লাইনে এমবাপে বা ডেম্বেলের মতো ব্যালন ডি'অর জয়ী বা মনোনীত তারকারা আছেন, সেই দলটা ম্যাচের ৮২ মিনিট পর্যন্ত বিপক্ষের গোলপোস্টে একটাও অন টার্গেট শট নিতে পারেনি! পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৬৬ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে এটাই ফ্রান্সের সবচেয়ে জঘন্য আক্রমণাত্মক পারফরমেন্স।

অন্যদিকে, স্পেনের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। দে লা ফুয়েন্তের দলে লামিনে ইয়ামাল ছাড়া এমন কোনও তারকা নেই, যাদের মুখ বিশ্বের বড় বড় বিলবোর্ডে দেখা যায় বা যাদের নামে কোটি কোটি জার্সি বিক্রি হয়। কিন্তু তাঁদের আছে ১৯ বছরের পাউ কুবার্সির মতো তরুণ সেন্টার ব্যাক, যে কি না এমবাপেকে পকেটে পুরে রাখতে পারেন। আর আছে রড্রির মতো একজন কনডাক্টর, যে পুরো মাঝমাঠটা নিজের আঙুলের ইশারায় চালায়। এই দলগত সংহতির জোরেই স্পেন আজ টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত, ছুঁয়ে ফেলেছে ইতালির বিশ্বরেকর্ড।

ডালাসের এই রাতটা আসলে বিশ্ব ফুটবলের জন্য একটা বড় শিক্ষা। যতই আপনার দলে কোটি টাকার সুপারস্টার থাকুক না কেন, নির্দিষ্ট নব্বই মিনিটে যদি তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে না ওঠে, তবে হার নিশ্চিত। স্পেন প্রমাণ করে দিল, বড় টুর্নামেন্ট জিততে গেলে শুধু ব্যক্তিগত ম্যাজিক নয়, প্রয়োজন নিখুঁত টিমওয়ার্ক। রবিবার নিউ ইয়র্কের ফাইনালে এই স্প্যানিশ আর্মাডাকে থামানো যে কারও পক্ষেই রীতিমতো কঠিন হতে চলেছে।

স্পেনকে দ্বিতীয়বার এগিয়ে দিয়ে সেলিব্রেশন পেড্রো পোরোর।

বিশ্বকাপ আনকাট

ভোটে ব্রাত্য, ফাইনালে স্পেন

ফুটবল যে শুধুই দর্শক জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে না, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব শেষ হওয়ার পর ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দর্শকদের ভোটে মাঠের চারটি পজিশনের সেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হন ইংল্যান্ডের জর্ডন পিকফোর্ড, ডিফেন্সে আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, মিডফিল্ডে ইংল্যান্ডের জুডে বেলিংহাম এবং স্ট্রাইকার হিসেবে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চারজনের মধ্যে একজন স্প্যানিশ ফুটবলারও ছিলেন না! বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা স্পেনের রড্রি, লামিনে ইয়ামাল বা মিকেল মেরিনোরা দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও ফ্যানদের ভোটে তাঁরা জায়গা করে নিতে পারেননি। অথচ, সেই দর্শকদের প্রিয় এমবাপের ফ্রান্সকেই সেমিফাইনালে ২-০ ব্যবধানে একপেশেভাবে হারিয়ে নিউ জার্সির ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে স্পেন। তারকা নির্ভরতার চেয়ে দলগত ঐক্য যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, ফ্যানদের ভোটে ব্রাত্য স্পেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

রেফারিদের অপমানে শাস্তির খাঁড়া

বিশ্বকাপ চলাকালীন রেফারিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তোপ দাগায় এবার শাস্তির মুখে পড়তে পারেন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও কোচ! ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেল, সুইৎজারল্যান্ডের ম্যানুয়েল আকাঞ্জি এবং মিশরের কোচ হোসাম হাসান প্রকাশ্যে রেফারিদের সমালোচনা করে ফিফার রোষানলে পড়েছেন। টুচেল অস্ট্রেলীয় রেফারির সিদ্ধান্তকে 'ভুলভাল' বলেছিলেন, আর মিশরের কোচ সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন যে, আর্জেন্টিনা নাকি ফরাসি রেফারিকে প্রভাবিত করেছে! আকাঞ্জিও পর্তুগিজ রেফারির বিরুদ্ধে একপেশে রেফারিংয়ের অভিযোগ তোলেন। ফিফা আপাতত টুর্নামেন্টের মাঝপথে কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও, রেফারি কমিটির প্রধান পিয়েরলুইগি কলিনা কড়া ভাষায় জানিয়েছেন যে রেফারিদের সততা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে ফিফা।

গ্যালারিতে লামিনের বান্ধবীর উল্লাস

ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে স্পেন বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতেই গ্যালারিতে আনন্দে মেতে উঠলেন লামিনে ইয়ামালের বান্ধবী ইনেস গার্সিয়া স্যান্টোস! ২১ বছরের এই স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েন্সার তাঁর এই আনন্দের মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। চলতি বছরের শুরুতেই প্রকাশ্যে আসে তাঁদের সম্পর্কের কথা। মজার বিষয় হল, ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্কের ফাইনালে শাকিরা ও জাস্টিন বিবারের মতো তারকারা পারফর্ম করবেন শুনে, ইনেস আগেই লামিনকে রীতিমতো অনুরোধ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'মাই লাভ, যাই হয়ে যাক না কেন, তোমাকে ফাইনালে উঠতেই হবে! তুমি শুনতে পাচ্ছ?' বান্ধবীকে দেওয়া সেই কথা অবশেষে রাখলেন বার্সেলোনার এই তরুণ সুপারস্টার।

এমবাপেদের হারিয়ে

হুংকার স্প্যানিশ কোচের

'আমরাই বিশ্বসেরা'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস ১৫ জুলাই : ডালাসে ফরাসিদের বিদায়ঘণ্টা বাজার পরেই স্প্যানিশ ড্রেসিংরুমে শোনা গেল বিশ্বজয়ের গর্জন। ২০১০ সালে জোহানেসবার্গের সেই সোনালি রাতের স্পিরিট যেন ফিরে এসেছে লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের হাত ধরে। কিলিয়ান এমবাপেদের ২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে স্প্যানিশ কোচ এখন রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী। টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ইতালির বিশ্বরেকর্ড ছোঁয়ার পর তিনি সরাসরি বলে দিলেন, 'আমরাই এখন বিশ্বসেরা। এই দলটাকে হারানো প্রায় অসম্ভব।'

তাঁর এই স্পর্ধা নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়, ডালাসের মাঠে রড্রিদের নিখুঁত ফুটবলেরই প্রতিফলন। টুর্নামেন্টের শুরুতে কেপ ভের্দের সঙ্গে ড্র করে নড়বড়ে যাত্রা শুরু করলেও, স্পেনের এই সাফল্যের আসল জাদুমন্ত্র হল একতা ও বিনয়। সাংবাদিক সম্মেলনে দে লা ফুয়েন্তে বলেছেন, 'সঠিক সহযাত্রী বেছে নেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি।' ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দলগত ঐক্যের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, ম্যাচ শেষেও তার প্রমাণ মিলেছে। যে খেলোয়াড়রা এদিন মাঠে নামার সুযোগ পাননি, তাঁরা হোটেলে না ফিরে ড্রেসিংরুমের বাইরে অনুশীলনে ঘাম ঝরালেন। এই অবিশ্বাস্য সংহতিই ১৬ বছর আগের বিশ্বজয়ী স্পেনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এমবাপে-ওসমানে ডেম্বেলেদের মতো ভয়ংকর আক্রমণভাগকে বোতলবন্দি করে স্পেন প্রমাণ করেছে, ফুটবলে আসল কথা হল টিমগেম। এখন সামনে শুধুই নিউ ইয়র্কের ফাইনাল। আটলান্টায় আজ ঠিক হবে প্রতিপক্ষ কে-বন্ধু স্কালোনির আর্জেন্তিনা, নাকি শক্তিশালী ইংল্যান্ড? স্প্যানিশ কোচের কাছে তা গৌণ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'ফাইনাল শুধু জেতার জন্য নয়, উপভোগ করার জন্যও।' যে দল কঠিন ফুটবল ব্যাকরণকে এমন শিল্পের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে, তাদের কাছে মাঠের আনন্দটাই আসল। ডালাসের এই অবিস্মরণীয় জয়ের পর ট্রফি জয়টা যে স্প্যানিশদের কাছে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, তা বলাই যায়।

> আমরাই এখন বিশ্বসেরা। এই দলটাকে হারানো প্রায় অসম্ভব।

> ফাইনাল শুধু জেতার জন্য নয়, উপভোগ করার জন্যও।

লুইস ডে লা ফুয়েন্তে (স্পেনের কোচ)

ফাইনালে ওঠার জন্য লুইস ডে লা ফুয়েন্তেকে শুভেচ্ছা ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁর।

ভুল বোঝাবুঝির অবসান

আটলান্টা ১৫ জুলাই : মায়ামির হাঁসফাঁস গরমে টানা ১২০ মিনিটের হাড়ভাঙা খাটুনি। দুটো গোল করে দলকে একাই জিতিয়েছেন জুডে বেলিংহাম। ম্যাচ শেষের পর ক্লান্ত শরীর আর অ্যাড্রেনালিনের ঘোরে যখন তিনি দাঁড়িয়ে, তখন সাংবাদিকদের একটা ছোট্ট 'কাটছাঁট' করা প্রশ্ন হঠাৎ করেই ইংল্যান্ড শিবিরে বিতর্কের আগুন উসকে দিয়েছিল। কোচ টমাস টুচেলের সমালোচনার জবাবে ২৩ বছরের তরুণের সেই মন্তব্য, 'এই পরিস্থিতিতে খেলার মানে হয়তো উনি বোঝেন না,' সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বাভাবিকভাবেই মুখরোচক গল্প হয়ে ওঠে। কিন্তু আটলান্টায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ইংল্যান্ড কোচ সেই কাল্পনিক ফাটল পুরোপুরি বুজিয়ে দিলেন। জার্মান কোচ স্পষ্টই জানিয়েছেন, তাঁর আর বেলিংহামের মধ্যে সম্পর্ক এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি মজবুত। টুচেলের মতে, ''আমি ছেলেটাকে 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' বলেছিলাম। ওর মানসিকতার প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু ওই সাংবাদিক আমার প্রশংসার অংশটুকু পুরোপুরি বাদ দিয়ে শুধু ঢিলেঢালা শব্দটা জুডের সামনে তুলে ধরে। ১২০ মিনিট সবটুকু নিংড়ে দেওয়ার পর কোনও ফুটবলার এমন প্রশ্ন শুনলে তো পালটা জবাব দেবেই। এটা খুব স্বাভাবিক।'

গত গ্রীষ্মে জুডের কিছু আচরণ নিয়ে টুচেলের একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, যার জন্য তিনি ক্ষমাও চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর কোনও অভিমান নেই। বরং জুডের খোঁচাকে বেশ স্পোর্টিংলি নিয়েছেন টুচেল। নিজের খেলোয়াড় জীবনের সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার খেলার কেরিয়ার নেহাতই সাধারণ মানের ছিল। খেলোয়াড় হিসেবে এত বড় মঞ্চে নামার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একটা কথা আছে- ভালো জকি হতে গেলে নিজেকে তো আর ঘোড়া হতে হয় না!'

> আমার খেলার কেরিয়ার নেহাতই সাধারণ মানের ছিল। খেলোয়াড় হিসেবে এত বড় মঞ্চে নামার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একটা কথা আছে- ভালো জকি হতে গেলে নিজেকে তো আর ঘোড়া হতে হয় না!
>
> -টমাস টুচেল

আর্জেন্টিনাকে হারাতে টমাস টুচেলের অন্যতম ভরসা জুডে বেলিংহাম।

ইংরেজ তনয়ার গায়ে নীল-সাদা

ভালোবাসার কাছে হারল দেশপ্রেম

আটলান্টা, ১৫ জুলাই : আমেরিকার অন্যান্য শহরের মতো আটলান্টা খুব একটা বিশাল নয়। জনসংখ্যার নিরিখে ৪০ নম্বরে থাকা এই শহরটাই গত কয়েকদিন ধরে ফুটবল জ্বরে কাঁপছে। ডাউনটাউন থেকে মিডটাউন- সর্বত্রই এখন বিদেশি অতিথিদের ভিড়। সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রিবাটাও একধাক্কায় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এই ভিড়ের সিংহভাগই আর্জেন্টিনার সমর্থক, তবে সংখ্যায় কম হলেও ইংরেজরাও পিছিয়ে নেই। সাতসকালেই তারা কেউ স্টেডিয়াম, তো কেউ ফ্যান পার্কের দিকে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এত মানুষের ভিড়েও ২২ বছরের এক ইংরেজ তরুণী সারাটা দিন কাটালেন চরম দ্বিধায়। ইংল্যান্ডের মেয়ে কেলেসি বোয়েরের গায়ে যে আর্জেন্টিনার জার্সি!

অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ফুটবল খেলেছেন তিনি। চিরকাল নিজের দেশকেই সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু আজ তাঁর মন নীল-সাদা শিবিরে। কারণটা হলেন মার্কোস সেনেসি। আর্জেন্টিনার এই ডিফেন্ডারেরই বান্ধবী কেলসি-রোজ বাওয়ার্স। ডেভিড বেকহ্যাম যা পেরেছেন, সেটা কেলসির পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশের আবেগকে সরিয়ে রেখে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। লিয়ান্দ্রো বেলার্দির চোট পাওয়ায় এবারই প্রথম বিশ্বকাপের দলে ডাক পেয়েছেন সেনেসি। জর্ডনের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিষেক হয়েছে।

তবে সেনেসির চেয়েও আজ বেশি চাপে ছিলেন কেলসি নিজে। তাঁর কথায়, 'আমি ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে বড় হয়েছি, দেশের হয়ে খেলার সম্মানও পেয়েছি। ওই আবেগ থেকে বেরিয়ে আসা সত্যিই কঠিন। এত বছর পর ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে ওঠায় আমি ভীষণ গর্বিত।' সেনেসি যখন এএফসি বোর্নমাউথে খেলতেন, তখনই দুজনের পরিচয়। কেলসি অকপটে স্বীকার করছেন, 'যাঁকে ভালোবাসো, সে যখন এত বড় একটা মঞ্চে নামে, তখন তুমি চাইবেই সে জিতুক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কোসকেই সমর্থন করছি। এটাই হয়তো একমাত্র ম্যাচ, যেখানে আমি দুই দলের জন্যই মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছি। ফল যাই হোক, আমি ইতিবাচক থাকতে চাই।'

ম্যাচের আগে নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করছেন ইংল্যান্ডের এই মহিলা ফুটবলার। বোর্নমাউথের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ায় তিনি এখন নতুন ক্লাবের সন্ধানে, তবে আপাতত তাঁর পুরো মনোযোগ বিশ্বকাপে। মজার ব্যাপার, ইংরেজ হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের কাছে তিনি ভীষণ জনপ্রিয়। সেনেসির সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে।

এদিকে, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় আটলান্টায় ঝাঁকে ঝাঁকে নীল-সাদা সমর্থক এসে পৌঁছেছেন। প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার আর্জেন্টিনীয় শহরে ঢুকছেন। ৬৮,২৩৯ আসনের স্টেডিয়ামের বেশিরভাগটাই তাই নীল-সাদা। ফ্যান পার্কগুলোর ছবিও একইরকম। শেষ পর্যন্ত ট্রফি যার হাতেই উঠুক না কেন, আমেরিকার এই শহরটা আপাতত আর্জেন্টিনীয়দেরই দখলে।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

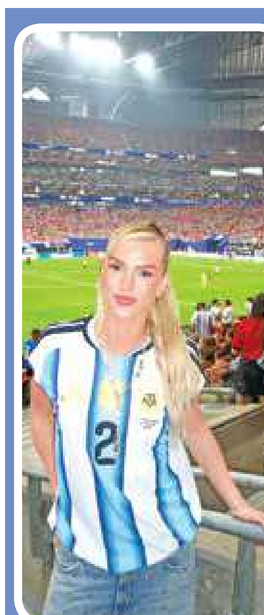

> যাঁকে ভালোবাসো, সে যখন এত বড় একটা মঞ্চে নামে, তখন তুমি চাইবেই সে জিতুক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কোসকেই সমর্থন করছি। এটাই হয়তো একমাত্র ম্যাচ, যেখানে আমি দুই দলের জন্যই মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছি। ফল যাই হোক, আমি ইতিবাচক থাকতে চাই।
>
> -কেলেসি বোয়ের

কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার জয়ের পর বয়ফ্রেন্ড মার্কোস সেনেসিকে চুমু কেলেসি বোয়েরের।

> ষাট বছরের শূন্যতা এবার পূর্ণ হওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো বিশ্বের সেরা ফুটবল লিগ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড যে বছরের পর বছর কিছু পায়নি, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।
>
> -টম বার্টেলস, প্রখ্যাত জার্মান ধারাভাষ্যকার

ইংরেজদের জয়ে জার্মান প্রার্থনা

আটলান্টা ১৫ জুলাই : ফুটবলের চিত্রনাট্য মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত বাঁক নেয়। যাঁদের সঙ্গে মাঠে নামলেই একসময় আগুনের ফুলকি ঝরত, আজ সেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিই নিজেদের দেশ বিদায় নেওয়ার পর ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরছে! আটলান্টার সেমিফাইনালের আগে জার্মানিতে কান পাতলে এখন একটাই সুর- ষাট বছরের যন্ত্রণা এবার থামা উচিত।

ইংরেজদের প্রতি জার্মানদের এই অভাবনীয় সমর্থনের নেপথ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি নাম- টমাস টুচেল এবং হ্যারি কেন। বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়ে কেন ইতিমধ্যেই জার্মানদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন। গত বছর মিউনিখের বিখ্যাত বিয়ার উৎসবে স্ত্রী কেটকে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাভারিয়ান পোশাকে কেনের সেই হাসিমুখ আজও জার্মানদের স্মৃতিতে টাটকা। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের ডাগআউটে রয়েছেন এক জার্মান কোচ। প্রখ্যাত জার্মান ধারাভাষ্যকার টম বার্টেলস তাই কোনও রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'ষাট বছরের শূন্যতা এবার পূর্ণ হওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো বিশ্বের সেরা ফুটবল লিগ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড যে বছরের পর বছর কিছু পায়নি, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।'

প্রখ্যাত জার্মান সুপারমডেল ক্লডিয়া শিফারও উচ্ছ্বসিত। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের এই যাত্রায় তিনি পুরোপুরি তাঁদের পাশে আছেন। একজন জার্মান কোচ ইংরেজদের পথ দেখাচ্ছেন, এটা তাঁর কাছে দারুণ গর্বের।

কিন্তু এত ভালো খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও বড় মঞ্চে ইংল্যান্ড কেন বারবার হোঁচট খায়? প্রাক্তন ফুটবলার ও বর্তমান জার্মান ফুটবল পণ্ডিত ফেলিক্স বাস্তিয়ান্সের মতে, আসল সমস্যা প্রতিভায় নয়। ইপিএলের হাড়ভাঙা খাটুনিই এর জন্য দায়ী। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংরেজ ফুটবলারদের পায়ে মরশুম শেষে অন্তত ১০ থেকে ১৫টি ম্যাচের বাড়তি ক্লান্তি জমে থাকে, যা টুর্নামেন্টের শেষ লগ্নে এসে তাঁদের পিছিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে, আটলান্টায় আজ ইংরেজরা যদি হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে, তবে জার্মানির বিয়ারের ঠেকগুলোতেও যে আনন্দের গেলাস উঠবে, তা নিশ্চিত। ফুটবল এভাবেই বুঝি প্রাক্তন শত্রুদের পরম মিত্রে পরিণত করে।

মিউনিখের বিখ্যাত বিয়ার উৎসবে স্ত্রী কেটকে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাভারিয়ান পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন হ্যারি কেন।

বিতর্ক হবে, জানতেন বালোগান

লাল কার্ডের শাস্তি মকুব হওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক সম্পর্কে অবশেষে মুখ খুললেন ফোলারিন বালোগান! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে ফিফা তাঁর শাস্তি তুলে নেওয়ার পর, তিনি বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন। বালোগান বলেছেন, 'আমি জানতাম এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে। আমার সতীর্থরাও কিছুটা স্নায়ুচাপে ভুগছিল। এমন একটা ঘটনা সত্যিই অভাবনীয়।' বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে তাঁর ফাউলকে 'অনিচ্ছাকৃত' দাবি করে তিনি জানান যে, লাল কার্ড দেখে তিনি নিজেও রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন। হঠাৎ করেই দলের বাইরে থেকে ফের দলে ডাক পাওয়ায়, দলের বাসে ওঠার সময়ও এক অদ্ভুত ও তীব্র অনুভূতি কাজ করছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

'ফ্রিজবন্দি' হ্যারি কেনরা!

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হাইভোল্টেজ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নামার আগে ফ্রিজবন্দি ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন, জুডে বেলিংহামরা! ফুটবল মানেই আবেগের জোয়ার, আর অদ্ভুত সব সংস্কার। সেমিতে নামার আগে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে সেইরকমই কুসংস্কারের রমরমা। তারা প্রতিপক্ষ দলের তারকা ফুটবলারদের নাম কাগজে লিখে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখছেন। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বদ্ধমূল ধারণা, কেন বা বেলিংহামের মতো খেলোয়াড়দের নাম 'ফ্রিজবন্দি' করলে মাঠেও বন্দি থাকবেন তাঁরা। আর লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা সহজেই ফাইনালে পৌঁছে যাবে।

তাস খেলে চাপ কাটাচ্ছেন বেলিংহাম

বিশ্বকাপের মহাগুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নামার আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সেরা অস্ত্র জুডে বেলিংহাম! রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে 'স্কাইজো' নামক একটি তাস খেলতে দেখা যাচ্ছে। উনোর মতো দেখতে এই নতুন কার্ড গেমে নাকি মজেছে পুরো ইংল্যান্ড দল! সতীর্থ মরগান রজার্স বলেছিলেন, 'জুডেই এই গেমটা নিয়ে এসেছে। এখন আমরা সবাই এটা খেলতে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি!' মেক্সিকো ও নরওয়ের বিরুদ্ধে পরপর দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর, এবার টমাস টুচেলের দলের লক্ষ্য আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছানো।

দলের চিকিৎসক 'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'

সেনেগাল ফুটবল দলের চিকিৎসক একজন 'প্রশিক্ষিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'! সে দেশের ফুটবল সংস্থার সভাপতির দাবি এমনই। সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আবদুলায়ে ফাল জানিয়েছেন, দলের প্রধান চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি মূলত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ায় ফুটবলারদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। যদিও এই চাঞ্চল্যকর দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে 'সেনেগালিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন'। তাদের বক্তব্য, জাতীয় দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আবদেরামানে ফেদিওরে ক্রীড়া চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ। তিনি তিনটি বিশ্বকাপ ও পাঁচটি আফ্রিকান কাপ অফ নেশন্সে সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন।

কান্না আর রূপকথার আটলান্টা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৫ জুলাই : লিওনেল মেসির দুই চোখ বেয়ে তখন বাঁধভাঙা জল। সেই কান্নায় মিশে আছে ইতিহাস গড়ার এক অদম্য তৃপ্তি। আটলান্টার সবুজ ঘাসে ইংরেজদের চোখেও জল, তবে তা শুধুই স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ। চরম বিশৃঙ্খলা আর ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ফিরে আসাই যেন এখন আর্জেন্টিনার স্বভাব। মিশরের বিরুদ্ধে ৭৯ মিনিটের পর তিন গোল, কেপ ভের্দে আর সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও অতিরিক্ত সময়ে জয়, আর আজ ৮৫ মিনিটের পর জোড়া গোল! টানা চারটি নকআউট ম্যাচে পরাজয়ের ভ্রূকুটি উড়িয়ে দিয়ে লিওনেল স্কালোনির দল প্রমাণ করল, হাল না ছাড়ার মানসিকতায় তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। এই নিয়ে টানা চারটি বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল তারা। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাদের রেকর্ড এখন ছয়ে ছয়।

অথচ ২০১৮ সালের ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে প্রথমে গোল করেও হারল ইংল্যান্ড। পুরো ম্যাচে তাদের শট সংখ্যা মাত্র পাঁচ, যা এই টুর্নামেন্টে তাদের সর্বনিম্ন! প্রাক্তন ইংরেজ স্ট্রাইকার ওয়েন রুনির গলায় তাই একরাশ আক্ষেপ, 'ম্যাচের রাশ আমাদের হাতেই ছিল, কিন্তু তারপর আমরা নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেললাম। অকারণে খোলসে ঢুকে গিয়ে ওদের আক্রমণের সুযোগ করে দিলাম। একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ল, আর শেষমেশ আমাদের রক্ষণ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। এর চেয়ে হতাশার আর কী হতে পারে!'

ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি অবশ্য স্কালোনির তীক্ষ্ণ মগজাস্ত্রেরই প্রশংসা করছেন। তাঁর বিশ্লেষণ হল, 'যারা ভালো খেলেছে, তারাই জিতেছে। কী দারুণ মানসিকতা! আমার তো মনে হয়, ইংল্যান্ড বড্ড তাড়াহুড়ো করে রক্ষণ সামলাতে পাঁচজন ডিফেন্ডার নামিয়ে ফেলেছিল। ঠিক সেই সুযোগটাই স্কালোনি নিলেন। মাঝমাঠের ওই চরম ভিড়ের মধ্যে মেসিকে না রেখে, ওকে ডানদিকে সরিয়ে আনলেন যাতে ও নিজের ফাঁকা জায়গাটা পেয়ে যায়। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাটা তো আর এমনি এমনি ওদের গায়ে সাঁটা নেই!'

অ্যালান শিয়েরারও অকপটে মেনে নিচ্ছেন প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, 'খুব সততার সঙ্গেই স্বীকার করছি, যোগ্য দল হিসেবেই ওরা জিতেছে। পিছিয়ে পড়ার পরেও আর্জেন্টিনা এক মুহূর্তের জন্য স্নায়ুর চাপ বুঝতে দেয়নি। নিজেদের ছকে ওদের যে অগাধ বিশ্বাস, সেটাই শেষ পর্যন্ত ফারাক গড়ে দিল। মানতে যতই কষ্ট হোক না কেন, রবিবার ফাইনালে ওঠার আসল দাবিদার ওরাই।'

আগামী রবিবার নিউ জার্সিতে স্পেনের বিরুদ্ধে নিজেদের মুকুট ধরে রাখতে নামবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আর আরও একবার সেমিফাইনালের চেনা বিষাদ নিয়ে ইংল্যান্ডকে তৃতীয় স্থানের জন্য সান্ত্বনার লড়াইয়ে নামতে হবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। আটলান্টার রাতটা আজ শুধুই নীল-সাদা অদম্য জেদ আর মেসির আনন্দাশ্রুর।

সেমিফাইনালে জয়সূচক গোল করে লওটারো মার্টিনেজ (উপরে)।

ফাইনালের টিকিট পেয়ে লিওনেল মেসি।

আজ জিতলেই সিরিজ ভারতের

কার্ডিফ, ১৫ জুলাই : অবশেষে প্রতীক্ষিত জয়।

চলতি বিলেত সফরে বার্মিংহামে প্রথমবার ইংল্যান্ড-বধের স্বাদ। আগামীকাল যে উদ্দীপনার পারদ চড়িয়ে সিরিজ দখলের হাতছানি। মঙ্গলবার তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম টক্করে টিমগেমে বাজিমাত করেছে গৌতম গম্ভীরের দল। জয়ের ধারা বজায় রেখে লক্ষ্মীবারে সিরিজ পকেটে পোড়াই আপাতত পাখির চোখ।

লক্ষ্যপূরণের ম্যাচে ভারতীয় শিবিরে একঝাঁক চিন্তা, প্রশ্ন। মঙ্গলবার ৮০ রানের ঝলমলে ইনিংসে জয়ের ভিত গড়ে দিলেও শুভমান গিলের ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ইনিংসের মাঝপথেই ফিরতে হয় খোড়াতে খোড়াতে। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার শুভমান খেলবেন, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

চিন্তায় রাখছে রোহিত শর্মার বর্তমান ফর্ম। সেক্ষেত্রে রোটেশনে হিটম্যানকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কুলদীপ যাদবকে প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কিন্তু টসের আগে গম্ভীরের দলের চেহারা কী হতে চলেছে বলা কঠিন।

> **ইংল্যান্ড বনাম ভারত**
> **দ্বিতীয় ওডিআই আজ**
> **সময় :** বিকেল ৫.৩০ মিনিট
> **স্থান :** কার্ডিফ
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার অ্যাপ

তবে বার্মিংহাম জয়ে সাজঘরের গুমোট পরিবেশ অনেকটা কেটেছে। কৃতিত্ব অনেকাংশে প্রাপ্য জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বাধীন বোলিং ব্রিগেডের। টি২০ সিরিজে নখদন্তহীন বোলিং ভুগিয়েছিল। বুমরাহর স্পর্শে প্রথম ওডিআইয়ে উলটো ছবি। গুরনুর ব্রার, অক্ষর প্যাটেল, প্রসিধ কৃষ্ণাদের নিয়ে ইংল্যান্ডকে ২৫৮ রানে আটকে রেখে জয়ের রাস্ত মসৃণ করে দেন বুমরাহ।

নায়ক অবশ্য অক্ষর। প্রথমে চার উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের ল্যাজকে দ্রুত গুটিয়ে দেন। তারপর ব্যাট হাতে চাপের মুখে লড়াকু ইনিংস। যে খুশিটা নিয়ে অক্ষর বলেছেন, 'লাইন-লেংথ এবং গতির হেরফেরে জোর দিয়েছিলাম। সুফল চার উইকেট। ব্যাটিংয়ের সময় ওয়াশির (ওয়াশিংটন) সঙ্গে জুটিতে স্ট্রাইক রোটেট করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরব। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে।'

চিন্তায় রাখছে শুভমানের ফিটনেস

অক্ষরদের যে সাফল্যে স্বভাবতই স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় সাজঘরে। শুভমানের গলাতেও সেই সুর। বলছিলেন, মিডল অর্ডার, লোয়ার মিডল অর্ডার রান পেলে অধিনায়ক, দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যায়। আরও দাবি করলেন টার্গেট ৩০০-৩২০ হলেও লক্ষ্যে পৌঁছে যেতেন।

খোলা রাখছেন প্রথম একাদশ বদলের রাস্তাও। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে দলকে প্রস্তুত রাখতে আলাদা আলাদা কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে, বার্তা দেন শুভমান। বলেছেন, 'সব বিভাগে দলের গভীরতা দেখে নিতে রোটেশন জরুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে ইংলিশ কন্ডিশনের। এই সফরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

ঈশান কিষানের নাম ঘুরছে থিংকট্যাংকের ভাবনায়। প্রশ্ন শুধু কার জায়গায়? রোহিতের ফর্ম চিন্তার জায়গা। অনিশ্চয়তা শুভমানের চোট ঘিরে। শুভমান না খেললে ঈশান-রোহিত ওপেনিংয়ে। পেসার গুরনুরকে নিয়েও সংশয়। চোট পেয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসের শেষদিকে মাঠ ছেড়েছিলেন। গুরনুর ম্যাচ ফিট না হলে বিকল্প ভাবনায় অর্শদীপ সিং বা প্রিন্স যাদব।

ইংল্যান্ড শিবির অপরদিকে জবাব দেওয়ার মেজাজে। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার বার্মিংহামের হার ধাক্কা হ্যারি ব্রুকদের কাছে। বদলা নিতে কার্ডিফে বড় জয় চাইছে থ্রি লায়ন্স। মঙ্গলবার হারলেও চাপের মুখে জো রুট, লিয়াম ডসনদের লড়াই প্রশংসনীয়। অধিনায়ক ব্রুকের দাবি, কঠিন পরিস্থিতিতে দলের প্রত্যাবর্তন অক্সিজেন জোগাচ্ছে। এখন দেখার সেই অক্সিজেনে ভর করে ব্রুকের ইংল্যান্ড আগামীকাল কীভাবে প্রত্যাঘাত করে।

ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভার আর্ভিড লিন্ডব্লাডের সঙ্গে শুভমান গিল ও ঈশান কিষান। বুধবার।

হ্যাটট্রিক করে পিভি বিষ্ণু। - ডি মণ্ডল

বিষ্ণুর দাপটে বিধাননগরকে পাঁচ গোল ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৫
(বিষ্ণু-৩, বিষ্ণু মুর্মু-আত্মঘাতী, বিজয়)
বিধাননগর এমএসএ-১ (সুমিত)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচেও বড় জয়। কলকাতা লিগে দাপট অব্যাহত ইস্টবেঙ্গলের।

প্রতিপক্ষ বিধাননগর দলটা একেবারেই অনভিজ্ঞ। গড় বয়স কুড়ির নীচে। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয় তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ১১ মিনিটেই প্রথম গোল। জেসিন টিকের ব্যাক পাস থেকে ফিনিশ করেন পিভি বিষ্ণু। অবশ্য কয়েক মিনিট পরে মোহন বৈরাগীর ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে গোল শোধ করে বিধাননগরের সুমিত মজুমদার।

২৬ মিনিটে দর্শনীয় ফ্রি কিক থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন বিষ্ণু। ৪৫ মিনিটে বিষ্ণু মুর্মুর আত্মঘাতী গোলে ইস্টবেঙ্গল ফের এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে জয় বাজের পাস থেকে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন বিষ্ণু। ৮১ মিনিটে অরুণলালের সেন্টার থেকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন বিজয় মুর্মু। এদিন বড় ব্যবধানে জিতলেও বিধাননগর দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে বেশ কয়েকবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে চিড় ধরিয়ে বক্সে ঢুকল, তা ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গলের চিন্তার কারণ হতে পারে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ খিদিরপুর। প্রথম ম্যাচে বড় জয়ের কারণে সবুজ-মেরুন শিবিরে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নেই। এখন ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই চ্যালেঞ্জ কিয়ান নাসিরি, সায়ন বন্দোপাধ্যায়দের কাছে।

এদিকে, স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইভান লোপেজ আলভারেজের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে ইস্টবেঙ্গল।

জয়ী জামালদহ

ময়নাগুড়ি, ১৫ জুলাই : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের নিপেন্দ্রনাথ রায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লিগ ফুটবলে বুধবার জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৫-১ গোলে চূর্ণ করে বৈরাগীপাড়া এফসি-কে। সাগর রায় হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হন। তাদের অন্য গোল দুইটি সুদীপ ও মাধবের। বৈরাগীপাড়ার একমাত্র গোলস্কোরার দেব রায়।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সাগর রায়। ছবি : অভিরূপ দে

বার্মিংহামে শুভমান গিলদের ম্যাচ দেখলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

‘ম্যাচ উইনার, ওকে বিশ্বকাপে দরকার’

কুলদীপ ইস্যুতে গম্ভীরদের বিঁধলেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কুলদীপ যাদবকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যদিও ঠিক উলটো পথেই হাঁটছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গুরুত্ব দেওয়ার বদলে বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তারকা রিস্টস্পিনার। কুলদীপ ইস্যুতে এভাবে গৌতম গম্ভীরদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

> আগেও বারবার বলেছি, আবারও বলছি। ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে দুই ফিঙ্গার স্পিন অলরাউন্ডারকে (ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল) একসঙ্গে খেলানো সঠিক পদক্ষেপ নয়। একজন রিস্টস্পিনার দরকার। হর্ষিত রানা ফিট এবং স্বমেজাজে থাকলে তৃতীয় পেসারের দায়িত্ব সামলাবে। আমার বিশ্বাস, তখন বদলে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে কুলদীপ দলে ঢুকে যাবে।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

প্রাক্তন তারকা অফস্পিনারের মতে, দুজন ফিঙ্গার স্পিনার নিয়ে দল গড়লে ভুল করবে থিংকট্যাংক। দরকার কুলদীপের মতো বাঁহাতি রিস্টস্পিনার। প্রথম এগারোয় কুলদীপকে নিয়মিত খেলানো উচিত। বার্মিংহামে সিরিজের প্রথম ওডিআইয়ে ইংল্যান্ডকে হারালেও টিম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন।

বলেছেন, 'আগেও বারবার বলেছি, আবারও বলছি। ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে দুই ফিঙ্গার স্পিন অলরাউন্ডারকে (ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল) একসঙ্গে খেলানো সঠিক পদক্ষেপ নয়। একজন রিস্টস্পিনার দরকার। হর্ষিত রানা ফিট এবং স্বমেজাজে থাকলে তৃতীয় পেসারের দায়িত্ব সামলাবে। আমার বিশ্বাস, তখন বদলে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে কুলদীপ দলে ঢুকে যাবে।'

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আরও দাবি, 'দলের উচিত কুলদীপের পাশে থাকা। আসন্ন বিশ্বকাপে কুলদীপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ও ম্যাচ উইনার। ম্যাচের যে কোনও পরিস্থিতিতে বল করার ক্ষমতা রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওর রেকর্ডও ভালো। সঠিক মাইন্ড সেট নিয়ে কুলদীপ ২০২৭ বিশ্বকাপে খেললে লাভবান হবে দল। ভারতীয় দলে ওকে দেখলে আমি অন্তত খুশি হব।'

পেস অলরাউন্ডার হিসেবে শিবম দুবে নিয়মিত খেললেও অশ্বীনের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে হার্দিক পান্ডিয়া। হার্দিক না থাকলে নীতীশ কুমার রেড্ডি। প্রাক্তন অফির মতে, 'প্রথম ম্যাচে দুবের পারফরমেন্স প্রশংসনীয়। তবে হার্দিক, নীতীশ চোটের জন্য বাইরে বলেই ও সুযোগ পেয়েছে। যা কাজে লাগিয়েছে। তারপরও ওডিআই দলে আমার পছন্দের তালিকায় শিবম সবার শেষে থাকবে।'

ফ্লেমিংহীন চেন্নাইয়ে ‘গুরুভার’ ধোনিকে

চেন্নাই, ১৫ জুলাই : মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল কেরিয়ারে বড়সড়ো রদবদল ঘটতে চলেছে। স্টিফেন ফ্লেমিংহীন চেন্নাই সুপার কিংসে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ভূমিকায় দেখা যাবে মাহিকে। ২০২৬ আইপিএলে খেলোয়াড় হিসেবে দলে থাকলে একটা ম্যাচও খেলেননি। চোট নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। সরকারি ঘোষণা না হলেও আইপিএল কেরিয়ারে যা ইতি টানার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন অনেকেই।

মাহির অবসর নিয়ে চলতি বিতর্কের মাঝে নয়া খবর। ২০২৭ আইপিএলে হলুদ ব্রিগেডের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা যাবে সুপার কিংসের সফলতম অধিনায়ককে। ১৮ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি টেনে ফ্লেমিং হেডকোচের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। সফলতম কোচের বিদায়ে তৈরি হওয়া বিশাল শূন্যতা পূরণেই মাহির শরণাপন্ন সিএসকে। খবর, মেন্টর হিসেবে দলের ক্রিকেটার কাজকর্মে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে 'ক্যাপটেন কুল'-এর হাতে।

গত দুই মরশুম ভালো কাটেনি চেন্নাই সুপার কিংসের। দল বদলে তরুণ ব্রিগেডে জোর দেওয়া হলেও সুফল মেলেনি। নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে ২০২৭ আইপিএলে নতুন শুরুর চ্যালেঞ্জ। ফ্লেমিংয়ের উত্তরসূরি বাছাইয়েও ধোনির মতামত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ৪৫ বছরের ধোনি আপাতত ইংল্যান্ডে। উইম্বলডনের পাশাপাশি চলতি দলকে সমর্থন জানাতে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছে।

শুরু এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : ১৬ দলীয় আন্তঃ স্কুল এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ ফুটবল শুরু হয়েছে। বুধবার শালবাড়ি হাইস্কুল ৩-১ গোলে হারিয়েছে সেন্ট জোসেফ স্কুলকে। ডিপিএস ২-১ গোলে জিতেছে ডিএভি-র বিরুদ্ধে। কৃষ্ণমায়া মেমোরিয়াল নেপালি হাইস্কুল ৩-১ গোলে কদমতলা বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে জয় পায়।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বোনাপাড়া হাইস্কুল। ছবি : অমিতকুমার রায়

সেরা বোনাপাড়া

মানিকগঞ্জ, ১৪ জুলাই : জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট অর্গানাইজার অফ ফিজিকাল এডুকেশনের ৬ দলীয় আন্তঃ বিদ্যালয় অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বোনাপাড়া হাইস্কুল। বুধবার বেরুবাড়ি গমিরাপাড়া হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ট্রাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মণ্ডলঘাট হাই স্কুলকে হারিয়েছে। দুই বিজয়ী দল অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ মহকুমা পর্যায়ের অংশ নেবে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রেম শা। ছবি : অনীক চৌধুরী

জয়ী জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার জেএফএ ৪-০ গোলে চূর্ণ করেছে এবিপিসি-কে। প্রেম শা জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জেএফএ-র বাকি গোল দুইটি রজত ওরাওঁ এবং অজিত বিশ্বাসের। বৃহস্পতিবার প্রথম ডিভিশন লিগের খেলায় মুখোমুখি হবে এনবিআরসি এবং ভিএসসিসি।

বদলাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের নিয়ম

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত আইসিসি-র। উদ্দেশ্য, ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা। এমন ভাবনার নির্যাস হিসেবে আজ জানা গিয়েছে, ক্রিকেট বিশ্বকাপের নিয়ম বদলাতে চলেছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বোর্ড মিটিং আজই শেষ হয়েছে স্কটল্যান্ডে। সেই বৈঠকের ফল হিসেবে সামনে এসেছে, টি২০ ও একদিনের ক্রিকেটের পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়মও বদলাচ্ছে।

২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবোয়ে-নামিবিয়ায় হতে চলেছে একদিনের বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের আসরে চালু হচ্ছে নতুন ফরম্যাট। জানা গিয়েছে, মোট ১৪টি দেশ অংশ নেবে বিশ্বকাপে। সেমিফাইনালের আগে থাকবে মোট তিনটি পর্ব। ১৪ দলের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে নীচে থাকা তিন দলকে নিয়ে হবে সুপার সিরিজ। তিন দলের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান পাবে, তারা উঠবে পরের পর্বে। দ্বিতীয় রাউন্ডে থাকবে ১২ দল। দুইটি গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করে সুপার সিক্স রাউন্ডের খেলা হবে। দুই গ্রুপের সেরা তিন দলের পাশে দুই গ্রুপ মিলিয়ে সেরা আরও একটি দল যাবে পরের পর্বে। তৃতীয় রাউন্ডে সেরা সাত দলকে নিয়ে রাউন্ড রবিন পর্বের খেলা হবে। সেখান থেকে চারটি দল যাবে সেমিফাইনালে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বসছে ২০২৮ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসর। মোট ২০ দলের প্রতিযোগিতার আসরেও ফরম্যাট বদলাচ্ছে এবার। প্রথম রাউন্ডে চারটি করে দল নিয়ে পাঁচটি গ্রুপ হবে। প্রথম পর্বের সব গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে পরের পর্ব বা সুপার টেন পর্যায়ে। সুপার টেন পর্বে পাঁচটি দলে দল নিয়ে হবে দুইটি গ্রুপ। প্রতি গ্রুপের সেরা দুই দল সরাসরি সেমিফাইনালে যাবে। শেষ চারের বাকি দুই দল ঠিক হবে এলিমিনেটরের মাধ্যমে।

একইভাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও বদল আসছে। এখন ৯টি দল নিয়ে হয় প্রতিযোগিতা। আগামীদিনে দলের সংখ্যা ১২ হওয়ার সম্ভাবনা। আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও জিম্বাবোয়েকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বলে খবর।

ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বদল আনার পাশে বিশ্ব ক্লাব ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও একটি টি২০ প্রতিযোগিতা শুরুর কথা জানিয়েছে আইসিসি। দুনিয়ার নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সেরা দলগুলিকে নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশ হিসেবে আজ মরিশাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

- ১৪ দলের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে নীচে থাকা তিন দলকে নিয়ে হবে সুপার সিরিজ।
- তিন দলের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান পাবে, তারা উঠবে পরের পর্বে।
- দ্বিতীয় রাউন্ডে থাকবে ১২ দল।
- দুইটি গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করে সুপার সিক্স রাউন্ডের খেলা হবে।
- দুই গ্রুপের সেরা তিন দলের পাশে দুই গ্রুপ মিলিয়ে সেরা আরও একটি দল যাবে পরের পর্বে।
- তৃতীয় রাউন্ডে সেরা সাত দলকে নিয়ে রাউন্ড রবিন পর্বের খেলা হবে।
- সেখান থেকে চারটি দল যাবে সেমিফাইনালে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে পিঙ্কু বর্মন।

জয়ী উইনার্স, রাইজিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে আয়োজকরা ২-১ গোলে ভিএনসি মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। উইনার্সের যিশু সরকার ও ম্যাচের সেরা পিঙ্কু বর্মন গোল করে। ভিএনসি-র গোলস্কোরার রুদ্র সরকার।

রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ইউনাইটেড রাইজিং স্টার অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। রাইজিংয়ের অংশ নিউপানে ও আনমোল বিস্তা গোল করে। নকশালবাড়ির গোলটি দেব হেমব্রমের। ম্যাচের সেরা রাইজিংয়ের অভিযুগ ছেত্রী।

সেরা একলব্য, তুরিবাড়ি

চালসা, ১৫ জুলাই : মাল মহকুমায় আন্তঃ বিদ্যালয় সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হল নাগরাকাটা একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে হারিয়েছে মালবাজার সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়কে। মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা বিদ্যা ওরাওঁ। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন ওদলাবাড়ি তুরিবাড়ি উচ্চতর বিদ্যালয়। ফাইনালে টাইব্রেকারে তারা ২-১ গোলে জিতেছে নাগরাকাটা একলব্য স্কুলের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। গোল করে তুরিবাড়ির আনমোল বিশ্বকর্মা ও একলব্যর অঙ্কিত লাকরা। ফাইনালের সেরা আয়ুষ তামাং। দুই বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেল।

ট্রফি নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন ওদলাবাড়ি তুরিবাড়ি উচ্চতর বিদ্যালয়।

ছবি : রহিদুল ইসলাম

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা ভজন মণ্ডল - কে

08.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71A 25661 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা জেতা শুধু আমার ভবিষ্যতই সুরক্ষিত করেনি বরং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের উপর বিশ্বাস রাখার আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। এখন আমি আর্থিক বাধা নিয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই আমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।